শক্তিশেল

দৃশ্যকাব্য

মহাকবি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত

"মেঘনাদ বধ" কাব্য অবলম্বনে

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-কর্ত্তৃক

নাটকাকারে গঠিত

মাচরং, বরিশাল, নট্ট কোং দ্বারা

বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত

কলিকাতা

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো

১৯৩২

মূল্য ১॥০ মাত্র

গ্রন্থকারের নূতন নাটকাবলী

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
Printed by L. M. Roy, Lalit Press,
116, Manicktola Street, Calcutta.

1932

উৎসর্গ

মধুবর্ষী মহাকবি

৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত

এই দীন গ্রন্থকারের

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়

এই দৃশ্যকাব্য

উৎসর্গীকৃত

হইল।

নিবেদন।

বরিশাল বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সমাজের সভ্যবৃন্দ 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলে, আমার উপরে সেই নাটক রচনার ভারার্পিত হয়। আমি দেখিলাম, আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যের 'কৌস্তুভ-রতন,' ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত "মেঘনাদ-বধ কাব্য" বিদ্যমান। কাব্য নহে—মহাকাব্য। আমি আর নূতন করিয়া। লিখিব? সেইজন্য আমি এই নাটক লিখিতে উক্ত অমর কাব্য অবলম্বন করিলাম। এই মনোরম কাব্যোদ্যান সুষম কুসুম-সম্ভারে পরিপূর্ণ, আমি তাহাই চয়ন করিয়া নাট্যামোদিগণের প্রীত্যর্থে এই মালিকা রচনা করিলাম। এখন ইহা তাঁহাদিগের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হইলে সকল শ্রম সার্থক ও নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

মাইকেলের চতুর্দ্দশ অক্ষরে গ্রথিত অমিত্রাক্ষরে ছন্দ সাধারণ অভিনেতৃবর্গের পক্ষে আবৃত্তি করা দুরূহ; সেজন্য মূলের সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখিয়া অল্প-স্বল্প পরিবর্ত্তনাদি সহকারে সহজ-সাধ্য আভিনয়িক ছন্দে পংক্তি সন্নিবেশ করিয়া দিলাম। তথাপি আবৃত্তিকালে চিহ্নগুলির দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; তাহা হইলে এই গুরুগম্ভীর ছন্দ বলিতে নিজের পক্ষে—যেমন আনন্দজনক হইবে, শুনিতে শ্রোতারও তেমনি সুশ্রাব্য হইবে। অন্যথায় কুত্রাপি অর্থবোধেরও হানি হইবার সম্ভাবনা।

চিহ্নাদি সম্বন্ধে, কমা স্থলে এক, ; সেমিকোলন স্থলে দুই, । দাড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ, ? প্রশ্নবোধক এবং ।! বিস্ময়-বোধক বা সম্বোধন চিহ্নের পর তিন গণিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ থামিয়া বলিয়া অর্থবোধও সুগম ও সুপরিষ্কৃত হইবে। দুরূহ-শব্দার্থ বোধের জন্য অভিধানের সাহায্য গ্রহণীয়।

মাইকেলের ছন্দে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের সহিত এমন একটি মাধুর্য্য মিশ্রিত আছে, যাহা অভিনেতৃবর্গ একবার আয়ত্ত করিয়া লইলে ইহার মধ্যে এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর রসের আস্বাদ ও বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন, যাহা অন্যত্র দুর্লভ।

কাব্যকে নাটকাকারে পরিণত করিতে আমাকে বাধ্য হইয়া কয়েকটি নূতন দৃশ্যের সংযোজন করিতে হইয়াছে, এবং ঘটন-সংস্থানেরও কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইবে। সে সকলের জন্য দায়ী আমি। তাহাতে যদি আমার কিছু ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, সুধীগণ আমাকে এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করিবেন। আমি জানি, আমি অতি দুঃসাহের বশবর্ত্তী হইয়াছি। অগ্নি লইয়া খেলা করিতে গেলে হাত পুড়াইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে কোন কোন দৃশ্য অভিনয়কালে পরিত্যাগ করিতে পারেন।

বিনীত
শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

ইন্দ্র। পবন। বরুণ। যম। হুতাশন। দৈব।

রাম। লক্ষ্মণ। বিভীষণ। সুগ্রীব। মারুতি।

রাবণ। মেঘনাদ। সারণ। কালনেমী।

মারীচ। বালি। জটায়ু। দশরথ।

অন্যান্য ;—ভগ্নদূত, রক্ষোদূত, প্রতিহারী, সভাসদগণ, রক্ষোঃসৈনাগণ, রক্ষোঃ-বালকগণ, যমদূতগণ, পাপিগণ, পাহাড়িয়াগণ, দেববালকগণ।

স্ত্রী।

রাজলক্ষ্মী। মায়া। সীতা। সরমা।

মন্দোদরী। চিত্রাঙ্গদা। প্রমীলা।

বাসন্তী। চামুণ্ডা।

অন্যান্য ;—সহচরীগণ, সখীগণ বা সঙ্গিনীগণ, অপ্সরাগণ, সুরবালাগণ, চেড়ীগণ, পাপিনীগণ।

শক্তিশেল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—রাজসভা

সিংহাসনে রাবণ, সম্মুখে সারণ, উভয়পার্শ্বে সভাসদ্‌গণ আসীন।

রাবণ। জীবনে যতই ভুল করেছি, সারণ,
সব হ'তে মারাত্মক ভুল হইয়াছে মোর—
বিভীষণে গৃহ হ'তে বিতাড়িত করা!
আজীবন রাজনীতি আমি
অতি সূক্ষ্মভাবে করি' আলোচনা.
শেষে সেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহা ভুল?
নিতান্ত আশ্চর্য্য, মন্ত্রি!
বড় আত্মগ্লানি আজি বৃশ্চিক সমান
করিছে দংশন হায়, মর্ম্মস্থলে মোর!

সারণ। বিভীষণ থাকিলে গৃহেতে,
গৃহছিদ্র না জানিত বনচারী রাম—
সত্য কথা, লঙ্কেশ্বর!

কিন্তু বিভীষণ থাকিলে গৃহেতে
তাঁর যুক্তি মত
রামে দিতে সীতা ফিরাইয়ে
পারিতে কি কভু, মহারাজ ?

রাবণ। না—প্রাণান্তেও না !

সারণ। তবে ?

রাবণ। কৌশলেতে বন্দী সম
রাখিতাম লঙ্কার মাঝারে !
অকুটিল সরলস্বভাব মূর্খ বিভীষণ
না পারিত রাবণের কুটিল কৌশল
ঘুণাক্ষরে বুঝিতে কখনো !
সে কৌশলে রাখিলে আয়ত্ত,
ক্ষুদ্র নর রামের চরণ
সেবা করি, করিত না গ্লানি স্ববংশের !
পারিত না নির্ব্বোধ কখনো,
শত্রুর সম্মুখে হায়—
এত হেয় করিতে লঙ্কেশে !
তুমি জান না, সারণ,
কি যে গ্লানি—কি যে মর্ম্মজ্বালা
পুষি আমি মরমের মাঝে !
লঙ্কাপুরী একে একে বীরশূন্য
হইতেছে প্রতিদিন চক্ষের উপর ;
কিন্তু তত খেদ, তত দুঃখ হয় নি তাহাতে,
যত খেদ, যত দুঃখ পাই অহরহঃ

নিজ সহোদর বিভীষণে আজ
শত্রু-পদানত হেরি !
ওঃ—কি বিষম গ্লানি !
উন্নত কর্ব্বূর-কুল-গৌরব-মস্তক
দাস ভাবে নত আজি নরের চরণে ?
চির উচ্চ হিমাদ্রির চূড়া
হইল কি হায় আজি ভূমিতে প্রণত ?
সারণ ! হেন ক্ষোভ—হেন মর্ম্মপীড়া
যাবে না যে মরিলেও কভু !

[উত্তেজনা বশে উত্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ উপবেশন করিলেন। নেপথ্যে ঘন ঘন রাম জয়ধ্বনি হইতে লাগিল; উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।]

[সবিস্ময়ে] ঘন ঘন শত্রু-জয়ধ্বনি !
বীরবাহু করে রণ আজি ;
বুঝি বা, সারণ—
না—ওই আসে ভগ্নদূত !

রক্তাক্ত দেহে ভগ্নদূতের প্রবেশ ।

[স্বগত] বুঝিয়াছি,
বীরবাহু পড়িয়াছে রণে !
[প্রকাশ্যে] কহ, দূত,
ভয় নাই কিছু ;
অচল অটল এই দৃঢ় বক্ষঃস্থল
কোন শোকে ভাঙিবে না কভু ।

ভগ্নদূত। [অভিবাদনান্তে]

হায়, লঙ্কাপতি !

বীরবাহু নিহত সমরে।

রাবণ। নিশার স্বপন সম

তোর এ বারতা, রে দূত !

অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর,

সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব-ভিখারী

বধিল সম্মুখ-রণে ?

ফুলদল দিয়া কাটিলা কি

বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে ?

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !

কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?

কি পাপ দেখিয়া মোর,

রে দারুণ বিধি, হরিলি এ ধন তুই ?

হায় রে, কেমনে সহি এ যাতনা আমি ?

কে আর রাখিবে এ বিপুল

কুল-মান এ কাল-সমরে !

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে

একে একে কাঠুরিয়া কাটি,

অবশেষে নাশে বৃক্ষে,

হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু

তেমতি দুর্ব্বল, দেখ,

করিছে আমারে নিরন্তর !

হব আমি নির্ম্মূল সমূলে এর শরে !

তা না হ'লে মরিত কি কভু
শূলী-শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে ?
আর যোধ যত—রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ?
হায়, শূর্পণখা, কি কুক্ষণে দেখেছিলি,
তুই রে অভাগী, কাল পঞ্চবটী বনে
কালকূটে ভরা এ ভুজগে ?
কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখারূপিণী জানকীরে
আমি আনিনু এ হৈম-গেহে ?
হায় ইচ্ছা করে ছাড়িয়া কনকলঙ্কা,
নিবিড় কাননে পশি',
এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুমদাম-সজ্জিত,
দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত
নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী !
কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?

সারণ। [কৃতাঞ্জলিপুটে]
হে রাজন, ভুবন-বিখ্যাত,

রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
হেন সাধ্য কার আছে
বুঝায় তোমারে এ জগতে ?
ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি
যায় গুঁড়া হ'য়ে বজ্রাঘাতে,
কভু নহে ভূধর অধীর সে পীড়নে ;
বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল মায়াময়,
বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।

রাবণ। যা কহিলে সত্য,
ওহে অমাত্য-প্রধান সারণ !
জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল মায়াময়,
বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে
তবু কাঁদে এ পরাণ অবোধ।
হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল,
বিকল হৃদয় ডোবে শোক-সাগরে,
মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।
[দূতের প্রতি]
কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?

ভগ্নদূত। [প্রণামান্তে যুক্তকরে]
হায় লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর-কুঞ্জর
অরিদল মাঝে ধনুর্দ্ধর।
এখনও কাঁপে হিয়া মম থরথরি,
স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ;
দেখেছি দ্রুত ইরম্মদে,
দেব, ছুটিতে পবন-পথে ;
কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ রণে
যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন
আবরিলা রুষি গগনে ;
বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল
অম্বর প্রদেশে শনৃশনে !

ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ !
কতক্ষণ পরে
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা
বিবিধ রতনে খচিত,—

[নীরবে রোদন]

কহ, রে, সন্দেশবহ,
কহ, শুনি আমি,
কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?

দূত। কেমনে, হে মহীপতি,—
কেমনে হে রক্ষঃকুল-নিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ,
সরোষে কড়মড়ি ভীমদন্ত,
পড়ে লম্ফ দিয়া বৃষস্কন্ধে,
রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে কুমারে !
চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ উথলিল,
সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে !
ভাতিলা অসি অগ্নিশিখা সম

ধূমপুঞ্জ সম চর্ম্মাবলীর
মাঝারে অযুত!
নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব?
পূর্ব্ব জন্মদোষে, একাকী বাঁচিনু আমি!
হায় রে বিধাতঃ, কি পাপে
এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার
বীরবাহু সহ রণভূমে?
কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম,
দেখ, নৃপমণি, রিপু-প্রহরণে :
পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।

রাবণ। সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া
নাহি চাহে রে পশিতে সংগ্রামে?
ডমরু-ধ্বনি শুনি কালফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী!
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ,
কুমার প্রিয়তম,
বীরকুল-সাধ এ শয়নে সদা!
রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,

জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহ-মদে,
কোমল সে ফুল-সম ।
এ বজ্র আঘাতে, কত যে কাতর সে,
তা জানেন সে জন, অন্তর্যামী যিনি ;
আমি কহিতে অক্ষম ।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু
দেখি কি হে তুমি হও সুখী ?
পিতা সদা পুত্র-দুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা,
এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরি !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?

[নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদাকে আসিতে দেখিয়া]

কে আসে ওই উন্মাদিনী বামা,
আলুথালু বেশে রক্ষোরাজসভা-মাঝে ?
সঙ্গিনীগণ সহ চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ।
একি ! রাণী চিত্রাঙ্গদা তুমি ?
শুদ্ধান্তোবাসিনী দেবি,
নাহি সাজে রাজসভা-মাঝে
প্রবেশ তোমার ।

চিত্রা । আমি—আমি উন্মাদিনী
অন্তঃপুর, রাজসভা,
নহে ভিন্ন কিছু আমার নিকটে !
আসিয়াছে উন্মাদিনী সভামাঝে
সুধাইতে লঙ্কেশ্বরে এক কথা—
একটী রতন মোরে
দিয়াছিল বিধি কৃপাময় ;
দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে
শাবকে যেমতি পাখী ।
কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে, লঙ্কানাথ ?
কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্রধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ;
তুমি রাজকুলেশ্বর ;
কহ কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?

রাবণ । এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি,
সহি এ যাতনা আমি !
বীরপুত্র-ধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে,
দশরথাত্মজ মজাইছে লঙ্কা মোর !
আপনি জলধি পরেন শৃঙ্খল পায়ে
তার অনুরোধে !
এক পুত্র-শোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে
বুক আমার ফাটিছে দিবানিশি !
হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু প্রবল,
শিমুল শিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি,
এ বিপুল কুল-শেখর রাক্ষস যত
পড়িছে তেমতি এ কাল-সমরে।
বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

চিত্রা। হা পুত্র ! হা সর্ব্বস্ব আমার !
কোথা গেলে ফেলে
তোমার দুখিনী মায়ে চিরতরে ?
একবার ফিরে এস—দেখ কি দুর্দ্দশা তার।
শোন তার বুক-ফাটা হাহাকার !

রাবণ। এ বিলাপ কভু, দেবি,
সাজে কি তোমারে ?
দেশ-বৈরী নাশি রণে
পুত্রবর তব গেছে চলি স্বর্গপুরে ;

বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি
উচিত ক্রন্দন ?
এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজিকে
তব পুত্র-পরাক্রমে ;
তবে কেন তুমি কাঁদ,
ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?

চিত্রা : দেশ-বৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ;
ধন্য বলে মানি
হেন বীর-প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ?
কিসের কারণে, কোন্ লোভে,
কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে রাঘব ?
এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ;
ইহার চৌদিকে রজত-প্রাচীর-সম
শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে
বসতি তাহার—ক্ষুদ্র নর।
তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ?
বামন হইয়া কে চাহে ধরিতে চাঁদে ?

তবে দেশ-রিপু কেন তারে বল, বলি !
কাকোদর সদা নম্রশির,
কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি কেহ,
ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে ।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে
আজি লঙ্কাপুরে ?
হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজাইলে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি ।

নেপথ্যে রাজলক্ষ্মী গাহিলেন ।

রাজলক্ষ্মী ।—

গান ।

স্বকর্ম্মের দোষে অধর্ম্মের বশে
মর্ম্মজ্বালা শেষে লভ লঙ্কাপতি ।
নিজ হাতে এবে দিলে অনল জ্বেলে
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে হায় মূঢ়মতি ॥
জগৎ-লক্ষ্মী সীতা শোকাকুল মনে,
কাঁদে অহর্নিশি অশোক-কাননে,
যার তরে নয়ন-জল হয়ে কালানল
পোড়াবে সকল, নাহি অব্যাহতি ॥
মহা-সতী সীতার রূপের অনলে,
পতঙ্গের প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়িলে,
নিজেও মজিলে, বুঝে না বুঝিলে,
দেখে না দেখিলে কঠোর নিয়তি ॥

চিত্রাঙ্গদা । শুনিলে কি, বধির লঙ্কেশ,
রাজলক্ষ্মী কি শোনালে তোমা ?

লক্ষ লক্ষ রূপসী রমণী তব গৃহে,
তবু রক্ষোনাথ রূপোন্মাদ তুমি,
কেন আন হরি পর-নারী,
সতী সাধ্বী জনক-নন্দিনী সীতা
ছিল বনে পতির সঙ্গিনী,
হায় হায়! কি কহিব?
কারে বা কহিব জ্বালা?
মন্ত্রী তব মন্দোদরী রাণী!
মন্দবুদ্ধি মহা সর্ব্বনাশী
ঢালে কর্ণে তব সুধারাশি সম
দিবানিশি কুমন্ত্রণার বিষ!
সপত্নীর বিষে জ্বলি' সে রাক্ষসী,
সর্ব্বনাশ করিছে মোদের!
আছে পুত্র মেঘনাদ তার,
দিক্ না পাঠায়ে রণে;
বুঝে নিক্ মরমে মরমে
কিবা জ্বালা পুত্রশোক হৃদে!
ইচ্ছা হয়—এই দণ্ডে দেখি চেয়ে
পুত্রশোকে পাগলিনী হ'য়ে
অব্যক্ত এ বিষের জ্বালায়
ছট্‌ফট্ ক'রে মরে আমার মতন!
আহা, দেখিতে কেমন সেই দেখিতে কেমন!
যাই আমি—হেথা আর নাহি প্রয়োজন!

[সহচরীগণ সহ বেগে প্রস্থান।

রাবণ। [কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া]
ভুল বুঝিয়াছ সবে !
রূপোন্মাদ হ'য়ে—
রূপ হেরি জানকীরে আনি নাই হরি' !
থাকিলে সে পাশব-কল্পনা,
অন্ধকার অশোক-কাননে
চেড়ী-করে জানকীর হ'ত না লাঞ্ছনা !
তা'হ'লে দেখিত সবে—
রাবণের বিলাস-উদ্যানে
উল্লাস-আনন্দময় লতাকুঞ্জ-মাঝে
বিলাসিনী জানকীর প্রিয় বাসস্থান !
কিন্তু এ যে --
সহোদরা ভগিনীর তীব্র অপমান !
তার প্রতিশোধ—শুধু তার প্রতিশোধ !

[শোকে ও অভিমানে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া]

এতদিনে বীরশূন্য লঙ্কা মম !
এ কাল সমরে, আর পাঠাইব কারে ?
কে আর রাখিবে রাক্ষসকুলের মান ?
যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুল-মণি !
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !

[গমনোদ্যোগ]

সহসা মেঘনাদের প্রবেশ ।

মেঘ । [পিতৃচরণ বন্দনান্তে]
হে রক্ষঃ-কুল-পতি !
শুনেছি, মরিয়া নাকি
বাঁচিয়াছে পুনঃ রাঘব ?
এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি !
কিন্তু অনুমতি দেহ ;
সমূলে নির্ম্মূল করিব পামরে আমি !
ঘোর শরানলে করি ভস্ম,
বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজ-পদে

রাবণ । [আলিঙ্গন ও শিরঃ-চুম্বন করিয়া]
রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস !
তুমি রাক্ষস-কুল-ভরসা
এ কাল-সমরে, নাহি চাহে প্রাণ মম
পাঠাইতে তোমা বারম্বার ।
হায়, বিধি বাম মম প্রতি ।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?

মেঘ । কি ছার সে নর,
তারে ডরাও আপনি, রাজেন্দ্র ?
থাকিতে দাস, যদি যাও রণে তুমি,
এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে !
হাসিবে মেঘবাহন ;

রুষিবেন দেব অগ্নি।
দুইবার আমি হারানু রাঘবে ;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে !

রাবণ। কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম,
তায় আমি জাগানু অকালে ভয়ে ;
হায়, দেহ তার, দেখ,
সিন্ধু-তীরে ভূপতিত,
গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা বজ্রাঘাতে।
তবে যদি একান্ত সমরে ইচ্ছা তব,
বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি !
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।

অসি করে জনৈকা অন্তঃপুর-রক্ষিকার প্রবেশ ও অভিবাদন।

কি বারতা—অন্দর-রক্ষিকা তব ?

রক্ষিকা। বারতা হে লঙ্কার ঈশ্বর—
মহারাণী মন্দোদরী
অচিরাৎ লঙ্কেশের মাগেন সাক্ষাৎ !
উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদা রাণী—
অন্তঃপুরে ঘটান্ প্রমাদ !

রাবণ [ব্যস্তভাবে] ওঃ জ্বালাতন !
চিত্রাঙ্গদা নিতান্ত দুর্ব্বলা !

চল পুত্র মহারাণী পাশে—
তব রণ-যাত্রা যুক্তি সেথা করিব সুস্থিরে!
সভা ভঙ্গ এবে।

সকলে। জয় রাজা—

রাবণ। [হস্ত সঙ্কেতে নিষেধপূর্ব্বক]
থাক্ জয়ধ্বনি—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

ব্যস্তভাবে মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। কোথা লঙ্কেশ্বর! কি উপায় করি? উন্মাদিনী তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে দীপ্ত উল্কার মত অন্তঃপুরে ছুটোছুটি কর্‌ছে, কাকে হত্যা করে স্থির নাই; কাছে গিয়ে বাধা দিতেও পার্‌ছিনে—আমাকে দেখ্‌লে আরও জ্ব'লে উঠ্‌ছে! রাণীর সম্মান-ভঙ্গ-আশঙ্কায় রক্ষিগণও কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না! অন্তঃপুরের বালক বালিকা সব ভয়ে দ্বার রুদ্ধ ক'রে লুকিয়ে ব'সে আছে!

তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে ভীষণ মূর্ত্তি চিত্রাঙ্গদার বেগে প্রবেশ।

চিত্রা। আয়, আজ রক্ত খাব সর্ব্বনাশী মন্দোদরী তোর!

[মন্দোদরীকে হত্যা করিতে খড়্গ উত্তোলন, তৎক্ষণাৎ মেঘনাদ সহ রাবণ আসিয়া পশ্চাৎ হইতে খড়্গ ধরিয়া ফেলিলেন।]

রাবণ। চিত্রাঙ্গদা, একি কাণ্ড? [খড়্গ কাড়িয়া লইলেন]

চিত্রাঙ্গদা। বড় আদরের—বড় আদরের পাটরাণী তোমার! আজ তার রক্তপানে বাধা দিতে ছুটে এসেছ, রাজা? ঐ যে—ঐ যে পুত্রও সঙ্গে এসেছে! কেন? পার নি? প্রাণ-পুত্রকে প্রাণধ'রে যুদ্ধে পাঠাতে পার নি? আমার কোল শূন্য ক'রে—মন্দোদরীর কোলজোড়া ছেলে কোলে ক'রে আনন্দ করবে বুঝি? তা করতে দোব না—রাজা, তা করতে দোব না। ঐ ভরা বুক খালি ক'রে তার মাঝে কুল-কাঠের আগুন জ্বালতে হবে, আমার মত—"হা পুত্র—হা পুত্র" ব'লে বুক চাপড়ে কাঁদবে, তবে আমার বীরবাহুর শোক ভুলতে পারব! মন্দোদরীকে কাটতে বাধা দিয়েছ, বেশ করেছ—বেশ করেছ, রাজা! পুত্রের চিতা জ্বালা না দেখে মরলে আমার জ্বালা জুড়াত না! ওঃ—ওরে জ্বালা—ওরে পুত্র শোকের জ্বালা! [দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল]

রাবণ। মন্দোদরি!

মন্দো। মহারাজ!

রাবণ। কি ভয়ানক অবস্থা!

মন্দো। ব্যবস্থা কর এখনি, মহারাজ!

রাবণ। কি ব্যবস্থা করব?

মন্দো। মেঘনাদকে যুদ্ধে পাঠাও।

মেঘ। আমি ত যুদ্ধে যাব ব'লেই অনুমতি নিতে রাজসভাতে গিয়েছিলাম, মা!

মন্দো। হাঁ, বেশ করেছিলে—তুমি যুদ্ধে না গেলে চিত্রাঙ্গদার এ ভাবের কিছুতেই পরিবর্ত্তন হবে না।

চিত্রা। [উঠিয়া] শুধু যুদ্ধে গেলে হবে না! যুদ্ধে যাবে, রামের হাতে মরবে—চিতার উপর তুলে দেবে—তুই বুক চাপড়ে কাঁদবি, তবে হবে!

মন্দো। [মুখ ফিরাইলেন]

রাবণ। চিত্রাঙ্গদা, মেঘনাদের সাম্‌নে মন্দোদরীকে তোমার ও সব কথা বলতে রসনায় বাধ্‌ছে না? মেঘনাদের অমঙ্গল কামনা করছ? মেঘনাদ কি তোমার পুত্র নয়? মা ব'লে ডাক্‌বার আর ত তোমাদের কেউ নাই, চিত্রাঙ্গদা—এক মেঘনাদই আছে। ছিঃ, ও সব কথা কি মায়ের মুখ দিয়ে বের্‌ করতে আছে? পুত্রশোকে কি তোমার এতদূর জ্ঞান হারিয়ে ফেলা উচিত হয়েছে? এই লঙ্কাপুরীতে আজ তোমার মত পুত্রশোক পায় নি কে বল? অনেক বীরপুত্রের জননী আজ পুত্রহারা! কিন্তু কৈ, তারা ত তোমার মত এতদূর অধীরা হ'য়ে পড়ে নি?

চিত্রা। লাগ্‌ছে? বড় লাগ্‌ছে—নয়? সাধের পাটেশ্বরীকে কিছু বললে সইতে পার না, রাজা? কেমন? পক্ষপাতী রাজা—চোর রাজা—দস্যু রাজা!

রাবণ। সাবধান, চিত্রাঙ্গদা! [অসি নিষ্কাসন]

মন্দো। [অসি ধরিয়া] থাক্‌, মহারাজ! চিত্রাঙ্গদা আজ জ্ঞানহারা উন্মাদিনী।

চিত্রা। কে করেছে? তুই সর্ব্বনাশী তুই! তোরই কু-পরামর্শে সীতা-হরণ—তোরই কুমন্ত্রণায় আজ সোনার লঙ্কা ছারখার! তোরই কুবুদ্ধিতে আজ আমি পুত্রহারা! দিবারাত্র কানে মন্ত্র ঢেলেছিস, তারই ফলে আজ এই মহা সর্ব্বনাশ!

রাবণ। পুত্রশোক হ'তেও তোমার উপর প্রবল হিংসা, মন্দোদরি! যে সপত্নী-হিংসানল এতদিন বুকে চেপে রেখেছিল; আজ তাহাই সুযোগের বাতাস পেয়ে এত ভীষণ ভাবে জ্ব'লে উঠেছে! নতুবা মেঘনাদকে কি যুদ্ধে পাঠান হয় নি? দুই-দুইবার যে কুমার যুদ্ধে গিয়ে বিপক্ষদলকে বিপন্ন ক'রে এসেছে!

চিত্রা। সে যে মেঘের আড়ালে থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে যুদ্ধ করা? শত্রুর সম্মুখে গিয়ে যুদ্ধ করলে ফিরে আসতে হ'ত না!

মন্দো। থাক্, ভগিনি! ক্ষান্ত হও—শান্ত হও—ধৈর্য্য ধর। প্রাণ পুত্র বীরবাহুর শোকে কি আমারও বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে না? তাকে গর্ভে ধরি নি ব'লে কি বীরবাহুর উপর আমার কম স্নেহ ছিল? কিন্তু কি করব? বীরত্ব দেখিয়ে রণক্ষেত্রে যখন প্রাণ দিয়েছে, তখন বীরমাতা আমরা—সেই বীরপুত্রের শোক আমাদিগকে সইতেই যে হবে, বোন্!

চিত্রা। কেন সইতে হবে? কিসের জন্য? লম্পট রাজা এক-একটা পরের নারী চুরি ক'রে এনে নিজের বাসনা মেটাবে, আর সেইজন্য যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দেবে—আমাদের পুত্রগণ? আবার সেই পুত্রশোক সহ্য ক'রে থাকতে হবে আমাদের? কেন? কিছুতেই না! আমি আজ সত্যই উন্মাদিনী! আমার একমাত্র জীবন-সম্বল পুত্র ছিল, তাও যখন চ'লে গেছে, তখন আর এ রাজাকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না! আমি আজ থেকে দুষ্ট গ্রহের মত রাজার পাছে পাছে থাকব; দিবারাত্র জ্বালাব—পোড়াব—সবার সাম্‌নে গঞ্জনা দোব—কুৎসা রটাব, শুধু একদিন-আধদিন নয়—ওঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত—মৃত্যু পর্য্যন্ত — [বেগে প্রস্থান।

রাবণ। আবার কোথায় গিয়ে কি উৎপাত করবে, গৃহে আবদ্ধ ক'রে রাখাই উচিত ছিল।

মন্দো। না, সে ভাল দেখাবে না! হয় ত তা'হ'লে আত্মহত্যাও করতে পারে। ক্রোধ শুধু তোমার উপরে আর আমার উপরে।

রাবণ। দিনরাত জ্বালাতন করবে আমাকে কিন্তু।

মন্দো। তা' হ'লেও সইতে হবে। খড়্গ হাতে দেখে আমার আতঙ্ক হয়েছিল, পাছে কাউকে হত্যা করে। তুমি অস্ত্র কেড়ে নেবার পর আর সে ভাব নাই! এখন মেঘনাদ যুদ্ধে যাত্রা করলেই অনেকটা শান্ত হবে।

মেঘ। আমি ত প্রস্তুত হয়েই আছি, মা!

রাবণ। হাঁ, প্রস্তুত হয়েই আছ; কিন্তু—

মন্দো। আর কিন্তু কি, মহারাজ? পুত্র যুদ্ধে প্রস্তুত থাক্‌তে তুমি যাবে কেন?

রাবণ। বংশে বাতি দেবার জন্য একজন অন্ততঃ জীবিত থাক্!

মন্দো। সে কি, লঙ্কেশ্বর? এতদূর হতাশ হ'য়ে পড়েছ? এরূপ হতাশ ভাব ত তোমার মধ্যে আর কখনও দেখ্‌তে পাই নি?

রাবণ। সত্যই—শাল্মলী তরু যেন আজ ভেঙে পড়েছে! সত্যই -জলন্ত মার্ত্তণ্ড যেন আজ অস্তাচলের প্রান্তে এসে নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছে! মন্দোদরি, এ অবসাদ —এ ভগ্নোদ্যম আজ কেন সহসা আমার উপস্থিত হ'ল?

মেঘ। পিতা! আজ আপনি গৃহে ব'সে শ্রান্তি ও মনের অবসাদ দূর করুন আমি আজ যুদ্ধে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে সংহার ক'রে আসি।

রাবণ। একদিন বনচারী নর ব'লে রাম-লক্ষ্মণকে যতটা উপেক্ষা ক'রে এসেছি; কিন্তু ক্রমশঃ তাদের শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম দেখে এখন যেন আর সে উপেক্ষা করা চলে না, পুত্র!

সহসা দৈবের প্রবেশ।

দৈব।—

গান।

হায়, এতদিনে এলো তোমার বুদ্ধির গোড়ায় জল।
পাট্‌ছে না আর তাদের কাছে বুঝি কোন বাহুবল॥
কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে তোমার উঠ্‌ল কেউটে সাপ,
সেই সাপেই ত পাপের পুরী কর্‌লে একদম সাফ্;
আগ্ পাছ ভেবে কাজ না কর্‌লে, তাদের ফলে এমনি ফল॥

রাবণ। কে তুই? কোথা থেকে এসে এই লঙ্কার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলি বল্?

দৈব। [পূর্ব্ব গীতাংশ]

আমি "দৈব" দৈব-বশে দিয়েছি দেখা,
দৈব-বল হারালে বল্, তারে কি ব'লে যায় রাখা;
সদা দুর্দ্দৈব যে ঘুর্‌ছে পাছে, তাই ত কেবল হচ্ছে দুর্ব্বল।

রাবণ। সাবধান—দৈব, দূর হও তুমি।

দৈব।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

আমি দূর হ'ব কি, বহুদিন ত হয়েছি রে দূর,
তাই ত তোমার দূর হ'তে আর নাইক বেশি দূর:
ওই বুকের ভিতর কর্‌ছে দুর্ দুর্,
সেটা দূর করবি আর কিসে বল্।

রাবণ। মেঘনাদ, বাঁধ ওকে

দৈব।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

আমায় বাঁধ্‌বি কি রে, নিজেই যে সব রয়েছিস্ বাঁধা,
আঁধার ঘরে ঘুরে মর্‌ছিস্, ভাঙ্‌ছে না ত ধাঁধা,
ওযে গোলকধাঁধাঁ ঘুর্‌ছে ধা ধা, ও যে এমনি মজার কল।

[প্রস্থান।

রাবণ। বুঝ্‌লে—মন্দোদরি, এ সব দেব-চক্রান্ত। আচ্ছা, তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—সুরেন্দ্র, অতি কঠোর শাস্তি আজ প্রাপ্ত হবে তুমি।

মন্দো। সময় পেয়ে বাসব আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু সেদিকে এখন তোমার দৃষ্টি দিলে চল্‌বে না, মহারাজ! আগে দ্বারের শত্রু নাশ কর, তার পর সেদিকে চেয়ো।

রাবণ। হাঁ, মন্দোদরী, ঠিক বলেছ—আগে দ্বারের শত্রু, তার পর দেবতা। যাবে কোথা ওরা? মেঘনাদ!

মেঘ। আদেশ করুন, পিতা

রাবণ। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও তবে।

মেঘ। একবার নিকুম্ভিলা-যজ্ঞে যেতে চাই, পিতা!

রাবণ। [বিরক্তিব্যঞ্জক ভাবে] আরও গ্লানি ঐ যে, তুমি এখনও সেই দেবতার কৃপাবল বাঞ্ছা করতে লজ্জাবোধ কর না। আচ্ছা যাও—তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাই না; কিন্তু রণ-বিজয়ী শত্রুর জয়োল্লাস ধ্বনি নিতান্ত অসহ্য হবে—যদি তুমি বেশি বিলম্ব কর।

মেঘ। আসি পিতা তবে।

মন্দো। যুদ্ধ-যাত্রার আগে আর একবার দেখা হবে না?

মেঘ। কবে মাতৃ-পদ বন্দনা না ক'রে যুদ্ধযাত্রা করেছি, মা?

মন্দো। এস তবে, বাবা!

[মেঘনাদের প্রস্থান।

রাবণ। মন্দোদরি, আজ তোমার ভাগ্য-পরীক্ষার শেষদিন উপস্থিত।

মন্দো। আসুন, মহারাজ—বিশ্রাম করবেন।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমোদ-উদ্যান

সখীগণসহ প্রমীলার প্রবেশ

সখীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

ওলো, আদরিণী গরবিণী, সোহাগ যে আর গায়ে ধরে না।
যৌবনের গরব কত, ওলো, মাটিতে যে পা পড়ে না॥
সোনার লতা ঢ'লেই আছেন,
মানে কাঁদেন, মানেই নাচেন,
মান ভাঙবার মালিক এলে, মানে আর মুখে কথা সরে না॥
প্রাণ-বঁধু তোর মধুর আশে,
অলির মত ছুটে আসে,
বিধুমুখের সীধু পিয়ে, তবু যে তার প্রাণ ভরে না॥

প্রমীলা। [অভিমানে] আদর ত আমার কত দেখ্‌ছিস্‌! সেই যে কাল চ'লে গেছে, আজ দেখ্‌ত কত বেলা হ'য়ে গেছে—কাছে আস্‌ছে কি একবারটী?

১ম সখী। একবারটীও বুঝি কাছ-ছাড়া হ'য়ে কোথাও যাবে না?

২য় সখী। না—না—চুম্বকের লোহার মতন কোথাও স'রে যেতে পারবে না! বিশ্বেস কি পুরুষদের?

৩য় সখী। শুন্‌লাম নাকি—না—থাক্—

৪র্থ সখী। থাক্‌বে কি, ব'লেই ফেল্ না লো?

৩য় সখী। এই লঙ্কার যুদ্ধ মিটে গেলে, কুমার নাকি রাজা হবেন।

৪র্থ সখী। এ ত ভাল কথাই ; তবে থাক্ বল্‌ছিলি কেন ?

১ম সখী। ওলো, আছে লো—আছে—তার মধ্যে কথা আছে।

৪র্থ সখী। কি আর কথা আছে ?

১ম সখী। রাজা হ'লে কুমারকে অনেকগুলি বিয়ে করতে হবে। মহারাজের যেমন রাণীর দলে অন্তঃপুর ভর্ত্তি, যুবরাজকে রাজা হ'লে তেমনি রাণীর দলে লঙ্কা ভর্ত্তি করতে হবে ; নইলে রাজাদের রাজত্ব ঠিক থাকবে কেন ?

প্রমীলা। রাণীর দলে ঘিরে না থাক্‌লে রাজার রাজত্ব থাকে না, কে বললে তোদের ?

১ম সখী। [হাসি চাপিতে চাপিতে] যেমন দেখ্‌তে পাই। লঙ্কাপুরেও দেখ্‌ছি, আবার আকাশের পানে চেয়ে দেখ্‌লেও দেখ্‌তে পাই—তারার দলে তারানাথকে ছেয়ে রয়েছে—বড় মানায় কিন্তু।

প্রমীলা। [বিষাদ মুখে] ছাই মানায়।

২য় সখী। তোমার চোখে খালি ছাই মানান দেখ্‌তে পাও।

৩য় সখী। তবু কিন্তু রোহিণীকে চাঁদ ভালবাসেন।

৪র্থ সখী। কথায় বলে না যে—চাঁদের পাশে রোহিণী।

১ম সখী। রোহিণী যে সব চেয়ে সুন্দরী—তাই।

২য় সখী। তা আমাদের সখীর মত সুন্দরী কি আর কোনখানে কেউ আছে ?

৩য় সখী। তা কি বলা যায় ? ঐ ত মহারাজের লক্ষ লক্ষ সুন্দরী রমণী ছিল ; কিন্তু বন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন কী সুন্দরী সীতাকে, বল ত ? অমন রূপ কী কখনও কেউ দেখেছে ?

৪র্থ সখী। তাতে আবার নূতন ! পুরুষেরা পুরাতন চেয়ে নূতনকেই বেশি পছন্দ করে কিন্তু, ভাই !

প্রমীলা। সত্যি ভালবাসা হ'লে কিন্তু, তা হয় না, সখি! সেখানে নূতন থেকে পুরাতনেরই আদর বেশি হয়।

২য় সখী। তা আমাদের যুবরাজ কিন্তু সখীকে সত্যিই ভালবাসেন, ভাই!

৪র্থ সখী: ভোমরা যতক্ষণ না এক ফুল ছেড়ে অন্য ফুলের উপর গিয়ে বসে, ততক্ষণ; কিন্তু সেই ফুল মনে করে যে—ভোম্‌রা তাকে বই আর কোন ফুলকে জানে না। [প্রমীলার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য]

প্রমীলা। এমন ধারা যদি হয়, তবে চাই না সেই দুদিনের লোভ দেখানো ভালবাসা।

১ম সখী। বেশ ত, যুবরাজ আসুন—তাঁকে তখন খুলে-খেলে সব ব'লো।

৩য় সখী। তা আর বলতে হয় না—সে সোহাগার সোহাগ পেলে সোনা—তখন একেবারেই গ'লে যায়!

প্রমীলা! আচ্ছা, আজ তোরা দেখে নিস্—কেমন গ'লে যায়।

১ম সখী। সে দেখা আছে লো—দেখা আছে।

প্রমীলা। কেন, মান ক'রে এক-একদিন পায়ে ধরিয়ে ছাড়িনে? তোরাই—দেখি, তখন আবার কুমারের হ'য়ে কত দূতীগিরি করিস।

১ম সখী। ও সব পায় ধরা-টরা বোঝা যাবে—নূতন রাণীর দল এলে।

প্রমীলা। ঝেঁটিয়ে তাড়াব তখন দেখে নিস্।

১ম সখী। তখন বিষঢালা সাপিনীর মত কোন্ গর্ত্তে গিয়ে লুকুবে ঠিক নেই!

প্রমীলা। সে—প্রমীলা লুকোয় না! এ দানবের মেয়ে—এর কাছে জারিজুরি খাটবে না।

১ম সখী। যদি ম'রে না যাই, তবে সবই দেখ্‌তে পাব। আবার ঐ জ্বলন্ত নয়ন দিয়েই হয় ত বান-ডেকে বয়ান ভাসিয়ে দেবে।

প্রমীলা। [কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অঞ্চলে চোখ ঢাকিলেন]

সখীগণ। [হাততালি দিতে দিতে] ঐ যে কেঁদেছে লো—কেঁদেছে!

গীত।

ওলো ছিঁচ্‌-কাঁদুনি চাঁদ-বদনী, কান্না কিসের বল্‌।
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা গিয়ে দেখিস্‌ পড়্‌বি ধরাতল॥
সতীনের নামেই এমন,
কিন্তু সত্যি সতীন আস্‌বে যখন
কি করবি লো বল্‌ না তখন,
বুঝি শ্রাবণের মেঘ ঝরবে লো কেবল॥
দাঁড়া দেখি শক্ত হ'য়ে,
নাগর এসে পড়্‌বে পায়ে
দেখিস্‌ যেন যাস্‌নে গ'লে (ওলো মোমের পুতুল)
এমনি ক'রে বাজিয়ে যাবি মল॥

১ম সখী। [প্রমীলার মুখের কাপড় সরাইয়া ফেলিল এবং হাসিয়া বলিল] ছিঃ, কাঁদে কি? আমরা সখীরা মিলে তোমায় নিয়ে রঙ্গ কর্‌ছি, তাও বুঝি তুমি বুঝ্‌তে পার না?

২য় সখী। ওলো, ভয় নাই লো, ভয় নাই—আমাদের যুবরাজ তেমন নয়। তিনি যে তোমাকে—"দেহি পদপল্লব মুদারং" ক'রে ব'সে আছেন।

৩য় সখী। যে শক্ত ডোরে বেঁধে ফেলেছ, আর কোথাও যাবার যো রেখেছ? সেদিকে কি তুমি কম সেয়ানা?

৪র্থ সখী। এখন যুদ্ধ চলেছে, তাই সব সব সময় দেখা কর্‌তে পারে না। তোমার ঐ চাঁদপারা মুখ, পদ্মফুলের মত চোখ দুটী, বিম্বের মত অধর ওষ্ঠখানি, এ সব ছেড়ে কি যুদ্ধ কর্‌তে ভাল লাগে?

১ম সখী। যুদ্ধে মন দেবে কি? সখীর নয়ন-বাণে যে বেঁধা! এখানকার যুদ্ধ থেকে বেঁচে উঠ্‌লে ত সেখানকার যুদ্ধ! আচ্ছা, সখি, তোমার কটাক্ষের বাণে এত জোর দাঁড়াল কিসে বল ত? স্বর্গের রতি এসে বুঝি কটাক্ষ-চালনা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল?

প্রমীলা। [সহাস্যে] খুবই কি জোর দেখ্‌তে পাস্‌?

১ম সখী। তা নইলে কি অমন বীরকে তুমি আঁচলের তলে ক'রে রাখ্‌তে পার? শুনেছি না কি—যুবরাজ একদিন স্বর্গের ইন্দ্রকে পর্যান্ত তাঁর অশ্বের পায়ের তলায় বেঁধে ফেলেছিলেন?

২য় সখী। হাঁ, সেইজন্যই ত যুবরাজের ইন্দ্রজিৎ নাম হয়েছে।

৩য় সখী। ঐ লো, ঐ আস্‌ছেন যুবরাজ! চল্‌—আমরা পালাই।

৪র্থ সখী। দেখিস্‌ লো, কটাক্ষের সন্ধানটা আজ একটু বেশি জোর ক'রে ফেলিস্‌।

[হাস্যমুখে সখীগণের প্রস্থান

[মেঘনাদকে আসিতে দেখিয়া প্রমীলা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া রহিল; মেঘনাদ মৃদুহাস্যে কাছে আসিয়া ভাব বুঝিয়া দাড়াইল।]

মেঘ। [স্বগত] তবেই হয়েছে! আজ বুঝি, সখীরা আবার মানের পালা সুরু ক'রে দিয়ে গেছে! আহা, কত সরল তুমি প্রমীলা! সংসারের কোন তাপই তোমার গায়ে লাগে না! শরতের জ্যোৎস্নারাশির মত নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে ব'সে আছ; কিন্তু অভিমানের মেঘখানি মাঝে মাঝে তোমার উপরে প'ড়ে আরও যেন মনোহর ক'রে যায়! এই যে যুদ্ধ, এই যে বিপ্লব, এই যে ঝঞ্ঝা, কোন চিন্তাই তোমার কাছে ঘেঁস্‌তে পারে না! বর্ষার তরঙ্গিণীর মত আপনার প্রেমের তরঙ্গ ছুটিয়ে দিয়ে, আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে এক লক্ষ্যে ব'য়ে চলেছ! সার্থক জীবন

আমার যে, তোমার মত মন্দারহারকে কণ্ঠহার করতে পেরেছি! [প্রকাশ্যে] আজ কিন্তু একটুও সময় নেই—প্রমীলা, এখনই যুদ্ধে যেতে হবে।

প্রমীলা। [অভিমানে অন্যদিকে চাহিয়া] কে কাকে বাধা দিচ্ছে ?

মেঘ। আজ কিন্তু ভয়ানক যুদ্ধ হবে! কখন্ ফিরতে পারব, তারও কিন্তু ঠিক নেই।

প্রমীলা। এ কথাটা শোনাবার জন্য এখানে আস্‌বার কোন দরকারই ত ছিল না।

মেঘ। [স্বগত] আজকার মান একটু শক্ত রকমের দেখ্‌ছি। বোধ হয়, সখীরা এসে সেই সতীনের কথা তুলে দিয়ে গেছে। [প্রকাশ্যে] তবে একবারটী ফেরো, মুখখানা তোল, যাবার সময় দেখে শুভযাত্রা করি।

প্রমীলা। রাজা হ'লে কত মুখ মিল্‌বে!

মেঘ। সে যখন মিল্‌বে—তখন; এখন ত অন্ততঃ ঐ একখানি বই মেলে নাই।

প্রমীলা। আর যদি এখন মিল্‌ত ?

মেঘ। বল দেখি, কি করতাম ?

প্রমীলা। আমি জানি না, যাও—মিছে আজ আমাকে বকিয়ো না ব'লে দিচ্ছি।

মেঘ। আচ্ছা, বকাব না। আমি তবে চল্‌লাম, প্রমীলা!

[গমনোদ্যত]

প্রমীলা। [দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বগত] কী নিষ্ঠুর দেখেছ!

মেঘ। [সহাস্যে ফিরিয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাছে আসিয়া মুখখানি দুইহস্তে ধরিয়া] এই যে দেখে নিয়েছি—যাত্রা শুভ এখন আমার, প্রমীলা!

প্রমীলা। [সত্বর মুখ ছাড়াইয়া লইয়া হাসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল]

মেঘ। এই যে, মেঘযুক্ত চাঁদে জোৎস্না ফুটে উঠেছে!

প্রমীলা। [সহাস্যে] আজ চকোরকে কিন্তু ঐরূপ দূরে থেকেই দেখে চলে যেতে হবে—আর কিছু হচ্ছে না!

মেঘ। চকোর তা কি যায়? সে তৃষ্ণা বুকে ক'রে যে আজ ছুটে এসেছে!

প্রমীলা। সে গুড়ে আজ বালি!

মেঘ। বালি কি মিছ্‌রী, এই দেখ না! [যেমন মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই প্রমীলা নিজ অঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল]

সখীগণ তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে আসিয়া গাহিল।

সখীগণ।—

গান।

ঢেকো না মুখ ঢেকো না, কিসের সরম লো।
পিয়াসু পিয়াস-প্রাণে ফিরে যাবে—
এ তোর কেমন ধরম্ লো॥
হয়েছে—ঢের হয়েছে, আর না সাজে মান,
এখন প্রাণে প্রাণে মিশে গিয়ে হও দুই প্রাণে এক প্রাণ;
নেবুকে আর রগ্‌ড়ালে তেতো হবে,
শেষে জ্বলবে মরম্ লো॥

[প্রস্থান।

প্রমীলা। [মুখ তুলিয়া সহাস্যে] কৈ, এখনও দাঁড়িয়ে আছ? যুদ্ধে গেলে না?

মেঘ। তুমিই ত দেরি করালে?

প্রমীলা। তবে আজ এত দেরি ক'রে এলে কেন বল ত? তারই শাস্তি দিলাম এতক্ষণ।

মেঘ। তুমি ত কোন সংবাদই রাখ না, প্রমীলা! ওদিকে কী হ'য়ে যাচ্ছে! [গম্ভীর ভাব প্রদর্শন]

প্রমীলা। আর কি হবে—এক একবার রণে যাচ্ছ, আর নাগ-পাশে বেঁধে রেখে আসছ তাদিগে; খুবই মজা ক'রে বেড়াচ্ছ! তোমার যা সখ্ তাই জুটে গেছে।

মেঘ। [স্বগত] বেশ আছ তুমি! লঙ্কার কোন সর্ব্বনাশই তোমার কানে কেউ দেয় না—উদ্যানের ফুল উদ্যানেই দিবানিশি ফুটে রয়েছ।

প্রমীলা। কি ভাব্‌ছ অত গম্ভীর হ'য়ে? আমাকে ছেড়ে যেতে হবে ব'লে বুঝি? তা এক কাজ কর না কেন? এইবারে গিয়ে নর আর বানরের পাল্‌কে একদম্ সাগরের পার ক'রে দিয়ে ব'লে এস গে যে, আর বারে বারে ফিরে যেতে না হয়। তারা ত আর রণ কর্‌তে জানে না। আর যদি কিছু জানেও, তা' হ'লে তোমার সঙ্গে ত আর পেরে উঠ্‌বে না। দেখ, একটা কথা রেখো আমার—তাদের কাউকে প্রাণে মেরো না, খালি ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে সাগর-পার ক'রে দিয়ে এস। কেমন! আহা, তারা বেচারী—বনচারী দুই ভাই! তাদের সীতা তাদের ফিরিয়ে দিয়ে এস। কথাটা আমার রাখ্‌বে ত? তা তুমি নিশ্চয়ই রাখ্‌বে—আমার কোন কথাই তুমি না রেখে পার না। যাও এখন—তাই যাও—শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর কাজ সেরে ফিরে এস আজ। রাত্রিতে একটা খুব ঘটা ক'রে আমোদের আয়োজন কর্‌তে হবে। বুঝেছ? লক্ষ্মী আমার—সোনা আমার!

মেঘ। [স্বগত] কি অগাধ ভালবাসার সঙ্গে আমার বীরত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস! আমাকে এই ত্রিসংসারে যে কেউ পরাজয় কর্‌তে পারে—এ ধারণা একটুও নাই।

প্রমীলা। তবু চুপ ক'রে থাক্‌লে? একটুও এখন হাস্‌ছ না কিন্তু তুমি! মনে থাকে যেন—এর সুদ-সমেত আদায় না ক'রে এই প্রমীলা-সুন্দরী ছাড়্‌বে না, আজ তা কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি—হাঁ!

মেঘ। [কাতরকণ্ঠে] প্রমীলা—না, থাক্ ! যেমন আছ তেমনই থাক—এ শান্তিতে তোমার বাধা দিতে চাই না।

প্রমীলা। [উদ্বিগ্ন ভাবে] কি লুকাতে যাচ্ছ, প্রিয়তমে—আজ আমাকে ? কি যেন বল্‌তে বল্‌তে বল্‌ছ না! আমাকে কি কোন লুকাবার কথা তোমার আছে, জীবনসর্ব্বস্ব ?

[বক্ষে মস্তক রাখিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া গাইতেছিল : মেঘনাদ মুখের দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিল।]

গান।

তোমার হৃদয় নিলয় ভরা
শুধু আমি যে—আমি যে বঁধু হে।
তোমার সারা প্রাণের আকুল তৃষা,
শুধু আমি যে—আমি সে বঁধু হে ॥
শারদ-শশাঙ্ক তুমি, আমি যে জ্যোছনা ভরা,
মধুর সঙ্গীতে যেন শুধু মধুর মাধুরী ধারা,
এই জীবন-কুঞ্জে দুটী ফুল মোরা
শুধু—ফুটেছি ফুটেছি বঁধু হে ॥
তোমার গোপন কথাটী গোপনে কোথায়
লুকায়ে রাখিবে বল না,
তবে কেন আজি সখা হে আমায়
করিছ মিছে ছলনা ;
হে অন্তরতম অন্তর তব
আমি জানি যে—জানি যে বঁধু হে ॥

[সহাস্যে] কেমন, লুকাবার কিছু আছে তোমার ?

মেঘ। [স্বগত] কি সরল বিশ্বাসে ভরা প্রাণখানি তোমার,

প্রমীলা ! না—এ বিশ্বাস ভেঙে প্রাণে তোমার ব্যথা দোব না ! থাক তুমি সোহাগের ফুল—আপন মনে সোহাগ-ভরেই ফুটে থাক—লঙ্কার সর্বনাশের ঝঞ্ঝা তোমার গায়ে লাগ্‌তে দোব না !

প্রমীলা । কী দুষ্টু হয়েছ আজ তুমি ! খালি চুপ্‌ ক'রেই থাক্‌বে ! আচ্ছা, তবে দেখ, আমিও আবার মানের পালা আরম্ভ ক'রে দিই ।

[মানিনী হইয়া বসিল]

মেঘ । [স্বগত] হায়, জানি না—এ খেলা আমাদের আর কতদিন চল্‌বে ! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]

প্রমীলা । [উঠিয়া কাছে আসিয়া দুই হস্তে কণ্ঠবেষ্টন করিয়া] ওকি এমন একটা নিঃশ্বাস ছাড়্‌লে কেন বল না ? বল—বল আমায়, প্রিয়তম ?

মেঘ । কেন, তুমি ত আমার সবই জান প্রমীলা ; তবে আবার জিজ্ঞেস্‌ করছ কেন ?

প্রমীলা । [হাসিয়া] হাঁ, নিশ্চয়ই ত ! কেন জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে গেলাম তোমাকে ? শুধু বাজে চালাকি ক'রে আজ সময় কাটাচ্ছ ; এর মজা কিন্তু আছে—হাঁ !

মেঘ । সত্যই প্রমীলা, আসল কাজ ফেলে বড় সময় কাটাচ্ছি—কিন্তু ! ছিঃ—বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি—বাবা কি মনে কর্‌ছেন হয় ত !

প্রমীলা । বাবা মনে কর্‌ছেন—ছেলেটা তাঁর ভারি স্ত্রৈণ হ'য়ে পড়েছে ।

মেঘ । [সহাস্যে] সে কি মিছে কথা ?

প্রমীলা । প্রমীলা সুন্দরী আমার নাম—এ রূপ দেখে স্ত্রৈণ না হ'য়ে কি পার্‌বার সাধ্য আছে ? [হাস্য]

মেঘ । নিজের রূপের অহঙ্কার কেউ বুঝি নিজের মুখে করে ?

প্রমীলা। কেউ আর আমি ?

শ্বশুর রাবণ যার,

শ্বশ্রূ মন্দোদরী—

মেঘ। [সহাস্যে] আর ?

প্রমীলা। তোমার কথাটাও বলব নাকি ? আচ্ছা, শোন তবে—

শ্বশুর রাবণ যার,

শ্বশ্রূ মন্দোদরী,

তার পর—[হাসিয়া]

স্বামী যার স্ত্রৈণ মেঘনাদ---

মেঘের আড়ালে থেকে লুকায়ে লুকায়ে,

করে রণ ভয়ে ভয়ে অরির সহিত,

তার বধূ প্রমীলাসুন্দরী - -

কেবা আছে ত্রিলোক মাঝারে

তার সম সৌভাগ্যশালিনী ?

মেঘ। [কৃত্রিম গম্ভীরভাবে] প্রমীলা, আমায় নিন্দা কর্‌লে তুমি ? আচ্ছা—

প্রমীলা। [সহাস্যে] আহা, দুঃখিত হ'লে ? সত্য বর্ণনাই ত দেবতার স্তুতি ! তুমি যে আমার হৃদয়-দেবতা, নাথ ?

গান।

হৃদয় দেবতা তুমি, আমি যে চরণে দাসী।

দিবানিশি পূজি দিয়ে প্রেম-কুসুম-রাশি।

এ হৃদি-মন্দিরে তোমা করেছি প্রতিষ্ঠা আমি,

তোমারি ধেয়ান করি, জান ত অন্তরযামী,

জীবন যৌবন যত নৈবেদ্য করিয়ে স্বামী

রেখেছি তোমারি তরে কামনা বাসনা নাশি।

পারি যেন দিতে তোমা করিয়ে উৎসর্গ আমি,
ভাবিতে পারি হে যেন সবই তুমি সবই তুমি,
আমার আমিত্ব দিয়ে কবে তোমা গড়ি আমি,
আমারে ভুলিয়ে যাব আনন্দ-সাগরে ভাসি।

[কণ্ঠালিঙ্গনবদ্ধ হইয়া উভয়ে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কা রাজপথ।

একদল রক্ষোবালক সহ বেত্র হস্তে কালনেমির প্রবেশ।

কাল। হাস্, ছোঁড়ারা—খুব হাস্! দাঁত মুখ ছর্‌কুটে খুব হো হো ক'রে হাস্—এমন হাসা হাস্‌বি যে, ঘর-পোড়ার দল বুঝ্‌তে পারে যে, লঙ্কাবাসীদের প্রাণে শোক দুঃখ কিছুই হয় নি। একেবারে আহ্লাদে লঙ্কাপুরী আটখানা হ'য়ে রয়েছে! বুঝিছিস্ কথা আমার? মহারাজার কড়া হুকুম—কেউ যেন শোক প্রকাশ না করে। যদি কেউ না হাসিস তবে এই বেত দেখ্‌ছিস্? এ দিয়ে সপাসপ্ বসিয়ে দোব।

১ম বালক। তা হ'লে যে আরও কান্না পাবে, কালনেমি মামা?

কাল। পেলেই হ'ল? এর নাম বেত ইনি আগে ছিলেন—গুরুমহাশয়ের পাঠশালে গুরুর হাতে, এখন এসেছেন বেশ সভ্য সেজে নানাবেশে ছড়ি নাম ধারণ ক'রে নব্য যুবকের হাতে। আগে ইনি দুষ্টু ছেলেদের পিঠে সপাসপ্ পতিত হতেন, কখনও কখনও বা ছেলেদের পিঠ ভাঙ্‌তে না পেরে ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় নিজেই ভেঙে পড়্‌তেন।

২য় বালক। আর এখন?

কাল। আর এখন ? এখন ইনি হিংসাধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অহিংসা-নীতি নিয়ে যুবকদের কোমল মস্তিষ্ক মধ্যে সমাদরে স্থানলাভ ক'রে ব'সে আছেন।

৩য় বালক। তা' হ'লে আর আমাদের ভয় কি, মামা ?

কাল। আবার সে ফিরে-ঘুরে এই কালনেমির হাতে এসে পড়েছে। আমি ত যুবক নই যে, ছড়ি করে ঘোরাতে ঘোরাতে হাওয়া খেয়ে বেড়াব ? আমি যে, সেই গুরুমহাশয়ের যুগের আমদানি—আমার হাতে পড়্লেই সেই সুরু হবে—নে, এখন হাস্‌তে সুরু কর্ দেখি।

১ম বালক। খুব জোরে ?

কাল। হাঁ, খুব জোরে—যেন পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায় !

২য় বালক। যদি নীচের পথে কিছু বেরিয়ে পড়ে ?

কাল। পড়ে যদি পড়ুক।

৩য় বালক। রাস্তা নোংরা হবে কিন্তু।

কাল। তা' হ'লে এই বেত আছে, সপাসপ্ লেগে যাবে আর কি ?

১ম বালক। এই যে বল্লে, মামা—পড়ে ত পড়ুক ?

কাল। সে কাপড়ে-চোপড়ে। খবরদার, এক ফোঁটাও যেন ভুঁয়ে না পড়ে ! নে—এইবার তবে।

সকলে।— গান।

হো—হো—হো—হো—হো, হাহা—হাহা—হাহা—হা।
হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি ছিঁড়ে যা।

কাল। চলুক্—চলুক্—

সকলে।— [গীতাংশ]

কাসির চোটে দম ফেটে যাক্,
তবু কিন্তু হাস্‌তে হবে—যেন পড়ে না'ক ফাঁক্,
নইলে পিঠে পড়্‌বে শেষে সপাং সপাং বেতের ঘা।

কাল। হাঁ—হাঁ, ঠিক হচ্ছে—ঠিক হচ্ছে!

সকলে।—

[গীতাবশেষ]

বাপ্ মরেছে, ভাই মরেছে, তবু হাস্‌তে হবে,
রাজার হুকুম—রাজার হুকুম, করবে কি আর তবে,
নাড়ী ছিঁড়ে পেট্‌টা ফেটে পড়্‌ল বুঝি ওই—যাঃ॥

[বেগে পলায়ন, পশ্চাৎ বেত মারিতে মারিতে কালনেমির প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা—কক্ষ।

রাবণ ও বিভীষণ কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল।

রাবণ। না—কুলাঙ্গার! আমি সীতা ফিরিয়ে দোব না। যদি পুনরায় তোমার মুখে ও কথা শুনতে পাই, তা' হ'লে আবার পদাঘাতে তোমাকে এখান থেকে বিতাড়িত করব। কাপুরুষ—হীনমতি—অপদার্থ কোথাকার!

বিভী। কিন্তু লঙ্কা যে গেল?

রাবণ। তা যায় যাক্! রাবণ সব দিয়েও মর্য্যাদা চায়—তা সে এখনও হারায় নি। লক্ষ লক্ষ পুত্র গেছে, লক্ষ লক্ষ নাতি গেছে, সহোদর

ভাই গেছে, তবু লঙ্কেশ্বর স্থির—অচল—অটল হিমাদ্রি-চূড়ার ন্যায় দৃঢ়ভাবে শির উন্নত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—একটুও নুয়ে পড়ে নি—একটুও ভেঙে পড়ে নি !

বিভী। সে কথা জানি ব'লেই, সেই হিমাদ্রিচূড়া যাতে বজ্রাঘাতে চূর্ণ না হয়, তার জন্যই সাবধান করতে এসেছিলাম লঙ্কানাথকে।

রাবণ। দুঃখ হবে নাকি তাতে তোমার ? যে কাপুরুষ আপনার জাতি জ্ঞাতি, সম্মান গৌরব সমস্ত একটা ভণ্ড জটাধারী নরের পায়ে বিসর্জ্জন দিতে পারে, যে নির্লজ্জ তার স্ববংশ ধ্বংস করাবার মন্ত্রণা কানে দিবানিশি ঢালতে পারে, যে মহামূর্খ আপনার পুত্রের মৃত্যু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে, আবার সেই পুত্রহন্তার পদসেবা ক'রে নিজেকে কৃতার্থ ব'লে জ্ঞান করতে পারে, তার মুখে আবার লঙ্কার জন্য দুঃখ প্রকাশ ! ছিঃ—ছিঃ—ঘৃণা হয় মুখ দেখতে—সর্ব্বাঙ্গ রিরিয়ে ওঠে কথা শুনতে ! নির্লজ্জ কোন্ মুখে আমাকে বলতে এসেছে—সীতাহরণ আমার অন্যায় হয়েছে ? তার কাছে সহোদর ভগিনীর নাসা-কর্ণ-ছেদন করাটা কিছুমাত্র অন্যায় – অসঙ্গত ব'লে বোধ হ'ল না ! আশ্চর্য্য—তার ধিক্কার আসে না ? গ্লানি আসে না ? লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছা করে না ?

বিভী। যত তিরস্কারই কর, লঙ্কেশ্বর; কিন্তু তবুও বলব—অতি উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলব যে—ত্রিলোক-বিজেতা লঙ্কেশ্বরের সীতা-হরণ করা কখনই কর্ত্তব্য হয় নি; বরং যতদূর হ'তে হয় কাপুরুষতা দেখানই হয়েছে। সে কাপুরুষতা—সে ভীরুতা মহাবীর রাবণের মধ্যে আর কেউ কখনও দেখতে পায় নি।

রাবণ। [উত্তেজিত হইয়া] কী—কাপুরুষতা ! রাবণের কাপুরুষতা ?

বিভী। হাঁ, রাবণের কাপুরুষতা—অতি উজ্জ্বলভাবে সকলের চক্ষেই ধরা পড়েছে।

রাবণ। ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া, কাপুরুষতা দেখানো? কী বলে এ হীনমতি কুলাঙ্গার?

বিভী। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও তুমি আমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পারছ না। বুঝ্‌লাম লঙ্কানাথ, তোমার সে বীরত্ব, সে বিক্রম, সে দর্প, সে তেজ—যেদিন পূর্ণ-লক্ষ্মী সীতার রূপ বর্ণনা শুনেই একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছিলে, সেইদিনই সে সব হারিয়ে ব'সে আছ; সেই-দিনই তোমার মধ্যে অজ্ঞাতসারে দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীতি এসে প্রবেশ ক'রেছিল; নতুবা তখন সেই মারীচকে স্বর্ণমৃগ সাজিয়ে, রাম লক্ষ্মণকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ছদ্মবেশে সীতা চুরি ক'রে আনতে না! তা' হ'লে আন্‌তে চাইতে—রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে যুদ্ধ ক'রে বীরের মত স্পর্দ্ধার সঙ্গে নিজ বাহুবল দেখিয়ে—কৃতকার্য্য হ'তে না পার্‌লেও তাতে তোমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হ'ত না—চুরি-অপবাদে ত্রিলোক ছেয়ে যেতো না! সতী নারীগণ তোমার নাম শুনে ঘৃণায় কর্ণে অঙ্গুলি দিত না! আর আজ বুঝি তা' হ'লে এমন সোনার লঙ্কাও ছারখার হ'য়ে যেতো না!

রাবণ। [নিজ দুর্ব্বলতার বিষয় কিছুক্ষণ ভাবিয়া] উঃ, কী ভুল ক'রে ফেলেছি আমি তখন, বিভীষণ! কিন্তু কী আশ্চর্য্য—আজ তুমি আমার সেই ভুল দেখিয়ে না দিলে আমি কখনই তা বুঝ্‌তে পার্‌তাম না। বিভীষণ, তুমি শত্রু হ'লেও আজ রাবণের জীবনের একটা প্রধান দুর্ব্বলতা দেখিয়ে দিয়ে মিত্রের কাজই করেছ। কিন্তু হায়—সে ভ্রম-সংশোধনের আর সময় এখন নাই! কেন তখন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে মারীচের আশ্রয় চেয়েছিলাম? একমাত্র ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ-ইচ্ছাই তখন আমাকে আর কিছুই চিন্তা ক'রে দেখ্‌বার অবসর দেয় নি।

বিভী। কিন্তু তুমি কি মনে করেছ যে, রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে সীতাকে সবলে হরণ ক'রে আন্‌তে পার্‌তে? না—কখনই তা

পারতে না ; তবে না পারলেও তোমার বীরত্বে এমন কালিমা পড়্‌ত না ! আর সেই সর্ব্বনাশের অনল আজ লঙ্কাপুরী পর্য্যন্ত ছেয়ে এসে লঙ্কাকে আজ এমনভাবে গ্রাস কর্‌ত না ; সেই পঞ্চবটীতেই সে ব্যাপারের শেষ-মীমাংসা তখন যা-হয়-একটা হ'য়ে যেতো।

রাবণ। হাঁ, ঠিক বলেছ, বিভীষণ, তোমার মত ঘর-সন্ধানী বিভীষণকে রাম তখন লাভ করতে পার্‌ত না, আর কিষ্কিন্ধ্যার দলকেও এমন ক'রে হস্তগত কর্‌বার এমন চমৎকার সুযোগ ঘট্‌ত না ! কিন্তু—যাক্ ! যা ক'রে ফেলেছি, তাকে আর ফেরাবার কোন উপায় নাই যখন, তখন বৃথা ভেবে লাভ কি ? তবে বিভীষণ, তুমি এ কথা জেনে রেখো যে—রাবণ কখনও কোন কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় সীতাকে হরণ ক'রে আনে নাই। সে উদ্দেশ্য থাক্‌লে, চেড়ীগণের বেত্র কখনও সীতার অঙ্গে আঘাত কর্‌ত না, তার পরিবর্ত্তে শত শত কিঙ্করীকে সীতার পরিচর্য্যা করতে নিয়োজিত দেখ্‌তে পেতে।

বিভী। চেড়ীগণের বেত্রপ্রহার কি—সীতাকে লঙ্কেশ্বরের বশীভূত করবার একটা কৌশল নয় বলতে চাও ?

রাবণ। না, মূর্খ—না ! একটা দুর্ব্বলা রমণীকে বশীভূত কর্‌বার জন্য লঙ্কেশ্বরের অত কৌশলের প্রয়োজন হয় না। একমাত্র সহোদরা সূর্পনখার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ ভিন্ন সীতা-সম্বন্ধে রাবণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না, জেনে রেখো। সেই প্রতিশোধের প্রবল উত্তেজনাই তখন আমাকে আর কোন কথাই ভাব্‌তে দেয় নি ; নতুবা রাবণ কখনও অমন কাপুরুষতা দেখাতে যেতো না ! সে তখন রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখেই সীতাকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে আস্‌ত।

বিভী। লঙ্কেশ্বরের উদ্দেশ্য যদি তাই হয়, তবে আজ বড় সুখী হলাম শুনে। তবে রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখে সীতাকে হরণ ক'রে আন্‌বার আকাশ-

কুসুম-কল্পনা এখন তোমার মনে হচ্ছে বটে; কিন্তু বল্‌তে পারি—রাম-লক্ষ্মণের সম্বন্ধে একটা অজ্ঞাত ভীতি নিশ্চয়ই তোমার মনে তখন জেগে উঠে, তোমায় চিন্তা ক'রে দেখ্‌বার বুদ্ধিকে বিকৃত ক'রে দিয়েছিল। আরও এক কথা—জীবনে কখনও কোন বাধা এসে তোমার স্বেচ্ছাচারকে প্রতিহত কর্‌তে পারে নাই; তোমার স্বেচ্ছাচারকে তুমি রশ্মিহীন অশ্বের মত চিরদিনই ছুটিয়ে নিয়ে চলেছ। তোমার উদ্দাম গতি গিরিপ্রপাতের ন্যায় সম্মুখের পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে-চুরে অতি তীব্রবেগে আপনার পথ পরিষ্কার ক'রে চ'লে গেছে—একটু কোথাও থামে নি—একটু কোথাও প্রতিহত হয় নি! মহারাজ. জীবনে এক বীরত্বের পূজা করতে শিখেছিলে, কিন্তু বিবেকের সঙ্গে কখনও যুক্তি ক'রে কাজ করা অভ্যাস কর নি। যদি তুমি বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের মন্ত্রণা শুনে কাজ করতে, তা' হ'লে আজ ত্রিলোক-বিজেতা রাবণের চরিত্র—সংসার অন্যভাবে দেখ্‌তে পেতো; তা' হ'লে রাজনীতি-বিশারদ রাবণের কীর্ত্তিরাজি আজ বিবেকের মন্দাকিনী পূত স্বচ্ছ বারিধারার ন্যায় সংসার প্লাবিত ক'রে দিত; তা' হ'লে—শচীনাথ স্বর্গপতি ঐ সুরেন্দ্রের পারিজাত পরিশোভিত রত্নকিরীট আজ আপনা হ'তেই এসে লঙ্কেশ্বরের কাছে নত হ'য়ে পড়্‌ত!

তৎক্ষণাৎ দৈব আসিয়া গাহিল।

দৈব।—

গান।

তা' হ'লে কি এমনি দশা ঘটে।
তা' হ'লে কি এমন ক'রে ত্রিলোক ভ'রে কুযশ-কুৎসা রটে॥
খেয়াল মত খেলে গেলে জীবন ভ'রে খেলা,
একবার বিবেকের ডাক্ শুন্‌লে না হায়, ক'রে অবহেলা;
কেবল কলঙ্কের কালি ঢেলে গেলে—এই জগৎ-সংসার পটে॥

রাবণ। কী বিরক্ত !

দৈব।— [পূর্ব্ব-গীতাংশ]

রক্ত কি আর আছে তোমার, তাই হচ্ছে বিরক্ত,
সে রক্ত থাকলে চক্ষু তোমার করতে না আরক্ত ;
এখন শক্ত কথা শুনতে হবে—হাটে ঘাটে মাঠে ॥

রাবণ। অঙ্গহীন ছায়ামূর্ত্তি ! নতুবা রাবণের অসি এতক্ষণ দ্বিখণ্ড করত—দৈব, তোমাকে !

দৈব।— [পূর্ব্ব-গীতাংশ]

অখণ্ডকে খণ্ড করা তোমার কর্ম্ম নয়,
নিজেই এবার হ'য়ে খণ্ড যাবে যমালয় ;
হ'ল লণ্ডভণ্ড লঙ্কাকাণ্ড, সে কাণ্ডজ্ঞান কি তোমার আছে ঘটে ॥

রাবণ। যাও, বিভীষণ—চ'লে যাও—মস্তিষ্ক উত্তেজিত আমার।

দৈব।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

বাঁচতে যদি চাও এখনো, তবে ভাইয়ের কথা শোন,
ভাইয়ে ভাইয়ে গোল বাধিয়ে, ফল পাবে না কোন ;
ওই ভাইয়ে ভাইয়ে ঠাঁই ঠাঁই হ'য়ে—ভাঙ্‌লে সুখের হাটে ॥

[প্রস্থান।

বিভী। [করুণস্বরে] দাদা !

রাবণ। আর জগৎকে হাসিয়ে তুলো না, বিভীষণ।

বিভী। কিন্তু আমরা যে সহোদর। একই মাতৃস্তন্যে পরিপুষ্ট দেহ আমাদের—একই মাতৃ-অঙ্কে স্থানলাভ ক'রে বর্দ্ধিত হয়েছিলাম আমরা। সেই ভাইকে পদাঘাতে দূর ক'রে দিয়েছিলে—ভ্রাতৃস্নেহের মহা সিন্ধুকে মরুভূমি ক'রে ফেলেছিলে ! আজ আবার সেই ভাই এসে 'দাদা' ব'লে ডাকছে - একবার সেই ভাইয়ের কাতর প্রার্থনা শোন ! আজ তোমার-

আমার সবই গেছে, আছে কেবল—বংশের তিলক, কুলের প্রদীপ একমাত্র তোমার-আমার জীবন-সর্ব্বস্ব মেঘনাদ ! কুলের সেই জলন্ত প্রদীপকে স্বহস্তে আর নির্ব্বাণ করতে যেয়ো না !

রাবণ। কি করতে বল তবে ? মেঘনাদকে যুদ্ধে না পাঠিয়ে গৃহকোণে লুকিয়ে রেখে পুত্রস্নেহ উপভোগ করতে ? কেন, রাবণকে তুমি চেনো না ? সে তার চির বীরত্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে—দিয়েও আসছে তাই।

বিভী। না, আমি বলছিলাম অন্যরূপ—যাতে আর মেঘনাদকে পাঠাবার প্রয়োজনই হবে না।

রাবণ। কি—সে ?

বিভী। রামের সীতা রামকে ফিরিয়ে দিলে, দয়াল রাম আর যুদ্ধ করবেন না।

রাবণ। [সহসা উত্তেজিত হইয়া] সাবধান কাপুরুষ ! রসনা টেনে ছিঁড়ে ফেলব—যদি দ্বিতীয়বার ও কথা উচ্চারণ করবে। যাও—তুমি এখনই এখান থেকে দূর হ'য়ে যাও—যার দাসত্ব করছিলে, সেখানে গিয়ে নির্লজ্জ, কলঙ্কিত ঐ মুখ দেখাও গে। আর জেনে যাও যে, রাবণ প্রাণ দেবে—তথাপি সীতা ফিরিয়ে দেবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

বিভী। [করুণোচ্ছ্বাস সহ] দাদা ! দাদা ! যেয়ো না—দাঁড়াও ! একবারটী আজ ভাইকে ভাই ব'লে বুকে চেপে ধর। আজ বড় তৃষ্ণা বুকে ক'রে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, দাদা ! তিন ভাই ছিলাম আমরা। কুম্ভকর্ণ ছেড়ে গেছে, তার শোকও স'য়ে বেঁচে আছি ; কিন্তু দাদা আমার—প্রাণের সহোদর আমার—তোমার শোক যে কিছুতেই সইতে পারব না।

রাবণ। আমার মৃত্যু তুমি কৃত-নিশ্চয় ক'রে রেখেছ, বিভীষণ ? বেশ

কথা—লঙ্কার সিংহাসনে ব'সে নূতন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। দুঃখ কি তবে? খেদ কি তবে?

বিভীষণ। আর আঘাত করো না, দাদা! ভাইয়ের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আজ হৃদয়ে তাকে একবিন্দু স্থান দাও। এস, আজ দুটী বক্ষের জ্বলন্ত দাবানল নির্ব্বাণ ক'রে দিই—ভ্রাতৃ-স্নেহের স্নিগ্ধ সুধা-সিঞ্চনে। এস, আজ এই লঙ্কার মহাশ্মশানে চির প্রতিষ্ঠা ক'রে রাখি—ভ্রাতৃস্নেহের অক্ষয়-রত্ন-সিংহাসন। আজ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ গগন ভেদ ক'রে বেজে উঠুক্ দুন্দুভির বিজয়নাদে একমাত্র—ভাই—ভাই—ভাই!

[রাবণের বক্ষে পতনোদ্যত]

রাবণ। [ভ্রাতৃ-স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া, অশ্রুপ্লাবিত হৃদয়ে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক] আয়—আয়—ভাই—আয়! ভাই আয়!

[বিভীষণকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল]

বেগে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রা। [হাস্য] হো-হো-হো! মিশেছ? ভাইয়ে ভাইয়ে আজ মিশেছ? মেঘনাদকে বাঁচাবার ফিকির বেশ বে'র করেছ? আমার বীরবাহুকে খেয়ে শেষে মন্দোদরীর পুত্রকে বাঁচাবার জন্য আপোষের চেষ্টা? তা হচ্ছে না—রাজা, তা হচ্ছে না! যদি মেঘনাদকে যুদ্ধে না পাঠাও, তবে তোমার রক্ষেও থাক্‌বে না কিন্তু! তোমার দশটা মুণ্ডু দু'হাতে ছিঁড়ে এনে ঐ সিন্ধুর জলে ছুড়ে ফেল্‌ব! ইন্দ্রজিৎকে গলা টিপে মার্‌ব—মন্দোদরীকে রাঁড়ী সাজাব! আমার মত পথে পথে হাহাকার ক'রে বেড়াবে! তুমি ভেবেছ কি, রাজা, তোমাকে আমি কী অমনি ছাড়্‌ব? যাই—আগে সেই ইন্দ্রজিৎটা কোথায়—তাকে চিতায় তুলে দিয়ে আসি! হো-হো-হো—

[বেগে প্রস্থান।

বিভী। [আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া করুণ ভাবে] ওঃ, কি শোচনীয় দশা লঙ্কার আজ! দেখ ত, লঙ্কানাথ, কী সর্ব্বনাশের আগুন আজ লঙ্কায় জ্বেলে দিয়েছ! যাবার সময়ে করজোড়ে আবার ব'লে যাচ্ছি—এই মূর্খ ভাইয়ের শেষ প্রার্থনাটা একবার কান পেতে শোন, দাদা! আর বোধ হয়, বল্‌বার সুযোগ মিল্‌বে না তোমাকে, তাই এই শেষ-বলা আমার—এখনও ফেরো—লঙ্কানাথ, এখনও ফেরো!

[সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান।

রাবণ। [কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া] না, আর ফেরা যায় না! অনেক উচ্চে ওঠা গিয়েছে, এখন এর পতন অনিবার্য্য! ত্রিলোকবাসীর সমবেত অভিশাপ আজ সমস্ত লঙ্কা ছেয়ে ফেলেছে—আর রক্ষা হয় না; কিন্তু প্রলয়ের সূর্য্য যখন একেবারে ডুবে যায়, তখন সে একা যায় না—আকাশের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে সঙ্গে নিয়ে ডুবে যায়—লঙ্কায় একটা শিশুকেও রেখে যাব না—একেবারে সব নিয়ে—সব নিঃশেষ ক'রে—হাট ভেঙে দিয়ে চ'লে যাব!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামের শিবির

রাম ও বিভীষণের প্রবেশ

রাম। কহ, মিত্র বিভীষণ!
বীরপুত্র বীরবাহু-শোকে
কাতর কি বিংশবাহু হয়েছে নিতান্ত?
ক্রমে ক্রমে শাখা-পত্র-হীন,
উন্নত সে শালতরু
এখনো কি মাথা তুলি আছে দাঁড়াইয়ে?
এখনো কি দর্প অভিমান
পূর্ব্বমত লঙ্কেশ্বরে পূর্ণ বিদ্যমান?
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সে,
এখনো কি দীপ্ত তেজ করে বরিষণ—
সায়াহ্নের অস্তাচল-তলে দাঁড়াইয়া?

বিভী। কমল-লোচন!
প্রমত্ত মাতঙ্গ রণে পরাস্ত মুমূর্ষু সিংহ,
নাহি ভোলে কভু তার নিজের বিক্রম,
করে আস্ফালন তবু ভূতলে পড়িয়া!
বীরবাহু-শোকানলে

ভস্মশেষ হইলেও হায়,
তবু মুখে লঙ্কেশের
না হেরিনু শোকের কালিমা।
শোকাহত লঙ্কেশ্বর—
প্রলয়ের বৈশ্বানর সম
বরঞ্চ দ্বিগুণ রূপে উঠেছে জ্বলিয়া !
বিংশতি লোচন হ'তে,
জ্বলন্ত অনল-ধারা
মুহুর্মুহুঃ হয় বিকীরণ ;
আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধরেছে রাবণ।

রাম :   বহুদিন পরে
পাইয়া তোমারে, মিতা,
ভ্রাতৃস্নেহ-রসে সহোদর তব
করিলা কি সিক্ত তব প্রাণ ?
বিংশ বাহু বিস্তারিয়া আহা,
টানিয়া বক্ষের মাঝে লইলা কি তোমা ?
কিংবা হায়, ক্রোধের বিশাল বজ্রে
চূর্ণিলা কি ভ্রাতৃ-বক্ষ নিঠুর পাষাণ ?

বিভী :   নহে রাম,
বড়ই সরলপ্রাণ ভ্রাতা সে আমার !
সমস্ত হৃদয়খানি,
শুধু ভ্রাতৃ-স্নেহে ভরা আছে তার !
'দাদা'—'দাদা' ডাকে মোর
গ'লে গেল মোর প্রতি

তার ক্রোধ অভিমান যত !
যেমতি হে রাজীবনয়ন,
ছিদ্রপথে প্রবেশি মিহির-রশ্মি
অন্ধকার গৃহ-ভিত্তি করে আলোকিত !
ঝরিল সে উচ্চ গিরি-প্রস্রবণ হ'তে
অজস্র ধারায় আহা, ভ্রাতৃ-স্নেহ ধারা !
শোকতপ্ত এ মরু-হৃদয়
হইলা শীতল, প্রভু, সে অঙ্গ পরশে।
বক্ষে বক্ষ রাখি
অঝোরে কাঁদিনু কত দুটী ভাই মোরা !
যেন দ্রবি তুষারের স্তূপ—
বহিল পর্ব্বতবক্ষে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ;
ভাসিলাম দুই ভাই সে সুখ প্লাবনে !
ভাসে যথা দুই কূল,
বরষার কালে প্রবল প্লাবন রূপী
উচ্ছ্বসিত সিন্ধুস্রোতঃ ধারে।

রাম। [ভাবে বিহ্বল হইয়া]
কী শুনালে মিতা, মোরে আজি ?
যেন স্বর্গ হ'তে সুধার প্রবাহ-ধারা
ধীরে ধীরে পশিয়া শ্রবণে,
পুলকে ভরিয়া দিল প্রাণ মন মোর !
ভ্রাতৃস্নেহ !
আহা, কিবা সে অমিয়-ভরা !
নাহি হেন মাধুরী কোথায়, হেরি—

একমাত্র ভ্রাতৃ-প্রেম বিনা—
ইচ্ছা বশে দেশে দেশে পত্নী মেলে,
দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায়,
কিন্তু মিতা,
নাহি হেরি হেন দেশ কোথা—
যে দেশেতে মেলে কভু সহোদর ভাই।

বিভী। কিন্তু, দেব!
হেন ভাই মোর, নিজ বুদ্ধি দোষে
চলিয়াছে ধীরে ধীরে পতনের পথে।
কত বুঝাইনু—কত সে সাধিনু,
কত যে কাঁদিনু, হায়, ধরিয়া চরণে,
তবু প্রভু, না পারিনু তায়
কিছুমাত্র আনিতে স্ব-মতে।
প্রাণ যাবে, তবু হায়—
নাহি দিবে মায়েরে ফিরায়ে।
অবিবেকী ভাই মোর—
চিরদিন স্বেচ্ছাচার ল'য়ে
ছুটিয়াছে উল্কা সম সংসারের পথে।
ভ্রাতৃশোক—পুত্রশোক—
কোন শোকেই নহে বিচঞ্চল,
অচল অটল যেন হিমাদ্রি সমান।

রাম। বীর বটে লঙ্কেশ্বর!
শত্রু হ'লেও প্রশংসি তাহারে।
কিন্তু বড় দুঃখ এই, মিতা,

এমন বীরত্ব সনে
ধর্ম্ম-গন্ধ কিছুমাত্র নাই।
তবু কহি এক কথা, তোমা মিতা!
অগ্নিগর্ভ সমীবৃক্ষ সম ভ্রাতা তব
পোড়ে শোকানলে সদা অন্তরে অন্তরে!
এ দারুণ শোকানল করিতে নির্ব্বাণ,
পারে শুধু ভ্রাতৃ-স্নেহ-সিন্ধু-সিগ্ধ বারি!
তাই বলি, মিতা,
এ সময়ে ভ্রাতারে তোমার
পরিহরি দূরে বাস না হয় উচিত।
রহ গিয়ে ভ্রাতৃ-সান্নিধানে,
দাদা বলি' কর প্রাণ শীতল তাহার।
আহা, শুনিলে ভ্রাতার কথা,
সব কথা ভুলে যাই, মিতা!
সীতার উদ্ধার-- প্রতিজ্ঞা পালন,
সব যেন ডুবে যায় ভ্রাতৃস্নেহ-নীরে!

বভী। [সবিস্ময়ে]
কি আদেশ কর, প্রভু—মোরে?
ও পদ-তরণী ত্যজি
কোথা যেতে অনুমতি কর, কর্ণধার?
কহ, দেব!
কেন দাসে হও প্রতিকূল?
তুচ্ছ সে ভ্রাতার স্নেহ,
তুচ্ছ পত্নী-পুত্র-মায়া,

নারায়ণ ! তব পদ-সেবার নিকটে !
বহুভাগ্যে রাক্ষস-জনমে
লভিয়াছি যদি ও চরণ,
তবে কোন্ দোষে কহ, রঘুমণি,
সে চরণে বঞ্চিত করিতে চাহ মোরে ?
আর ভাব দেখি, প্রভু,
কতক্ষণ পাব সে ভ্রাতারে ?
আজি কিংবা কালি,
তব শরে হবে তার নিশ্চয় পতন ।

রাম । করি যদি দৃঢ় পণ, মিতা,
না ধরিব ধনুর্ব্বাণ কভু
বধিতে অগ্রজ তব রাজা দশাননে ?
একি, মিতা ! কেন এত হতেছ বিস্মিত ?
হইবে না জানকী উদ্ধার ?
নাহি হয়—নাহি হবে জানকী উদ্ধার !
হৃৎপিণ্ড সম সীতা মোর !
স্বহস্তে ফেলিব ছিঁড়ি
হৃৎপিণ্ড হৃদয়-নিলয় হ'তে !
দিব আত্ম-বিসর্জ্জন—
যদি হেরি ভাই সনে মিলিতে তোমারে ।
মোর তরে কত আত্ম-বিসর্জ্জন
দেখায়েছ, মিতা, তুমি এ কাল-সমরে !
নিজ পুত্র তরণীরে
বিসর্জ্জিলে অকাতরে আমারি কারণে ।

নিজ পুত্র, ভ্রাতা, কত আত্মীয়-স্বজন,
নিজ-কুল-গৌরব-ভূষণ,
অবহেলে করি ত্যাগ,
দাস সম সেবিছ আমারে !
এত আত্মত্যাগ, এত আত্ম-বিসর্জ্জন !
কে দেখাতে পেরেছে সংসারে, মিতা ?
হেন তব আত্মত্যাগ কাছে
তুচ্ছ মম আত্মত্যাগ—সীতা-বিসর্জ্জন !

বিভী। [করজোড়ে] দাস আমি—
কেন মোরে কর পরিত্যাগ ?
স্বার্থপর রক্ষঃকুলাধম আমি—
করি নি ত কিছুমাত্র আত্ম-বিসর্জ্জন।
উদ্ধারিতে মহাপাপী রক্ষঃকুলে,
একে একে তব পদ-তরণী সহায়ে
করিতেছি পার এই ভব-পারাবার।
তাই পুত্র তরণীর উদ্ধারের আগে
দিই নাই, রাম, তোমা পরিচয় তার।
হে ভব-জলধি-বারি অকূল-কাণ্ডারি !
নিজ গুণে কৃপা করি,
মহাপাপী লঙ্কেশ্বর ভাইরে আমার—
কর ত্বরা উদ্ধার-সাধন ;
এই মম আকিঞ্চন ওই রাঙা পদে।
জুড়াও হৃদয়-জ্বালা তার,
শান্তি দাও—শান্তিদাতা ! রাবণের প্রাণে।

রাম। কি কহ, হে মিতা, আজি ?
রাবণ-উদ্ধার-ইচ্ছা যদি তব মনে,
তবে কেন কহ, মিতা,
সীতা ফিরাবার তরে সাধিলে রাবণে ?

বিভী। ভ্রাতৃ-স্নেহ-আকর্ষণে
গিয়েছিনু সাধিতে রাবণে।
ইচ্ছা ছিল মনে, রাম,
যদি দেয় লঙ্কেশ্বর সীতা ফিরাইয়া,
তা' হ'লে—হে করুণ-নয়ন !
ওই মোক্ষপদ-তরু মূলে
পাইবে আশ্রয় মোর ভাই লঙ্কেশ্বর।
হইবে উদ্ধার, প্রভু, তব দয়া-বলে
অনায়াসে মহাপাপী ভাই,
যাবে চলি বৈকুণ্ঠ-ভবনে।
কে-না জানে এ ভবমণ্ডলে,
পরশনে পরশ-মণির
তুচ্ছ লোহ স্বর্ণবর্ণ ধরে ?
জনমিলে কণ্টক-পাদপ
অগুরু-চন্দন-বনে,
সুরভি-চন্দন হ'য়ে—
সেও যায় তুলসীর সহ বিষ্ণুপদে !

ব্যস্তভাবে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য রঘুনাথ, রাত্রিশেষে আজি,
দেখিনু এক অদ্ভুত স্বপন !

জননী সুমিত্রা দেবী
শিরোদেশে বসি মোর কহিলেন যেন,
"কত নিদ্রা যাও, বৎস !
উঠ এবে অলস-শয়ন ত্যজি।
জান না কি রঘুকুল-বধূ তব,
জনক-নন্দিনী সীতা পূর্ণ লক্ষ্মীরূপা,
দিবানিশি কাঁদিছেন বসি—
পাপ-রক্ষঃপুরী-মাঝে
বন্দিনী হইয়া হায় অশোকের বনে ?
দুষ্ট চেড়ীগণ করিছে প্রহার সদা,
ঝরিছে রুধির-ধারা কোমলাঙ্গ হ'তে,
বৃন্ত-ঝরা রক্তজবা সম—
মা আমার ধূলাতে পড়িয়ে !
পশে না কি সে রোদন-ধ্বনি,
পুত্র, তব বধির শ্রবণে ?
এখনও রক্ষঃকুল না করি নির্ম্মূল
নিশ্চিন্তে ঘুমায়ে আছ,
হা অবোধ অলস লক্ষ্মণ তুমি ?
ভ্রাতৃ-স্নেহভরা-প্রাণ রাম রঘুমণি,
সতত রাখেন তোমা অতি সাবধানে,
দৃঢ় করে ধনুর্ব্বাণ নাহি ধর কভু ?
ছিঃ ছিঃ এই কি উচিত তব ?
শিখিলে কি মৃগয়ার তরে শুধু
ধনুর্ব্বিদ্যা গুরু-সন্নিধানে ?

রাম-বনবাস কালে,
কেন তবে পুত্র তোমা
পাঠাইনু শ্রীরামের সনে ?
বিপদে আপদে যদি না হইবে সাথী,
তবে কেন—কেন রে লক্ষণ !
এসেছিলে অযোধ্যার সুখভোগ ত্যজি ?
লজ্জা নাহি পায় মনে ?
ধিক্ তোমা কুলাঙ্গার !”

রাম। হায়, মাতা সুমিত্রা দেবীর
কত ব্যথা জানকীর তরে !
কহ শুনি—তার পর ?

লক্ষ্মণ। কহিলেন ভর্ৎসিয়ে আমারে মা পুনঃ,
“দেবর বলিতে যিনি জ্ঞানহারা সদা,
সেই স্নেহময়ী—
মাতৃ-সম কুলবধূ তব,
থাকিতে জীবিত তুমি,
এখনও রাক্ষসের পুরে ?
বড় দুঃখে—বড় খেদে আজি
আসিলাম স্বপ্নমাঝে তোমার সকাশে !
পুত্র যদি হও সুমিত্রার—
তবে এখনি লক্ষ্মণ তুমি,
ধর ধনুর্ব্বাণ,
রক্ষঃ-অরি করিয়ে সংহার,
কুলবধূ তব, পুত্র, করহ উদ্ধার।”

এত বলি হইলেন অদৃশ্য জননী।
কাঁদিয়া জাগিনু আমি ;
কর আর্য্য, বিধান ইহার।
দেহ অনুমতি মোরে,
একেশ্বর লঙ্কেশ্বরে করিব নির্ম্মূল।

রাম। স্থির হও, ভাই তুমি !
সাধারণ বীর নহে লঙ্কেশ্বর,
আপনি সুরেন্দ্র বজ্রধর বলী
যার বলে চূর্ণবজ্র এবে,
মালাকার রূপে—
চির বন্দী সম আজি লঙ্কেশ্বর পাশে !
পুত্র যার সমরে দুর্ব্বার মেঘনাদ,
ইন্দ্রে রণে জয়ি' ইন্দ্রজিৎ ধরে নাম,
সে রাবণ নহে তুচ্ছ কখনো, লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। হ'ক্ না সে যত বড় বীর,
হ'ক্ পুত্র তার যত বড় ধনুর্দ্ধর রণে,
তথাপি না ডরে রণে ধানুকী লক্ষ্মণ।
মাত্র তব স্নেহের বন্ধন—
রেখেছে বাঁধিয়ে মোর দৃঢ় হস্তদ্বয় ;
জড়সম রাখিয়াছে মোরে
চির-অন্ধ স্নেহ তব, দাদা !

রাম। হায় রে লক্ষ্মণ,
বোঝ না এ রামের হৃদয় !
দেখ নাই চাহিয়া কখনো—

হৃদয়ের পরতে পরতে
কার স্নেহধারা বহে ফল্গুধারা সম !
দিবানিশি মনে হয়,
রাক্ষসের শ্যেন-দৃষ্টি হ'তে,
সরাইয়া তোরে, রে লক্ষণ,
রাখি লুকাইয়ে মোর অন্তর-অন্তরে !
রাজ্য ত্যজি বনবাসী হইলাম যবে,
ছায়া-সম সঙ্গে সঙ্গে ফিরি,
কত কষ্ট—কত দুঃখ পেয়েছ, লক্ষ্মণ !
দণ্ডক-অরণ্যে নিত্য তুমি,
হে সুধন্বি, ধনুর্ব্বাণ-করে
জাগিয়া কুটির-দ্বারে করিতে রক্ষণ ।
যবে দুষ্ট দশানন,
শূন্যগৃহ পেয়ে সীতা করিল হরণ,
জ্ঞানহারা শোকোন্মাদ মোরে—
তুমি বই কে রাখিলা কহ দেখি, ভাই ?
অকারণ কত ক্লেশ দিয়াছি তোমারে ।
সুমিত্রা-বক্ষের নিধি—
গচ্ছিত আমার কাছে তুমি, রে লক্ষণ !
যতদিন না পারিব তোমা
সুমিত্রা মায়ের করে দিতে ফিরাইয়া,
ততদিন নাহি স্বস্তি—নাহি শান্তি মোর ।

লক্ষ্মণ । একি, আর্য্য, কহ আজি ?
সেবিতে ও পাদ-পদ্ম—

দাস আমি ফিরি সাথে সাথে ;
সেই সুখ—সেই শান্তি মোর।
বনবাসে আসিবার কালে
সুমিত্রা জননী মোরে
বুঝালেন বার বার কত—
বিপদে আপদে তোমা,
যেন প্রাণপাত করি রক্ষি সদা আমি।
সেই কার্য্যে হেরি অবহেলা,
ক্রুদ্ধা মাতা দুঃখিত অন্তরে,
স্বপ্নযোগে পশি মোর পাশে,
ভৎসিয়ে সে কথা মোরে দিলেন স্মরিয়ে।
হায়, মূঢ় আমি—
নিশ্চিন্তে রয়েছি, দাদা,
তব স্নেহময়-অঙ্কে নিয়ত ঘুমায়ে !
স্নেহ-অন্ধ চিরদিন তুমি,
তাই সেই স্নেহান্ধ নয়নে
আমার গন্তব্য-পথ না দেখ চাহিয়ে ;
নতুবা কি রাক্ষসের ভয়ে
আমারে লুকায়ে রাখ যুদ্ধ-অন্তরালে ?
স্নেহ-পারাবার তুমি কোমল-হৃদয়,
কে না জানে ?
বিশেষতঃ ভ্রাতৃস্নেহে ভরা তব প্রাণ,
অত স্নেহ না থাকিত যদি,
তবে মোর তরে, হায়,

এত ভয়—এত শঙ্কা
করিতে না কভু!
ক্ষত্রিয় সন্তান দশরথাত্মজ—
তব সহোদর আমি,
আমি র'ব রমণীর মত
মৃত্যুভয়ে লুকায়ে অন্তরে?
না, আর্য্য—হবে না কখনো,
শুনিবে না অবাধ্য এ লক্ষ্মণ তোমার;
দেহ আজ্ঞা-করি কৃতাঞ্জলি,
প্রবেশিয়ে লঙ্কাপুরী মাঝে,
পুত্রসহ লঙ্কেশ্বরে আজি
চূর্ণ করি' পূর্ণ লক্ষ্মী মায়েরে আমার
উদ্ধারিয়ে আনি তব পাশে।

সহসা দৈব আসিয়া গাহিল।

দৈব ;—

গান।

কেন মায়াঘোরে আছে ঘুমাইয়ে,
মায়াতীত তুমি হে শ্রীরাম।
নহ ত সামান্য, ওহে অসামান্য
জগৎ-শরণ্য নবদুর্ব্বাদল শ্যাম॥
নিজের রচিত জালে হেরি উর্ণনাভ প্রায়,
রয়েছ জড়িত প্রভু, নিজ সৃজিত মায়ায়,
হ'য়ে আত্ম-বিস্মরণ নাহি কর আত্ম-স্মরণ,
কবে করিবে স্মরণ নিজ শরণ-নিত্যধাম॥

জীবরূপে রহ তুমি দেহ ঘটে ঘটে
নতুবা এ দেহ-ঘটে দেহী কি কখনো ঘটে,
ঘটে ঘটে ঘটে কত অঘটন ঘটে
ঘটনায় ভাও ঘটে, কভু তুমি আত্মারাম ॥
কভু রট ঘটে পটে, কভু রট প্রতিমায়,
কভু পিতা পুত্র বট, কভু রট প্রতি মায়,
কি মায়ায় কার মায়ায় ভুলাও পিতা পুত্র মায়,
কবে এ মায়াঘোর ভেঙে অঘোর ল'বে তারক-ব্রহ্ম-রাম নাম ॥

রাম। দৈববশে, দৈব, তোমা পাইনু সাক্ষাতে,
বুঝিনু দুর্দ্দৈব মোর গিয়াছে কাটিয়া।
উদিলে হে দেব-দিবাকর,
নাহি থাকে তমোরাশি সেথা।
কিন্তু, হে অদৃষ্টবাসি !
মর্ত্তবাসী ক্ষুদ্র নর মোরে
বাড়াইয়া নাহি লজ্জা দেহ আর।
ভাগ্যদোষে—হে ভাগ্যদেব,
সহি বিড়ম্বন হের লক্ষ্মণের সনে।
হ'রে আনে দুষ্ট দশানন,
অরক্ষিতা সীতারে পাইয়া।
কপি সনে মিলি,
বাঁধি সেতু সীতা হেতু পশিনু লঙ্কায় ;
কিন্তু হায়,
না হইল এখনও সীতার উদ্ধার !

দৈব। চক্ষের নিমেষে যার,
শত শত লঙ্কেশ্বর ভস্ম হ'তে পারে,

সেই তুমি নারায়ণ—
ভূভার হরিতে আসি ধরণীতে,
রামরূপে আত্মতত্ত্ব আছ বিস্মরণ।
কি ভয়, হে ভয়হারী রাম,
লক্ষ্মণেরে পাঠাতে সমরে ?
লক্ষ্মণের শর বিনা
না মরিবে মেঘনাদ কভু।

রাম। মেঘনাদে বধিবে লক্ষ্মণ ?
ভীষণ দুর্ব্বার রণে বীর ইন্দ্রজিৎ :
মেঘ-অন্তরালে রহি' করে রণ মেঘনাদ ;
নাহি লক্ষ্য হয় লক্ষ্যে সে মায়াবী !
তবে অলক্ষ্যের প্রতি কেমনে সম্প্রতি,
লক্ষ্য করি বধিবে লক্ষ্মণ. দেব ?

দৈব দৈবযোগে মিলেছে সুযোগ,
সেই বার্ত্তা দিতে তোমা, রাম,
পাঠালেন পুরন্দর মোরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে
করিবারে বৈশ্বানরে পূজা,
যাইবে সে মেঘনাদ আজি শুভক্ষণে ;
না হইতে পূজা সাঙ্গ তার,
না লভিতে বর সেই বৈশ্বানর কাছে,
পশিয়ে সৌমিত্রী সেথা বিভীষণ সনে
বধিবেন মেঘনাদে নির্ভয় অন্তরে।
মরিবে দেবের অরি রক্ষঃকুলাঙ্গার,

সীতা-উদ্ধারের পথ হইবে সুগম।
করি নতি, রঘুপতি—মাগিনু বিদায়।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ : [সানন্দে]
পরম পুলকে প্রাণ উঠিল ভরিয়ে,
সুমিত্রা মায়ের সাধ মিটাব এবার।
দৈব-বাণী—রঘুমণি,
না পারিবে তুমিও হেলিতে :
বধিব নিশ্চয় আমি আজি ইন্দ্রজিতে।

রাম : কহ, মিত্র বিভীষণ,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয় কোথা ?
কেমনে বা পশিবে লক্ষ্মণ সেথা ?

বিভী : ভীষণ সে স্থান, প্রভু !
নাহি পশে বায়ু, রবি তথা,
রক্ষে রক্ষিবর্গ সদা অতি সাবধানে
যজ্ঞকুণ্ডে আবির্ভবি নিজে হুতাশন
প্রজ্বলিত রহেন সর্ব্বদা।
পূর্ণাহুতি দিয়া সে যজ্ঞেতে,
লভি বর পশে যদি রণে মেঘনাদ,
নাহি ত্রিলোক মাঝারে হেন বীর—
পারে যেবা বধিতে তাহারে।

রাম : শুনি' সে ভীষণ স্থান
আতঙ্কে হৃদয় কম্পে,
কেমনে পাঠাব সেথা প্রাণের লক্ষ্মণে ?

লক্ষ্মণ। এ কি, আর্য্য !
দৈব-বাক্য না হয় প্রত্যয় ?
চিরদিন দৈব-বলে
আছিল বিশ্বাস তব, দৈববলী রাম !
আজি কেন স্নেহে অন্ধ হ'য়ে
সেই দৈবে হারাও বিশ্বাস ?
রাজীবলোচন !
নিশ্চিন্তে পাঠাও মোরে ;
নিশ্চিত সে মেঘনাদে করি পরাজয়,
আসিবে এ দাস ফিরি চরণ-সদনে।
জান ত হে সূর্য্যকুলচূড়া !
সূর্য্যবংশধর একটী শিশুও
নাহি ভীত হয় কভু রণে ?
স্তন্যপান কালে
স্তন্যপায়ী রঘুবংশধর
হেরে যদি হর্য্যক্ষে সমক্ষে,
তখনি সে স্তন্যপান ছাড়ি,
আক্রমিতে পশু, দীপ্ত অসি ল'য়ে
ধেয়ে যায় নাচিতে নাচিতে।
মাতৃগর্ভ হ'তে শেখে রঘু-শিশু
বীরত্ব-গরিমা সহ বীরত্ব-বিকাশ।
মাতৃ-স্তন্য পান সনে
করে পান মহানন্দে
বীররস রঘুবংশশিশু।

তা না হ'লে কিশোর বয়সে
পারিতে কি তাড়কা নাশিতে ?
তা না হ'লে—হে রঘুবংশমণি !
টঙ্কারিয়া হরের কোদণ্ড
ভঙ্গ করি পারিতে কি বিশ্ব চমকিতে ?

বিভী। যদিও ভীষণ স্থান সেই যজ্ঞাগার,
তথাপি হে কমল-লোচন,
তব ওই চরণ-প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্নে লইয়ে যাব ঠাকুর লক্ষ্মণে।
কোন চিন্তা করিয়ো না, রঘুমণি, মনে।

মারুতি সহ রক্ষোদূতের প্রবেশ।

দূত। নমে রক্ষোদূত রাঘব-চরণে।

[নমস্কার করণ]

লঙ্কাপতি লঙ্কেশ্বর এবে
পাঠালেন রাঘব-সকাশে মোরে।
"বীরবাহু-সৎকারের তরে
আজি রণ রহিবে স্থগিত।"
এই বার্ত্তা করিতে প্রদান।

মারুতি। না—না—কিছুতেই স্থগিত হবে না রণ।
বিলম্ব না সহে, প্রভু !
বিনাশি রাক্ষসকুল—
ব্যাকুল পরাণ বড় মায়ে উদ্ধারিতে।
দেখ নাই, প্রভু, আহা মায়ের অবস্থা !
চেড়ী-করে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত সদা,

অনাহারে কণ্ঠাগত প্রাণে
ধূলাতে লুণ্ঠিত হায় দুখিনী জননী ;
দিবানিশি 'রাম' 'রাম' বলি
রয়েছে জীবন-মাত্র কঙ্কালের মাঝে ।
পিপাসায় ক্ষীণকণ্ঠ চাতকিনী যথা—
দূরে নীলমেঘ পানে
চেয়ে থাকে জলের আশায়,
তেমতি, হে সীতানাথ,
উদ্ধারের আশে
আছেন চাহিয়ে সীতা—সীতানাথ পানে !

লক্ষ্মণ । ঠিক কথা বলেছ, মারুতি !
আমারো মিনতি এবে আর্য্য-পাদমূলে,
কিছুতে না যুদ্ধ আজি হইবে স্থগিত !

রাম । [মৃদুহাস্যে]
অতিরিক্ত ব্যস্ততার ফলে
ভুলেছ কি বীর-ধর্ম্ম তুমিও, লক্ষ্মণ ?
যাহ চলি, রক্ষোদূত !
কহ গে লঙ্কেশে,
আজি রণ রহিল স্থগিত ।

[অভিবাদনান্তে রক্ষোদূতের প্রস্থান ।

এস সবে—
করি গে বিশ্রাম লাভ ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অশোক-কানন।

সীতা আসীনা।

সিন্দুর-কৌটা হস্তে সরমার প্রবেশ।

সরমা। [স্বগত] আহা, একাকিনী অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা,
আঁধার কুটীরে নীরবে!
[প্রকাশ্যে] দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া দেবি,
ফিরিছে নগরে;
এই অবসরে আমি
আইনু পূজিতে পা দু'খানি তব।
কৌটায় ভরিয়া এনেছি সিন্দুর,
আদেশ করিলে সুন্দর ললাটে দিব ফোঁটা।
এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ?
নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?
কেমনে হরিল ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার,
বুঝিতে না পারি।"

সীতা। বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি
ফেলাইনু দূরে আভরণ,

যবে পাপী আমারে ধরিল বনাশ্রমে।
ছড়াইনু পথে সে সকলে চিহ্ন হেতু।
সেই সেতু আনিয়াছে হেতা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—বীর রঘুনাথে।
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?

সরমা। [সীতার সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু দিয়া
পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক]
ক্ষম লক্ষ্মি! ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত তনু;
কিন্তু চিরদাসী, দাসী ও চরণে।
দেবি! শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ংবর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি।
কহ এবে দয়া করি,
কেমনে হরিল তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি!
এই ভিক্ষা করি,
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে।
ফেরে দূরে দুষ্ট চেড়ী দল,
এই অবসরে কহ মোরে বিবরিয়া,
শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে,
ঠাকুর লক্ষ্মণে এ চোর
কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে প্রবেশি,
করিল চুরি এ হেন রতনে?

সীতা। হিতৈষিণী সীতার পরমা সখী
তুমি সরমা সুন্দরী।
পূর্ব্ব কথা শুনিবার যদি ইচ্ছা তব,
কহি আমি শুন মন দিয়া ;—
ছিনু মোরা সুলোচনে ! গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা
উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ;
ছিনু ঘোর বনে—নাম পঞ্চবটী :
মর্ত্তে নন্দন-কানন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার,
ভাবি দেখ মনে, কিসের অভাব তার ?
যোগাতেন আনি নিত্য
ফলমূল বীর-সৌমিত্রি ;
মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু ;
কিন্তু জীবনাশে সতত বিরত, সখি,
রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।
ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ !
রাজার নন্দিনী, রঘুকুলবধূ আমি ;
কিন্তু এ কাননে পাইনু,
সরমা সই, পরমা পিরীতি !
কুটিরের চারিদিকে কত যে ফুটিত,
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?

জাগাত প্রভাতে মোরে,
কুহরি সুস্বরে পিকরাজ !
কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি !
হেন চিত্ত-বিনোদন
বৈতালিক-গীতে খোলে আঁখি ?
শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ।
নর্ত্তক নর্ত্তকী এ দোহার সম,
রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কালো, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনু ঘনবর-শিরে
অহিংসক জীব যত !
সেবিতাম সবে মহাদরে,
পালিতাম পরম যতনে ;
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষ্ণাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে ।
সরসী আরসী মোর ! তুমি কুবলয়ে—
অতুল রতন সম—পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে ।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে,
আর কি এ পোড়া আঁখি,

এ ছার জনমে দেখিবে সে পা-দুখানি—
আশার সরসে রাজীব, নয়ন-মণি ?
হে দারুণ বিধি !
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?

সরমা। স্মরিলে পূর্ব্বের কথা
ব্যথা মনে যদি পাও, দেবি,
থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।

সীতা। এ অভাগী, হায় লো সুভগে !
যদি না কাঁদিবে,
তবে কে আর কাঁদিবে জগতে ?
কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি,
প্লাবন-পীড়নে কাতর প্রবাহ, ঢালে,
তীর অতিক্রমি বারিরাশি দুই পাশে ;
তেমতি যে মন দুঃখিত,
দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে !
কে আছে সীতার আর এ অররুপুরে ?
প ঞ্চবটী বনে মোরা
গোদাবরী তটে ছিনু সুখে।
হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
কান্তার কান্তি আমি ?
সত স্বপনে শুনিতাম,

বন-বীণা বনদেবী-করে ;
সৌরকর-রাশি-বেশে
সুরবালা কেলি পদ্মবনে ;
কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ সুহাসিনী
আসিতেন দাসীর কুটীরে ;
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে।
অজিন—রঞ্জিত, আহা কত শত রঙে !
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ;
কভু বা কুরঙ্গিণী-সঙ্গে
রঙ্গে নাচিতাম বনে ;
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব লতিকার, সতি,
দিতাম বিবাহ তরুসহ ;
চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরী বৃন্দে
আনন্দে সম্ভাষি নাতিনী বলিয়া সবে !
গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।
কভু বা প্রভুর সহ
ভ্রমিতাম সুখে নদীতটে ;
দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি !

কভু বা উঠিয়া পর্ব্বত উপরে, সখি,
বসিতাম আমি নাথের চরণ-তলে,
ব্রততী যেমতি বিশাল রসাল-মূলে ;
কত যে আদরে তুষিতেন প্রভু মোরে,
বরষি বচন-সুধা, হায়, কব কারে ?
কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চ মুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপ
নানা কথা ! আমিও, রূপসি,
এখনও এ বিজন বনে ভাবি,
আমি শুনি সে মধুর বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে বিপক্ষ বিধি !
সে সঙ্গীত চির তরে ?

সরমা শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে !
ইচ্ছা করে, ত্যজি রাজ্য সুখ
যাই চলি হেন বনবাসে !
[illegible]ন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
[illegible]বিকর যবে, দেবি,
[illegible]শে বনস্থ[illegible] তমোময়,
[illegible] করে বনে সে কিরণ ;

নিশি যবে, যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতী !
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনি !
কহ দেবি, কি কৌশলে
হরিল তোমারে রক্ষঃপতি ?
শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী
পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে,
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে নীলাম্বরে শশী
যার আভা মলিন তোমার রূপে,
পিয়িছেন হাসি তব বাক্যসুধা,
দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে, আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে ;
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।

সীতা। এইরূপে সখি, কাটাইনু কত কাল
পঞ্চবটী বনে সুখে।
ননদিনী তব, দুষ্ট শূর্পনখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল,
সরমে, সরমা সই,
মরিলো স্মরিলে তার কথা ;

ধিক্ তারে ! নারী-কুল-কালি !
চাহিল, মারিয়া মোরে,
বরিতে বাঘিনী রঘুবরে !
ঘোর রোষে সৌমিত্রি-কেশরী
খেদাইল দূরে তারে ;
আইল ধাইয়া রাক্ষস,
তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি,
কত যে কাঁদিনু, কব কারে ?
মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলিপুটে
ডাকিনু দেবতাকুলে রক্ষিতে রাঘবে !
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।

সরমা   ননদিনী শূর্পনখা মোর,
প্রবেশি তোমার সুখের কাননে,
বিষ মাখাইয়া দিল সব,
সকল অনর্থের মূল সেই পাপিয়সী।

সীতা   সকলি অদৃষ্টে করে, কি দোষ তাহার ?
তার পর নহে অবিদিত তব পাশে
[illegible]রীচের মায়ামৃগ রূপ।
[illegible]কর ধ্বংস, রোধে মায়ামৃগ-লাগি
[illegible]শে বনস্থল [illegible] দূর বনে ;
[illegible] [illegible]নাদী হ'তে

শুনা গেল তাঁর আর্ত্তনাদ—
'মরি আমি, এ বিপত্তি কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকী?
ভয় পেয়ে কহিনু লক্ষ্মণে
রঘুনাথ-রক্ষণের হেতু।
মোরে একা রাখি
দেবর না চাহিল যাইতে।
বিস্ময়ে দেখিনু, এ বিপদে
অবিচল রহিল দাঁড়ায়ে।
কুক্ষণে—লক্ষ্মণে কটু কহিলাম কত!
ক্রোধভরে আরক্ত নয়নে, বীরমণি
পশিলা কাননে সবেগে।
হায়, সখি, অতঃপর চমকি দেখিনু,
বৈশ্বানর সম এক তেজস্বী তপস্বী;
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ, কমণ্ডলু করে,
শিরে দীর্ঘ জটাজাল সিদ্ধ যোগিবেশ।
হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুলরাশি মাঝে দুষ্ট কাল সর্প বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হ'লে কি কভু,
ভূমে লুটাইয়া শির নমিতাম তারে?
সে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি
দহিল সৌভাগ্য মোর ছদ্মবেশে,
ক্ষুধার্থ অতিথি দেখি,
লজ্জা ত্যজি হায়, লো সজনি,

ভিক্ষা দ্রব্য ল'য়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে—
অমনি ধরিল অবহেলে
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি।

সরমা। এ কি সর্ব্বনাশ! হায়, যোগিবেশ দেখি
ভুলিলে তুমি সে রাক্ষস-ছলনে!
দেবরে পাঠায়ে বনে
বড় ভুল করেছিলে আগে,
হায়, তার ফলে আজি এ দুর্গতি তব।
তার পর যোগিবেশ ঘুচাইয়া
চালাইল রথ রথী শূন্যপথে।
কালসর্প-মুখে কাঁদে যথা ভেকী,
আমি কাঁদিনু, সুভগে, বৃথা।
স্বর্ণরথচক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে
পূরিল বিমান-পথ,
হায়, ডুবাইয়া অভাগীর আর্ত্তনাদ!
প্রভঞ্জন-বলে ত্রস্ত তরুকুল
যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁপর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে,
[illegible]চের [illegible] বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
[illegible]কর [illegible], [illegible] কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
[illegible]শে বন[illegible] [illegible]পাড়া দেহে নাহি আভরণ,
[illegible] [illegible]থা তুমি গজ দশাননে।

সরমা   এখনও তৃষ্ণাতুরা এ দাসী, মৈথিলি !
দেহ সুধাদান তারে।
শ্রবণ-কুহর মোর আজি সফল করিলে।

সীতা।   শুনিতে লালসা যদি, শুনলো ললনে !
বৈদেহীর দুঃখ কথা কে আর শুনিবে ?
আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছট্‌ফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি !
হেনকালে নভঃ পথে কোথা হ'তে,
এক পক্ষীন্দ্র আসিয়া—
বিরাট বিশাল দেহ তার,
রোধিল রথের গতি।
তিরস্কারি লঙ্কেশ্বরে
ব্যাদানিয়া দীর্ঘ চঞ্চুপুট
গ্রাসিল রথার্দ্ধ অবহেলে।
রক্ষঃপতি গণিল প্রমাদ।
কিন্তু আমার কারণে—নারীহত্যা-ভয়ে
উগরিল রথ খগপতি।
রাবণের সহ আহবে মাতিল
তীক্ষ্ণ চঞ্চু নখরের ঘায়
পীড়িল তাহারে
করি ক্ষত বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গ।
অবশেষে রাবণের অস্ত্রাঘাতে

পক্ষচ্ছেদ হ'য়ে পড়িল ভূতলে
মুমূর্ষু কাতর বিলাপি বিস্তর।
শুনিলাম, জটায়ু তাহার নাম।
কহিনু খগেন্দ্রে কৃতাঞ্জলি পুটে
কাতরে কাঁদিয়া, সীতা নাম,
জনক-দুহিতা, রঘুবধূ দাসী, দেব!
শূন্য ঘরে পেয়ে আমায়, হরিছে পাপী;
কহিও এ কথা দেখা যদি হয়,
প্রভু, রাঘবের সাথে।
উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব-রব,
দেখিনু সম্মুখে সাগর নীলোর্ম্মিময়
বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম গতি;
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে।
ডাকিনু বারীশে, জলচরে মনে মনে,
কেহ না শুনিল অবহেলি অভাগীরে।
চলিল কনকরথ মনোরথ গতি।
[illegible]চে সখি, মরিতাম যদি সেইদিন—
[illegible]কর [illegible]বে।

সরমা। [illegible]শে বন[illegible] কেহ কেন ব[illegible],
[illegible] প্রিয়ম্বদে,
তা হ'লে

রাঘবের বুকে !
বাঁধ বুক, মেঘ নহে চিরদিবসের,
যাবে কেটে একদিন, উদিবে সুদিন,
সুখ-রবি আবার ভাতিবে
অদৃষ্ট আকাশে তব। তার পর, সখি—

সীতা। অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি,
এ কনকপুরী রঞ্জনের রেখা।
কিন্তু কারাগার যদি সুবর্ণ-গঠিত,
তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ?
দুঃখিত সতত,
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী।
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুলবধূ—
তবু বদ্ধ কারাগারে।

সরমা। দেবি, কে পারে খণ্ডিতে বিধির নির্ব্বন্ধ ;
বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি' তোমা।
সবংশে মরিবে দুষ্টমতি।
বীর আর কে আছে এ পুরে ?

কোথা, সতী, ত্রিভুবনজয়ী যোধ যত ?
দেখ চেয়ে সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তুপুঞ্জ
ভুঞ্জিছে উল্লাসে শবরাশি।
কান দিয়া শুন,
ঘরে ঘরে কাঁদিছে বিধবা বধূ।
আশু পোহাইবে এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব।
ভেটিবে রাঘবে তুমি অচিরে, সুন্দরি,
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি !
যত দিন বাঁচি, এ মনোমন্দিরে রাখি,
আনন্দে পূজিব ও প্রতিমা—
নিত্য যথা আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী।
হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?

সীতা। আমি, বিভীষণ
ম অতীব পরম,
তুমিও তেমনি !
বাঁচিয়ে হেতা অভাগিনী সীতা,

সে কেবল, দয়াবতি তব দয়াগুণে।
তোমা সম হিতৈষিণী
আর কি লো আছে মম এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী
মোর পক্ষে তুমি, রক্ষোবধূ !
সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি জুড়ালে আমারে।
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে।
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম !
ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল-কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি !
আর কি কহিব সখি, কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন !
দরিদ্র পাইলে রতন,
কভু কি তারে অযতনে, ধনি !”

সরমা। প্রণমি চরণে। [প্রণাম]
বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি !
না চাহে পরাণ মম
ছাড়িতে তোমারে, রঘুকুল-কমলিনি !
কিন্তু প্রাণপতি আমার রাঘব-দাস ;
তোমার চরণে আসি
কত কথা কই আমি,
এ কথা শুনিলে রুষিবে লঙ্কা
পড়িব সঙ্কটে।

সীতা। সখি! যাও ত্বরা করি নিজালয়ে;
শুনি আমি দূর-পদধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।
আমি যাই আপন কুটীরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—অন্তঃপুর।

মন্দোদরী একাকিনী ভাবিতেছিলেন।

মন্দো। আজ বীরশূন্য স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী!
একে একে নিশাশেষে যথা
নাট্যশালা হ'তে ধীরে ধীরে
নিবে যায় সুবর্ণ দেউটীগুলি—
তেমতি এ বীর-পূর্ণ পুরী হ'তে
নিবে গেল একে একে
বীরত্বের উজ্জ্বল প্রদীপ যত!
এর জন্য দায়ী কেবা?
এ মহা আনন্দময়
-ধাম সম এই লঙ্কাধাম,
ন আজি কে করেছে তবে?
ঈশ্বর দায়ী কি ইহার?
কখনই নহে তাহা।

আমি যে নিয়ত—
দিবানিশি বসি বসি
উত্তেজনা-বায়ু-সঞ্চালনে
জ্বালিয়াছি লঙ্কেশের ভীম ক্রোধানল!
আমারি উৎসাহ-মন্ত্রে হ'য়ে উৎসাহিত,
সীতা হরি' আনিল লঙ্কেশ!
বীরত্বের উপাসক বীরেন্দ্র-কেশরী,
ত্রিলোক-বিজেতা স্বামী দৃপ্ত দশানন!
যখনি হেরেছি তাঁর দুর্ব্বলতা কিছু,
দীপ্ত উল্কা সম গিয়েছি ছুটিয়ে কাছে,
দুর্ব্বলতা অবসাদ করিবারে দূর।
না পারে হেরিতে হায় সিংহিনী কখনো
সিংহেরে দুর্ব্বল ভাবে একান্তে তিষ্ঠিতে।
প্রলয় দামিনী-ছটা ঘন ঘটা মাঝে
মুহুর্মুহুঃ হ'য়ে বিস্ফুরিত,
মহানন্দে মাতি নাচিয়া নাচিয়া,
বাঁধিয়া নয়ন-পথ—
ভীষণ আঁধারে করে আরও ভীষণ!
ফেলে দেয় ভীম বজ্রে বিশ্ব বিধ্বংসিতে।
কিন্তু পুনঃ ভীষণ গর্জ্জনে গর্জ্জি
উদ্বেলিত মহাসিন্ধু ভৈরব-উচ্ছ্বা[illegible]
ডুবাইয়ে ফেলে বজ্রে আপন[illegible]
তবু সে দামিনী নাচে—ন[illegible]
সেই সে আনন্দ তার বীরাঙ্গ[illegible]

বিরক্ত এবং ব্যস্তভাবে রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। এখনও মন্দোদরি,
মেঘনাদ যায় নি সমরে ?
রমণীর সনে এখনও করে খেলা ?
এখনো বিলাসী পুত্র,
বিলাসিনী বামাদলে মিলি
বিলাস-ব্যসনে বসি বিলাস-উদ্যানে ?
অতি হেয় অপদার্থ অতি কুলাঙ্গার !
দুয়ারে অরির দল করে আস্ফালন,
এখনও রহে গৃহে নিশ্চিন্ত হইয়ে ?
কালসর্পেরে হেরিয়ে শিয়রে,
কেবা পারে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে রাণি ?
যাক্—কাজ নাই তারে,
আপনি যাইব আজি সাজিয়ে সমরে।

মন্দো। [শুনিয়া পুত্র প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া]
তাই যাও, লঙ্কেশ্বর !
কিন্তু যাইবার আগে
অবাধ্য অযোগ্য সেই হতভাগ্যে ডাকি
কর তারে কঠোর শাসন।
বাঁধিয়া শৃঙ্খলে হস্ত পদ দ্বয়,
বন্দী সম রাখি কারাগারে,
যাও রণে নিজে, মহারাজ !
ও কুলাঙ্গারে
বেঁধ' আনি আমার সকাশে !

অত হেয় কাপুরুষ যেবা,
সে পুত্রেরে কভু
চাহে না—চাহে না এই মন্দোদরী মাতা !

তৎক্ষণাৎ ভীত ত্রস্ত মেঘনাদের প্রবেশ ।

মেঘ। ধরি পায়, পিতা ; ধরি পায় মাতা !

[তথা করণ]

করিয়ো না ক্রোধ মোর প্রতি।
করি নাই অবহেলা রণে যেতে আমি।
সিংহসুত সিংহীর সন্তান—
নাহি জানে ব্যাধদলে হেরি
আরামে নিভৃতে কভু লুকায়ে থাকিতে।
কিন্তু রক্ষঃপতি ! কিন্তু গো জননী !
শুভক্ষণে পূজি বৈশ্বানরে
পশিব সমর-ক্ষেত্রে অরাতি নাশিতে।
তাই সেই শুভক্ষণ আশে,
বিলম্বিনু এতক্ষণ আজি !
বন্দি ওই পিতৃ-মাতৃপদ
হইব বিদায় এবে নিকুম্ভিলা মাঝে।

মন্দো। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী, তুমি মেঘনাদ !
ইচ্ছামত কার্য্য করা অভ্যাস তোমার।
জানি আমি—
চিরদিন তুমি বিলাস-ব্যসনে মগ্ন
চিত্ত তব নহে স্থির কভু ;
নতুবা কি ধনুর্দ্ধর তুমি

থাকিতে জীবিত আজি,
বাঁধে সিন্ধু বনের বানরে ?
নতুবা কি, রে অলস কাপুরুষ !
বনচারী রাঘব লক্ষ্মণে
না বধিয়ে সমর-অঙ্গনে,
অঙ্গনার সনে সদা যাপ' কাল কভু ?
নতুবা কি, রে অধম !
অমরেন্দ্র-পুরী সম এ লঙ্কা নগরী
বানরে পোড়ায়ে হেন করে ছারখার ?
[সোচ্ছ্বাসে]
মা—মা—ক্ষম মোরে—

মন্দো। থাক্, কুলাঙ্গার পুত্র,
মাতৃনাম মুখে তোর শোভা নাহি পায়।
নাহি ধরে মন্দোদরী গর্ভে কভু
হেন কাপুরুষ অধম সন্তানে।
পুত্র হ'লে তুই—
হেন বিপদের মাঝে ফেলিয়ে পিতারে,
ঘুমাতে না হতভাগ্য নিশ্চিন্তে কদাপি।
[রাবণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে]
দেখ্ চেয়ে অন্ধ কাপুরুষ !
পুত্রহীন ওই বিশাল শাল্মলী
নির্ম্মূল হ'য়ে
পথে আছে দাঁড়াইয়ে।
এত বলী বিংশ বাহু ওই,

থাকিলে কি বীরপুত্র কভু,
সাজি রণ-সাজে আজি দুর্ভাগ্যের প্রায়—
যায় সেই ক্ষুদ্র নরে ভেটিতে সংগ্রামে ?
বৃথা নাম ধরেছিলি—বীর ইন্দ্রজিৎ !
চ'লে যা সম্মুখ হ'তে, ভীরু কুলাঙ্গার !

[মেঘনাদের আনত চক্ষু হইতে জলধারা বর্ষিত হইতেছিল]

রাবণ। থাক্—যেতে দাও, মন্দোদরি !
চাহিয়াছে ক্ষমা পুত্র—
ক্ষম' পুত্রে আর একবার।
যাও, মেঘনাদ,
পূজি ইষ্টে তব,
শীঘ্র রণে কর গে প্রবেশ।
না হইতে অস্তমিত রবি,
রাঘব-লক্ষণ-শির স্কন্ধচ্যুত করি,
বিভীষণে বাঁধিয়ে শৃঙ্খলে,
মারুতিরে বেড়ি নাগপাশে,
উপহার দিবে আনি আমার সম্মুখে।

নেপথ্যে দৈবের গান।

দৈব।—

গান।

পড়্‌বে তোদের সকল আ
সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব হ'তে ওরে
আর দেরী নাই—

সব যাবার সময় এসেছে এবার,
নইলে স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে হয় কি রে ছারখার,
ইন্দ্রজিতের পালা এবার—
পড়্‌ল ব'লে যাই—ব'লে যাই ॥

মন্দো। [সভয় করুণ স্বরে] কি বলে, মহারাজ ?

দৈব।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

কেন করুণ সুরে বাঁশী আবার উঠ্‌ল রে বেজে,
থেমে গেল ভেরীর আওয়াজ এরই মধ্যে যে,
কোথায় গেল মুখের বড়াই,
ওযে বিষম কলজে-ভাঙ্গা যাই ॥

। [সোচ্ছ্বাসে] মহারাজ—মহারাজ !

[সরোদনে রাবণের হস্তদ্বয় ধারণ]

দৈব।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

আর মহারাজ ? আছেন প'রে মহাযাত্রার সাজ,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে মহাযাত্রা কর্‌বেন মহারাজ,
শেষে ছাইয়ের মধ্যে ছাই হ'য়ে
ছাই বৃদ্ধি কর্‌বেন শ্মশানের ছাই ॥

তৎক্ষণাৎ উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ। ।

চিত্রা। এখনি ? আগুন কেবল জ্বলেছে—আরও জ্ব'লে উঠুক্ ! তার পর তার মাঝে দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ুক—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখন ভস্ম হ'য়ে [illegible] পর বাতাসে উড়ুক্—শেষে মজা করিস্ ! বুকের এক-এ[illegible] য়ার মত ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাক্ ; তবে—তবে [illegible] লা—বুঝ্‌বি আমার পোড়া ! তা নয়— এখনি ? এখনি [illegible] বি কেন ? এখনি তেমন ক'রে তপ্ত

তেলের কইমাছের মত ছট্‌ফটাতে পার্‌বি কেন? যাই—যাই—আমি তার জন্য চণ্ডীর দুয়ারে মাথা খুঁড়ি গে!

[বেগে প্রস্থান।

মন্দো। দৈবগীতি করি হাহাকার—
অমঙ্গল একি করিছে সূচনা।
চিত্রাঙ্গদা করে নানা অশুভ কল্পনা,
অবসাদে ঘেরিল হৃদয়।
মেঘনাদে ছেড়ে দিতে
নাহি প্রাণ চায়, মহারাজ!

মেঘ। দেবি, আশিস সন্তানে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে।
শিশু ভাই বীরবাহু;
বধিয়াছে তারে পামর।
দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ!
তোমার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি
তীক্ষ্ণ শরজালে লঙ্কা।
বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে রাজদ্রোহী!
খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে।

মন্দো। কেমনে বিদায় তোরে করি,
আঁধারি হৃদয়াকাশ,
তুই পূর্ণ শশী আমার।

দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী ;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ;
কাল-সর্প সম দয়া-শূন্য বিভীষণ !
মত্ত লোভ-মদে
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র
গ্রাসয়ে যেমতি স্বশিশু !
কুক্ষণে, বাছা ! নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে,
কহিনু রে তোরে !
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি !

মেঘ। কেন মা, ডরাও তুমি
ঘবে লক্ষ্মণে, রক্ষোবৈরী ?
বার পিতার আদেশে
তুমূল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শরজালে !
ও পদ-প্রসাদে চিরজয়ী
দেব দৈত্য নরের সমরে এ দাস।
জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম
[illegible]নিক্ষেপী
[illegible]ত দেবকুল-রথী ;
[illegible]দ্র, মর্ত্তে নরেন্দ্র !
[illegible]য় হইলা আজি,

কহ মা, আমারে ?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি ?

মন্দো । মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !
নাগপাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন ?
কে বা বাঁচাইল, নিশারণে
যবে তুই বধিলি রাঘবে সসৈন্যে ?
এ সব আমি না পারি বুঝিতে,
শুনেছি মৈথিলী নাথ, আদেশিলে
জলে, ভাসে শিলা,
নিবে অগ্নি, আসার বরষে !
মায়াবী মানব রাম ! কেমনে, বাছনি,
বিদায়িব তোরে আমি
আবার যুঝিতে তার সঙ্গে ?
হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা শূর্পণখা মায়ের উদরে ।

মেঘ । পূর্ব্ব কথা স্মরি, এ বৃথা বিলাপ,
মাতঃ, কর অকারণে !
নগর-তোরণে অরি ;
কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি ?
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল,

দেব দৈত্য-নরত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি !
হেন কুলে কালি দিব কি রাঘবে দিতে,
আমি, মা, রাবণি ইন্দ্রজিৎ ?
কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ?
রথী যত মাতুল ?
হাসিবে বিশ্ব !
আদেশ দাসেরে, যাইব সমরে,
মাতঃ, নাশিব রাঘবে !
ওই শুন, কুজনিছে বিহঙ্গম বনে
পোহাইল বিভাবরী।
পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরে এবে
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ রাজীব যুগ, সমর-বিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা,
দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?

মন্দো। ...জ, দয়া কর মোরে,
...মেঘনাদে মোরে।
...বুকে করি,
...পুরী
...নে কিংবা পর্ব্বত-গহ্বরে।

লুকায়ে রাখি গে নিয়ে পুত্ররত্নে সেথা,
যেথানে রামের দৃষ্টি নারিবে পশিতে।

মেঘ।　[করপুটে]

জননি, রক্ষঃকুলেশ্বরী তুমি!
তোমার কি সাজে হেন বাণী?
শার্দ্দূলী কি কভু, মাতঃ,
শিবাদল আক্রমণে
বাধা দেয় আপন শাবকে?
বীরাঙ্গনা দানব-নন্দিনী তুমি,
বীর রক্ষঃকুলবধূ চির তেজস্বিনী,
বীরপুত্র মেঘনাদে ধরেছ উদরে;
কে আছে মা তব সম ভাগ্যবতী পুরে?
বীরাঙ্গনা মাঝে
তব নাম শুনিলে প্রথমে,
গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হ'য়ে ওঠে যে নাচিয়ে!
সেই তুমি রক্ষোরাণী আজি—
পুত্রপ্রাণ তরে
এত ভীত আতঙ্কিত?
কি বলিবে শুনিলে এ কথা, মাতঃ,
বীরাঙ্গনা, বীরমাতাগণে?
কি কহিবে রক্ষেন্দ্র-মহিষী তোম
পুত্রহারা রক্ষঃকুল রমণী-সম
পশিলে সে ব্যথা-বাণী শ্রবণে
তখনি কি মৃত্যু-ইচ্ছা হইবে?

কি শুনিনু হায়, মাতঃ,
কার মুখে কার ভাষা আজি ?
হের মাতা, রক্ষঃ-ধুরন্ধর পিতা
নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে লজ্জা-অবনত মুখে
স্তব্ধ সম আছেন দাঁড়ায়ে !
চিরোন্নত হিমাদ্রি-চূড়ারে তুমি
অবনমি ভূমিতলে হায়,
কেমনে দাঁড়ায়ে আছ সম্মুখে, জননি ?
ছিঃ—ছিঃ—রক্ষেন্দ্র-মহিষি !
তুমিই কি সেই—
জ্বালাময়ী দৃপ্তা মন্দোদরী ?
তুমিই কি সেই—
তেজস্বিনী রক্ষঃকুলেশ্বরী ?
মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেতে যে জ্বলন্ত ওজস্বিনী ভাষা
বাহিরিলা তব মুখ হ'তে—
জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা যথা
উগরয়ে তীব্র জ্বালা জ্বালামুখী হ'তে,
সেই তুমি, মাতঃ,
মুহূর্ত্তে দাঁড়ালে পুনঃ কি মূর্ত্তি ধরিয়ে ?
—এ মূরতি মাতৃ-মূর্ত্তি মম।
ণ হর্য্যক্ষ-শাবক হায়—
ার্জ্জে কভু।

মন্দো। নাদ !
। গর্জ্জে

নাহি জন্মে হর্য্যক্ষ-শাবক কভু।
সত্য আজি পুত্র ইন্দ্রজিৎ
দিলি জিয়াইয়া মোরে মৃত্যু-শয্যা হ'তে!
দৈব মুখে শুনি দৈববাণী,
মোহ আসি পশিয়ে সহসা প্রাণে,
সত্য মোরে করেছিল নিতান্ত দুর্ব্বল!
ভাঙ্গিলি সে মোহ-অন্ধকার—
পুত্র তুই জ্বলন্ত ভাষায়!
সহসা পতিত মোরে
অন্ধকার গর্ত্ত হ'তে আজি
উঠাইলি হাত ধরি সজোরে টানিয়া।
কি লজ্জা—কি ঘৃণা মোরে এবে!
নাহি পারি চাহিতে লজ্জায়—
পতি পুত্র মুখপানে হায়!
হাসিতে হাসিতে পারে সেই মাতা
দুর্ব্বার অরাতিকুল নক্রসমাকুল,
ভীষণ সমর-সিন্ধু উদ্বেল তরঙ্গে,
নিজ পুত্রে করিতে প্রেরণ,
সেই মাতা আমি তোর মেঘনাদ;
দৈব-বিড়ম্বনে এসেছিল হেন অবসাদ।

রাবণ। কায়াহীন ছায়ামূর্ত্তি,
তাই দৈব রক্ষা পায় লঙ্কেশ্বর-
ইন্দ্রের চক্রান্ত ইহা।
[ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া]

ওঃ, এত দুঃসাহস ইন্দ্র তব ?
নাহি অবসর, নতুবা—রে পুরন্দর,
বহাতাম সহস্র ধারায় অশ্রু
নির্লজ্জ ও সহস্র নয়নে !

মেঘ। অবসর পাইনে তিলার্দ্ধ
পুনঃ অশ্বপদতলে বাঁধা
দেখিত ত্রিলোক-লোক দুর্ব্বৃত্ত তোমারে।
কিন্তু মাতঃ—দিলে পুনঃ উৎসাহ ঢালিয়ে
ভগ্নোদ্যম ভগ্নোৎসাহ প্রাণে।
দাঁড়াও—দাঁড়াও তবে সম্মুখে আমার—
জ্বলন্ত প্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়া, জননি !
জ্বলন্ত ও চক্ষুদ্বয় হ'তে
ছুটুক্ অনল-ধারা মুহুর্মুহুঃ আজি !
জ্বলুক্ ও রসনা হইতে—
জ্বলন্ত অনলময়ী ওজস্বিনী ভাষা।
উঠুক্ অম্বর ভেদি হুহুঙ্কার-ধ্বনি!
থর থর করি
কাঁপুক্ বাসব সহ বাসব-কামিনী !
ভীমা ভয়ঙ্করী দানব-নন্দিনী তুমি—
দাঁড়াও সম্মুখে, মাতঃ !
[illegible] অসুর ধ্বংসিতে,
যথা প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে
[illegible] ভীমা নৃমুণ্ডমালিনী !
[illegible]গাঙ্গনে যুঝিবার কালে,

মৃত্যু-খেলা হেরি পরম পুলকে—
খল্ খল্ হাসিয়ো, জননী আজি!
দেহ পদধূলি, মাতঃ!

[পদধূলি গ্রহণ]

কর আশীর্ব্বাদ মোরে,
রণে আজি—
হয় জয়—না হয় মরণ যেন ঘটে!
আসি মাতঃ—থাক অন্তাগারে!
বীর পিতা!
বীর পুত্র তব
নমি পদে লইল বিদায়।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

[রাবণ ও মন্দোদরী একদৃষ্টে মেঘনাদ অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত চাহিয়া রহিল]

রাবণ। [স্বগত] কে বলিতে পারে—
কি বিদায় নিলি পুত্র আজ!

[দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]

[প্রকাশ্যে] মন্দোদরি,
এস সাথে মোর।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কা—কালনেমির বাটী।

হাস্যমুখে কালনেমির প্রবেশ।

কাল। আজকাল মামার ভারি ডাক্ আরম্ভ হয়েছে! কথায় কথায় "কে ডাক্! ছেলেগুলোকে হাসাতে হ'বে—মামাকে ডাক্! অমুক কে চিতায় শোয়াতে হ'বে—মামাকে ডাক্! রাস্তায় ঝাড়ু দেয় ওয়াতে হবে—মামাকে ডাক্! কোন বুড়ো যুদ্ধে যেতে চায় না, যাওয়াতে হবে—মামাকে ডাক্! কোন্ মা তার শিশুপুত্রকে যুদ্ধে যেতে দেবে না, দেওয়াতে হবে—মামাকে ডাক্! এইরূপ আজকাল খেতে বস্‌তে শুতে, সর্ব্বদা মামাকে ডাক্! এত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি এতদিন কিন্তু ছিল না। কাছে গেলেও ফিরে তাকাত না, এমন কি মামার ভাগ্‌নে ব'লে পরিচয় দেওয়াটাই যেন বাবাজীর পক্ষে মস্ত একটা অপমান ব'লেই বোধ হ'ত। কথা কইতে গেলে চোখ গরম—কাজেই এতদিন আমাকে নরম হ'য়ে দূরে দূরে স'রেই চল্‌তে হ'ত। কিন্তু এখন? এখন তার সুদের সুদ তস্য সুদ একেবারে চক্রবৃদ্ধি হারে আদায় ক'রে নেওয়া যাচ্ছে। পরিবার আমার বিশেষ প্রকারেই বুঝ্‌তে পেরেছেন—আমার কদরটা এখন কি? আমি যে এখন আর একজন কেউ-কেটা নই, সে কথা এইবার চামু[illegible] আর বুঝ্‌তে বাকী নেই! আর এখন প্রাণেশ্বরী ঝ্যাটা হস্তে আম[illegible] তাড়া করতে আসেন না! একেবারে ভোল্ ফিরিয়ে দিয়েছি—[illegible] ভার হয়ে এখন চলি। পাড়ার বয়াটে রাক্ষসের বাচ্ছাগুলো আর এখন পেছু লাগে না—দেখ্‌লে ভয়ে দূরে স'রে যায়।

মনে হয়—আমি যা ছিলুম, তা' হ'তে সাত হাত উঁচু হ'য়ে পড়েছি। ভারি ফূর্তি—ভারি ফুর্তি এখন আমার! চুপ ক'রে থাক্‌তে পারছি নে যেন ফূর্তির চোটে! একটা গেয়ে ফেলি—

গান।

আমি কি হনু রে এবার!
দারুণ ফুর্তি—প্রাণ ভরতি, (হেউ হেউ) ঢেকুর উঠছে বুঝি তার।
চারটে শিং মাথায় আমার গজিয়ে উঠেছে,
দেখ না চেয়ে সবাই আমার কপাল ফেটেছে,
এখন ভাগ্যি আমার আজ্ঞেকারী—আর ধার ধারি নে কার।
এখন পায়ের ওপর পা-না রেখে গোঁপে দোব তা,
থাকবে চেয়ে আমার পানে অবাক্ হ'য়ে ক'রে শুধু হাঁ.
আরে যাঃ—যাঃ ব'লে মুখ ফিরিয়ে বস্‌তে হবে একবার॥

চামুণ্ডীর প্রবেশ।

[স্বগত] ঐ আস্‌ছেন চামুণ্ডী—মুখ আর এখন ঘোরাতে হয় না!

চামুণ্ডী। এই দেখ—

কাল। [যেন শুনিতে না পাইয়া গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয় রহিল]

চামুণ্ডী। [মুখের কাছে গিয়া] এই দেখ, ঐ ত্রিজটা মাগী বলে কি জান?

কাল। [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল]

চামুণ্ডী। [সেইদিকে ঘুরিয়া গিয়া] ঐ ত্রিজটা মাগী বলে কি জান? ঐ যে লঙ্কেশ্বর এত আদর-টাদর যা তোমায় করেন, বা যা তোমা দেখান্—

কাল। আঃ, কি ভ্যানর্ ভ্যানর্ কর্‌ছ? আমার কি আর ও স

বাজে কথা শোন্‌বার ফুর্‌সুৎ এখন আছে ? আমায় এখন রাজাকে মন্ত্রণা দেবার জন্য কত ভাব্‌তে হচ্ছে—কত চিন্তা কর্‌তে হচ্ছে, সে সব তোমার এখন বোঝা নিতান্ত উচিত।

চামুণ্ডী। ঐ কথাই ত বল্‌তে এসেছিলাম। মাগী বলে যে, ঐ সব মন্ত্রণা-টন্ত্রণা দেওয়ার কথা কিছুই নয়—

কাল। আঃ! সময়ের মূল্য তুমি একেবারেই বোঝ না ?

চামুণ্ডী। ওগো, বুঝ্‌ব গো বুঝ্‌ব! এই ত সবে কদিন থেকে ছেড়ে বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছি।

। হাঁ, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সব বুঝে ফেল—নতুবা, আমার পরিবার তামায় পরিচয়ই দিতে পার্‌ব না!

চামুণ্ডী। ওগো, পার্‌বে গো—পার্‌বে! সে ভাব্‌না তুমি এক-বিন্দুও ক'রো না। চামুণ্ডীর মত এত বুদ্ধি কার আছে এই লঙ্কাতে ?

কাল। আরে, মুখে কিছু বলা হবে না—ইসারাতেই সব বুঝে নিতে হবে কিন্তু।

চামুণ্ডী। তা ত নিতেই হবে—সে আমি ঠিক পার্‌ব! কিন্তু আগে এই কথাটার উত্তর একবার কর দেখি। নইলে যে আমার মনের ধুক্‌-ধুকুনি যাচ্ছে না।

কাল। খুব তড়িৎসে ব'লে ফেল্‌বে কিন্তু—অনেক কাজ আমার এখন।

চামুণ্ডী। হারামজাদা ত্রিজটা বুড়ী বলে যে—ঐ যে রাজার অত ডাক্‌-হাঁক্‌, ও আর কিছুই না—কেবল ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলোর যেমন দরকার হয় না, তোমারও নাকি তাই ? লঙ্কার যুদ্ধে—দূত-টুত যে সব নাকি সাবাড় হ'য়ে গেছে, তাই তোমাকে দিয়েই রাজা সেই সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। এই কথা সেই বুড়ী-মাগী আমায় বল্‌লে।

কাল। [ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া বীরের মত দাঁড়াইয়া]
কি কহিলি, রে চামুণ্ডে ! সহসা আমারে ?
না কাঁপিল মুণ্ড তোর কহিতে বারতা ?
হায় রে যেমতি
কম্পে ষণ্ড কাণ্ডাকাণ্ডহীন
লণ্ড ভণ্ড করি ধান কলাই !
কে আছে রে ?
আন্ ধরি বুড়ী ত্রিজটারে ।
জটা ফটা ছিঁড়ি তারে
লটাপটি খাওয়াই ভুঁয়েতে !
যেমতি হায় কুম্ড়ার ক্ষেতে
যায় ভুঁয়ে কুম্ড়া গড়াগড়ি ।
তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করি
ওরে আন্ ত্বরা—আন্ ত্বরা—
দেরি নাহি সয় ।

[বেগে প্রস্থান ।

চামুণ্ডী । [একটু অবাক্ হইয়া থাকিয়া] এ আবার কি হ'ল ? কি ছড়া কাট্তে কাট্তে ছুট্ল যে ! মন্ত্রীগিরির মন্ত্রণা ভাব্তে ভাব্তে কি মাথা গরম হ'য়ে উঠ্ল নাকি ? শেষকালে মাথাটা বিগ্ড়ে যাবে না ত ? দোহাই ভগবান্—আমাদের এমন সুখের আশায় ছাই পেড়ো না ! দুটো দিন যেন ভোগ কর্তে পাই । মা চণ্ডি ! তোমায় পাঁঠা দোব —পাঁঠা দোব—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে রক্ষঃসৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গান।

জলধি গর্জ্জনে উঠ রে গর্জ্জি—
রক্ষোরিপু দলে ফেল রে চূর্ণি।
ভৈরব হুঙ্কারে ত্রিলোক স্তম্ভি-
শত্রু-রক্তে সিন্ধু ফেল রে পূর্ণি॥
অসির ঝঙ্কারে চমকি বিশ্ব,
কোদণ্ড-টঙ্কারে কাঁপা রে দৃশ্য,
হইবে মহামার, করিবে চুরমার,
ঘুরিব আহবে যেন রে ঘূর্ণী॥

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

[রাবণ, সারণ ও পারিষদগণ উপবিষ্ট। পবন ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করিতেছিলেন, সূর্য্য ছত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইন্দ্র পারিজাত হস্তে সভয়ে কাঁপিতেছিলেন; প্রতিহারী দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন।]

রাবণ। [সারণের প্রতি] কৃতান্ত আর জলাধিপ?

সারণ। কৃতান্ত অশ্বশালে; আর জলাধিপ প্রতিগৃহে বারি-প্রদানে ব্যস্ত।

রাবণ। না, তা দিগেও চাই—ডাকাও তাদের।

সারণ। যাও—প্রতিহারি, কৃতান্ত আর বরুনকে এখনি এখানে ডেকে নিয়ে এস।

[প্রতিহারী প্রস্থান করিল।

রাবণ। [গম্ভীর ভাবে] সুরপতি বাসব, গত রাত্রিতে সুর-সভাতে কিসের অত উৎসব হচ্ছিল?

ইন্দ্র। [মুখ নত করিয়া রহিলেন]

প্রতিহারী সহ ঘাসের বোঝা মস্তকে যম, এবং বারিকুম্ভ শিরে বরুণ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন।

[বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া] কি নিরুত্তর যে, সুরেন্দ্র? সহসা এরূপ উৎসব-উল্লাসের হেতু বোধ হয়, রামহস্তে বীরবাহুর মৃত্যু? নয় কি?

সুরগণের একজন প্রধান শত্রুর নিধন-বার্ত্তা—উল্লাসের কারণ যথেষ্টই থাক্‌বার কথা তাতে।

ইন্দ্র। সহস্র অপরাধ হয়েছে ; ক্ষমা করুন, লঙ্কেশ্বর!

রাবণ। [সব্যঙ্গ শ্লেষে] তুমি স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র ; দিক্‌পালগণ তোমার আজ্ঞাকারী পৃষ্ঠবল—তোমাকে ক্ষমা করবে, সামান্য একটা নগণ্য রাক্ষসে ? তাকি কি কখনও সম্ভব ?

বরুণ। লঙ্কেশ্বরের কোন নিদেশ পালন করতে আমরা কি কখনও [illegible] করেছি ?

[illegible]। নির্দ্দেশ মত সমস্ত নিদেশই ত দেবগণ পালন ক'রে আস্‌ছেন, [illegible]থ ?

রাবণ। কিন্তু সকলেই তোমরা ভাব্‌ছ বোধ হয় যে—লঙ্কার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাতে শত্রু নিঃশেষ হ'তে আর বেশি সময় বিলম্ব হবে না ?

ইন্দ্র। অধীন ভৃত্যগণকে আর কেন অন্তর্জ্বালা প্রদান করছেন আজ, পৌলস্তেয় ?

রাবণ। এখন বোধ হয়, তোমরা ইচ্ছা ক'রেই কিছু কিছু অধীনতা স্বীকার করছ, পুরন্দর ? নতুবা সুপ্ত স্বাধীনতার প্রকৃত ভাব যা, তা'ত তোমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে ! নতুবা অপ্সরা নৃত্যগীতের এতটা বাড়াবাড়ি তোমার সভাতে আজ দেখা যাচ্ছে কেন ? দৈবকেই বা স্বাধীনভাবেই ওরূপ নির্ভীক উদ্ধতভাষা শোনাতে লঙ্কায় পাঠাবে কেন ?

ইন্দ্র। ব্যঙ্গ তিরস্কার না ক'রে কঠোর শাস্তি দিন্, লঙ্কেশ্বর ! মাথা পেতে সে শাস্তি নিতে এখনই প্রস্তুত আছি আমরা !

রাবণ। রাবণের ব্যঙ্গ তিরস্কার আজ এত বিঁধ্‌ছে পুরন্দরকে ? কৈ এতদিন ত বিঁধ্‌তে দেখি নি ? এ হ'তেও কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ

করেছি সুরনাথকে, কিন্তু নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত ছাড়্‌তে দেখা যায় নি তখন! আজ লঙ্কা বীরশূন্য—মাত্র ইন্দ্রজিৎ আর রাবণ বেঁচে—নয়? কিন্তু মনে পড়ে কি স্বর্গজয়ের কথা? মনে পড়ে কি মেঘনাদের অশ্বপদতলে বদ্ধ হ'য়ে মূর্চ্ছিত হওয়া? মনে পড়ে কি ইন্দ্রাণীকে বন্দিনী ক'রে পুনঃ মুক্তিদানের কথা?

ইন্দ্র। সে বীরত্ব কে অস্বীকার করবে, লঙ্কেশ্বর?

রাবণ। তা যদি না কর, তবে জেনে রেখো—এখনও সেই ইন্দ্রজিৎ আর সেই লঙ্কেশ্বর বেঁচে আছে এই লঙ্কাপুরে; তাদের সেই বল-বীর্য এখনও দীপ্তশিখার মত জ্বল্‌ছে—তাদের সেই দৃঢ়বক্ষে স্বর্গ জয়... লঙ্কার সমস্ত বীরকে তখন প্রয়োজন হয় নি; একমাত্র লঙ্কেশ্ব... মেঘনাদই বজ্রের মত সমস্ত দেবদলকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিল তখন; সম্ভবতঃ সে কথা দেবগণ এখনও বিস্মৃত হ'তে পারে নি।

ইন্দ্র। লঙ্কেশ্বরের নিকটে এই নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট দাসত্বই কি আমাদের অন্তরে সেই জ্বলন্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখ্‌ছে না, লঙ্কানাথ?

রাবণ। না—কিছুমাত্র না! সে কথা মনে থাক্‌লে আজ লঙ্কেশ্বরের বজ্রাদেশ অমান্য ক'রে সুর-সভাতে অপ্সরার নৃত্য দেখ্‌তে যেত না! সে কথা মনে থাক্‌লে সেই লঙ্কেশ্বরের শ্লেষবাক্য আজ তীক্ষ্ণ শেলের মত বিধ্‌ত না বাসবের মর্ম্মস্থলে? আজ লঙ্কাপুরী বীরশূন্য মনে ক'রেই সুরগণের অবাধ্যতা আর ঔদ্ধত্য এসে তাদের হৃদয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—যে হেতু রাবণ আজ নিঃসহায়! কিন্তু—মূঢ় ইন্দ্র! শত শত গ্রহ-নক্ষত্র নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেও তার পর এসে কে উদয় হয় জান? একটা প্রচণ্ড জ্বলন্ত মার্ত্তণ্ড! ঝটিকাবেগে প্রদীপগুলি নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেলেও তখন দ্বিগুণরূপে জ্ব'লে ওঠে কে জান? সমগ্র বনপাদপকে তৃণের ন্যায় ভস্ম করতে জ্ব'লে ওঠে—লক্ লক্ শিখা তুলে ভীষণ প্রচণ্ড

দাবানল! মনে রেখো—পুরন্দর, লঙ্কা আজ বীরশূন্য হ'লেও সেখানে কালাগ্নির মত জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও পুত্র মেঘনাদ সহ এই এই বিংশবাহু দশানন। এখনও তোমার মত শত শত সুরেন্দ্রকে বজ্রসহ চূর্ণ ক'রে দিতে পারে রাবণের এই বজ্রমুষ্টি! এখনও ইচ্ছা কর্‌লে একটি মুহূর্ত্তে তোমাদের সমস্ত দিক্‌পালকে একটা হুঙ্কারে মাটির নীচেয় সেঁধিয়ে দিতে পারে এই নিঃসহায় রাবণ। তোমাদের জীবন-মরণ সমস্তই এখনও আমারই উপরে নির্ভর কর্‌ছে, মূর্খগণ! [উত্থিত হইয়া] সারণ, বন্দী রে রাখ এদিগে।

... । এ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল কি নাই, লঙ্কেশ্বর ?

... । [ফিরিয়া কাছে আসিয়া] না—নাই। প্রতিফল থাকে—দুর্ব্বল যারা, অক্ষম যারা তাদের! প্রবল যে—সক্ষম যে—নিয়ন্তা যে—তার থাকে না। তাই—এ লঙ্কেশ্বরেরও তা নেই জেনো, পুরন্দর! সারণ, শীঘ্র বেঁধে ফেল। [প্রস্থান।

যম। [জনান্তিকে বরুণের প্রতি] দেখ্‌ছ, এখনও কত দর্প!

বরুণ। [জনান্তিকে] নিব্‌বার আগে প্রদীপকে ঐরূপই জ্ব'লে উঠ্‌তে দেখা যায়।

পবন। [সূর্য্যের প্রতি জনান্তিকে] এ সময়ে সুরেন্দ্র একটু চুপ্ ক'রে থাক্‌লেই পার্‌তেন!

সূর্য্য। [জনান্তিকে] শৃঙ্খল পরাটা বাকী ছিল, সেটাও আজ হ'য়ে যাবে।

সারণ। প্রতিহারি এক এক ক'রে বন্দী কর!

[প্রতিহারীর ইন্দ্রকে বন্ধন করিতে ইন্দ্রের নিকট গমন ও বাঁধিতে উদ্যোগ—তৎক্ষণাৎ রাবণ বেগে পুনরায় প্রবেশ করিল]

রাবণ। না, বন্দী কর্‌ব না—মুক্তি দেবো—দাসত্বপদও আজ হ'তে থাক্‌বে না। বাসব! দিক্‌পালগণ সহ চিরমুক্ত তুমি আজ; চির-স্বাধীন তুমি এখন হ'তে; স্বস্থানে চ'লে যাও—পার ত সমগ্র দেবদল সহ বজ্রকরে ভিখারী রামের সহায় হ'য়ে রণক্ষেত্রে দেখা দিয়ো। অহি-তুণ্ডিক কখনও মৃত সর্প নিয়ে খেলা করে না—আক্রমণকারীর উপরেই লাফিয়ে পড়্‌তে সিংহ ভালবাসে—শত্রু-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ মধ্যেই রাবণ ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পছন্দ করে। যাও সব—মুক্ত। [প্রস্থান।

সহসা দৈবের প্রবেশ।

দৈব।—

গান।

এ যে আরও অপমান।
মুক্তির আস্বাদ নাইকো ওতে, ও যে তীব্র বিদ্রূপ বাণ॥
মাজা ভাঙা কেউটে ও যে, যায় নি ত ফোঁস্ ফোঁস্,
ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ক'রে ভীষণ রোষ,
যবে ফোঁস্ ফোঁসানি চোখ রাঙানি, যে দিন পড়্‌বে ঘাড়ে রামের কৃপাণ
করবে কি আর—সইতে হবে আরো কিছুকাল,
যতদিন না কাল পেয়ে কাল আস্‌বে হ'য়ে কাল,
সেদিন ঘুচ্‌বে এ কাল, আস্‌বে সুকাল—হবে না আর কম্পমান॥

[প্রস্থান।

সারণ। যাও, সুরগণ!

[নিঃশব্দে ইন্দ্রসহ দেবগণের প্রস্থান।

কি বীর তুমি লঙ্কেশ্বর! কি অসাধারণ বীরত্বগরিমা তোমার হৃদয়ে। এ দুঃসময়ে বন্দিদের মুক্তি দিলে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হবে। কী দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ নিয়ে জন্মে ছিলে তুমি, মহারাজ! তোমার বীরত্বগৌরব-প্রদর্শনের এ অপূর্ব্ব সূচনা!

গীতকণ্ঠে যুদ্ধসাজে সজ্জিত রক্ষোবালকদ্বয়ের প্রবেশ।

গান।

মোরা রক্ষঃ-বালক লক্ষ শায়ক ছুড়ি চক্ষের পলকে।
অসির ফলকে দামিনী ঝলকে নাচিয়ে উঠি পুলকে ॥
মোরা উল্কার মত দীপ্র,
মোরা বজ্রের মত তীব্র,
মোদের লম্ফে ভূমিকম্পে চোখে তড়িৎ চমকে ॥
হ'য়ে মৃত্যুর মত দুর্ব্বার,
রণে শত্রু করি চুর্‌মার,
মেরে বিজয় ডঙ্কা রাখ্‌ব লঙ্কা, শঙ্কা নাহি ত্রিলোকে ॥

মেঘনাদের প্রবেশ।

১ম-রক্ষ। হে যুবরাজ!
আসিয়াছি আজ,
পরি রণসাজ,
তব সনে যাব রণে।

২য়-রক্ষ। তোমারি শিক্ষা,
তোমারি দীক্ষা,
দিতে সে পরীক্ষা
যাব আজি রণাঙ্গনে।

মেঘ। [উভয়ের বক্ষ চাপড়াইয়া]
ধন্য রে বালকদ্বয়!
শত ধন্যবাদ দিই তোমাদের!
অস্ফুটন্ত কুসুমকোরক দুটী—
কিন্তু বজ্রসম দৃঢ় অভ্যন্তর;

অগ্নিগর্ভ শমীতরু যথা
কোমল পল্লবময়
কিশলয় মাঝে থাকে রে আবৃত।

১ম-রক্ষ। শিখিয়াছি তোমারি সকাশে,
রণাঙ্গনে শত্রু সনে মৃত্যু ল'য়ে খেলা।

২য়-রক্ষ। "রণে জয়—অথবা মরণ"
তব উপদেশ গাথা
গাঁথা আছে মরমে মরমে!

উভয়ে।—

গান।

মোরা নাহি ডরি রণে অরি।
মোরা সিংহের সুত নইকো ভীত,
রণে মারি কিংবা মরি॥
রাখি রক্ষকুলের গর্ব্ব,
হ'তে দেবো না খর্ব্ব,
বুক ফুলিয়ে গা দুলিয়ে যাব রণে অসি ধরি॥
মোদের প্রাণে নাহি শঙ্কা,
রাখ্‌ব সোনার লঙ্কা,
দেশের শত্রু রাজার শত্রু, ফির্‌ব ঘরে ধ্বংস করি॥

মেঘ। মহানন্দে ভ'রে গেল প্রাণ!
এত ক্ষুদ্র শিশু—
তবু ওই শিশুত্বের মাঝে
অসীম বীরত্ব বীজ আছে লুক্কায়িত!
দেশ-ভক্তি, রাজ-ভক্তি আহা—

এত অপর্য্যাপ্ত রূপে রয়েছে সঞ্চিত!
রক্ষঃকুলে রক্ষিবারে
রক্ষঃ শিশুরূপী তোরাই মহান্!
নাহি দিব এ উদ্যমে বাধা তোদের :
রহ রে বালকদ্বয় হইয়ে প্রস্তুত,
রণযাত্রা কালে
হবে শ্রেষ্ঠ সহচর মোর।
যাও এবে নিজ গৃহে,
যাব আমি যজ্ঞাগারে।

[প্রস্থান।

["মোরা নাহি ডরি"—ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে রক্ষোবালকদ্বয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাম-শিবির।

একাকী লক্ষ্মণ নিজ মনে বলিতেছিলেন।

লক্ষ্মণ। বৃথা একটা মৃতপিণ্ডের মত—বৃথা একটা জড়ের মত—বৃথা একটা নিশ্চল অকর্ম্মণ্য স্থাণুর মত এই বিশাল দেহ নিয়ে সংসারে এসেছিলাম! যদি কোন কার্য্য হ'ল না—যদি কোন উদ্দেশ্যই পূর্ণ করতে পারলাম না—যদি জীবনের কোন অস্তিত্বই সার্থক ক'রে ধন্য হওয়া গেল না, তবে কেন এই বৃথা মাংসপিণ্ড ভার বহন করা?

[সোচ্ছ্বাসে] হায়, আর্য্য রাম! এ তুমি আমাকে কি ক'রে রাখ্‌লে? স্নেহের বেষ্টনে বেঁধে রেখে নিতান্ত পঙ্গু ক'রে ফেল্‌লে? একবার ছেড়ে দাও—রাম, একবার স্নেহের বাঁধন খুলে দাও—রাম, আমি একবার ঐ কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

সহসা দৈব আসিয়া গাহিল।

দৈব।—

গান।

জাগ রে জাগ রে সুপ্ত সিংহ আজ।
স্নেহ-সুখশয্যা ত্যজ রে, পর রে বীরেন্দ্র সাজ॥
কর, কোদণ্ড-টঙ্কারে বিশ্ব বিত্রাসিত,
কর, অসির ঝলকে দামিনী উদ্‌ভাসিত,
হুংক্, হুঙ্কারে কম্পিত শঙ্কিত চকিত—
রক্ষঃ শত শত নাশ' হ'য়ে ভীষণ বাজ্‌॥
সূর্য্যকুল-বীর্য্য শৌর্য্যধর হে শূরেন্দ্র,
হে রক্ষঃনিসূদন রক্ষঃ সুরগণ—
জনক-সুতা সীতা উদ্ধারি
সাধ হে নিজ কাজ।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। যথার্থ চির-নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়ে গেলে আজ, দৈব! যথার্থ অলস তন্দ্রার ঘোর ভেঙে দিয়ে সিংহকে আজ নিজেকে চিনিয়ে দিলে, ভাগ্যদেব! আজ মেঘনাদের বক্ষে বজ্রের মত গিয়ে পড়্‌ব। আজ ইন্দ্রজিতের তেজ, দর্প, অস্তিত্ব ধরা হ'তে মুছে ফেল্‌তে মৃত্যুর মত অব্যর্থ শক্তিতে গিয়ে পড়্‌ব; আজ প্রলয় ঝটিকার মত লঙ্কাপুরী বিধ্বস্ত ক'রে মা জানকীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আস্‌ব! আর আর্য্যের

স্নেহ-বাধা মানব না—করুণ বচন শুনব না। [উত্তেজিত ভাবে] অবাধ্য হব—উদ্ধত হব—দুর্ব্বার হব! [দেখিয়া] কে আসে ঐ? রমণীর ছায়া যেন! [নিম্নে দৃষ্টি রাখিয়া নীরবে রহিলেন]

মোহিনীবেশে মায়ার প্রবেশ।

মায়া।—

গান।

হে ভুবন-মোহন পুরুষ রতন, কেন বিভূতি-ভূষণ অঙ্গ।
কেন যোগিবেশে ভ্রম দেশে দেশে, হে রতিপতি অনঙ্গ॥
ত্যজি ধনুঃশর ধরি ফুলশর,
দাঁড়াও—দাঁড়াও হে চিরসুন্দর,
তোমারে না সাজে কভু হেন সাজে,
কেন ধরাপানে চেয়ে অপাঙ্গে॥
এসেছি মহীতে তোমারে মোহিতে,
সাধ মনে র'ব তোমার সহিতে,
নেহারি নয়নে না পারি সহিতে, বহিছে হৃদয়ে প্রেম তরঙ্গ॥

লক্ষ্মণ। [মুখের দিকে না চাহিয়া] কে তুমি, রমণি?

মায়া। আমি ত্রিদিববাসিনী, রাক্ষসী নই।

লক্ষ্মণ। [সবিস্ময়ে] ত্রিদিববাসিনী! দেবী! না—বোধ হয়, অপ্সরা হবে তুমি।

মায়া। না—অপ্সরা নই। একবার আমার মুখের পানে চেয়ে দেখ দেখি, কত সুন্দর আমি!

লক্ষ্মণ। হ'তে পারে বাইরে সুন্দর তুমি; কিন্তু তুমি কখনও দেবী নও। তোমার অন্তঃকরণ পিশাচীর অন্তঃকরণ হ'তেও ঘৃণিত—ভাষাও তদধিক পৈশাচিক!

মায়া। পুরুষ হ'য়ে এত ঘৃণা রমণীর উপর তোমার?

লক্ষ্মণ। তোমাদের মত ঘৃণিতা পিশাচীর উপর আমি চিরদিনই এইরূপ ঘৃণা পোষণ ক'রে থাকি।

মায়া। তাই বুঝি ঊর্ম্মিলাকে ফেলে চ'লে এসেছ?

লক্ষ্মণ। [ঘৃণা ক্রোধ সহ] যাও—চ'লে যাও এখান থেকে—তোমার সঙ্গে বাক্যালাপও মহাপাপ!

মায়া। [সহাস্যে] শূর্পণখার দশা করবে নাকি শেষটা?

লক্ষ্মণ। রমণী এত নির্লজ্জ থাকে! অথবা স্বেচ্ছাচারিণী স্বৈরিণী যারা—তাদের প্রকৃতিই বুঝি ঐরূপ?

মায়া। হে সুন্দর পুরুষ-রতন!
উঠাও নয়ন;
হের এ আনন—
ঢল ঢল শতদল সম!
বাঁধুলি বরণ হের ওষ্ঠাধর মম,
তরুণ অরুণ-আভা হের কপোল যুগলে,
মৃগ-আঁখি আঁখি হেরি লাজে ম'রে যায়!
হের আপাদ-লম্বিত বেণী—
ঘোরা কাদম্বিনী সমা!
দেখি নাচে শিখী—শিখিনীর সহ শাখে।
পীন বক্ষঃ হের কুম্ভ যুগ সম!
ভ্রমি-গুণ এখনও রহে কুম্ভে হের;
নহে কেন ভ্রমে দৃষ্টি চক্রাকারে সেথা?
হের পুনঃ বাহুলতা;
কম হ'তে কমনীয় পরশে যাহার,
অলসে অবশ তনু মোহ-মদিরায়।

হের নিটোল নিতম্ব ভরে
গমন মন্থর, রণে নূপুর-নিক্কণ !
কহ দেখি, ভুবনমোহন !
এ হেন কামিনী মোরে হেরি,
না করি কামনা কামে—
ফিরে যেতে পারে কাম
কভু কি হে নিষ্কাম অন্তরে ?
তাই বলি, হে সুধন্বি !
তুমি কোন্ ছার—
তুমি ত মানুষ !

লক্ষ্মণ। [পূর্ব্ব হইতেই ঘৃণায় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ছিলেন ; পরে অঙ্গুলি মুক্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ নিম্ন দৃষ্টিতে]
এখনও ঘৃণিত, স্বৈরিণি,
আছ দাঁড়াইয়া ?
ছিঃ ছিঃ লজ্জা নাহি পায় ?
দেবী বলি দেহ পরিচয়,
এই কি দেবত্ব তবে দেব-সমাজের ?
এইরূপ স্বেচ্ছা-বিহারিণী
বন-বিহঙ্গিনী সম অবাধ গমনে
যথা ইচ্ছা গতি তব ধায় ?
কিন্তু জান না যে—
মর্ত্তে বৈশ্বানর সম
জ্বলে এই ধানুকী লক্ষ্মণ,
এ জ্বলন্ত পাবকে কেন সাধ তবে

ক্ষুদ্র পতঙ্গীর প্রায় ঝাঁপিয়া পড়িতে ?
যাহ ফিরি অচিরাৎ,

[ধনুকে শর যোজনা]

নতুবা এ জ্বলন্ত সায়ক
না ক্ষমিবে রমণী অবধ্য বলি।

[তৎক্ষণাৎ মায়ার অন্তর্দ্ধান।

মায়া। [নেপথ্য হইতে]

ধন্য হে সংযমী তুমি সুমিত্রা-কুমার !
আমি মায়া, ইন্দ্রের আদেশে
পরীক্ষিণু তোমা মোহিনীর বেশে,
কত তব চিত্তবল !
ত্রিসংসারে নাহি হেরি,
তব সম জিতেন্দ্রিয়, হে মহাপুরুষ !
তুমিই করিবে জয় বীর ইন্দ্রজিতে।
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী বিনা,
নাহি পারে ইন্দ্রজিতে কেহ পরাজিতে।
যাও, ভীমবাহু সুধন্বী লক্ষ্মণ,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে এবে ;
পূজিবারে বৈশ্বানরে সেথা,
প্রবেশিছে ইন্দ্রজিৎ আজি।

তৎক্ষণাৎ বিভীষণ ও মারুতি সহ রামের প্রবেশ।

রাম। দূর হ'তে মায়ার আকাশ-বাণী শুনেছি, লক্ষ্মণ! তোমার আত্মদমন প্রশংসা আজ দেবীর মুখে শুনে প্রাণে যে, কী আনন্দ জেগে উঠেছে, তা আজ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছিনে, ভাই! আয়—

আয়—লক্ষ্মণ! আয় তোকে একবার গাঢ় আলিঙ্গনে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখি। [লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিলেন]

বিভী। [স্বগত] এ ভাব—এ উচ্ছ্বাস—এ আনন্দ জীবনে সেই একদিন যেমন অনুভব করেছি, তেমন আনন্দ আর কখনও কোন দিন বুঝি অনুভব করতে পাই নি!

লক্ষ্মণ। কৃতকার্য্য আজি আর্য্য
তব আশীর্ব্বাদে চিরদাস;
কি ইচ্ছা এবে তব, কহ রঘুমণি?
পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে;
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে।

রাম। হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ভয়াকুল জীবকুল
ধায় বায়ুবেগে প্রাণ ল'য়ে;
দেব-নর ভস্ম যার বিষে—
কেমনে পাঠাই তোরে
সে সর্পবিবরে, প্রাণাধিক্?
নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে সসৈন্যে;
শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা,

সবন্ধু-বান্ধবে—হারাইনু ভাগ্যদোষে ;
কেবল আছিল অন্ধকার ঘরে
দীপ মৈথিলী—তাহারে
হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?
—নিবাইল দুরদৃষ্ট !
'ক আর আছে রে আমার সংসারে, ভাই,
যার মুখ দেখি রাখি এ পরাণ আমি—
থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা ।

লক্ষ্মণ । কি কারণে, রঘুনাথ,
সভয় আপনি এত ?
দৈববলে বলী যে জন,
কাহারে ডরে সে ত্রিভুবনে ?
দেব-কুলপতি সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ;
কৈলাস-নিবাসী বিরূপাক্ষ ;
শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে ;
কাল-মেঘ সম দেবক্রোধ
আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা চারিদিকে !
দেবহাস্য উজলিছে দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু !
আদেশ দাসেরে,

ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ !
কেন অবহেল দেব-আজ্ঞা !
ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?

বিভী। যা কহিলা সত্য, রাঘবেন্দ্র রথি '
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম
পরাক্রমে রাবণি,
বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি !
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী
শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;
"হায় ! মত্ত মদে ভাই তোর, বিভীষণ !
এ পাপ-সংসারে কি সাধে করি রে বাস,
কলুষদ্বেষিণী আমি ?
কমলিনী কভু ফোটে কি পঙ্কিল সলিলে ?
জীমূতাবৃত গগনে
কে কবে হেরে তারা ?
যশস্বি ! মারিবে কালি

সৌমিত্রি কেশরী ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ;
সহায় হইবি তুই তার !
দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বূররাজ !”
উঠিনু জাগিয়া ;
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র
দূরে শুনিনু গগনে মৃদু !
শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যেরূপ মাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে
কাদম্বিনীরূপী কবরী ;
ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;
মরি কি ছার তাহার কাছে
বিজলীর ছটা মেঘমালে !
আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা জগদম্বা !
বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি,
কিন্তু না ফলিল মনোরথ ;
আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন, দাশরথি রথি,
এ সকল কথা মন দিয়া।
দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে

দেব বৈশ্বানরে রাবণি।
হে নরপাল, পাল সযতনে দেবাদেশ !
ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে তোমার,
রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে।

রাম ।। স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে !
কেমনে ফেলিব এ ভ্রাতৃ-রতনে
আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা,
মম ভাগ্যদোষে নির্দ্দয় ;
ত্যজিনু যবে রাজ্য-ভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ;
স্বেচ্ছায় ত্যজিল রাজ্যভোগ
প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা,
উচ্চ অবরোধে কাঁদিলা ঊর্ম্মিলা বধূ ;
পৌরজন যত—কত যে সাধিলা সবে,
কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ;
আমার পশ্চাতে ছায়া যথা
বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিল সুমিত্রা মাতা,

'নয়নের মণি আমার,
হরিলি তুই, রাঘব ;
কে জানে, কি কুহকবলে
তুই ভুলালি বাছারে ?
সঁপিনু এ ধন তোরে।
রাখিস্ যতনে এ মোর রতনে তুই,
এই ভিক্ষা মাগি।'
নাহি কাজ, মিত্রবর !
সীতার উদ্ধারি ;
ফিরি যাই বনবাসে।
দুর্ব্বার সমরে, দেব-দৈত্য-নরত্রাস,
রথীন্দ্র রাবণি !
পুরন্দর পরাজিত যার শরে,
পরাক্রম যার অতুল জগতে,
কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ?
হায়, মায়াবিনী আশা,
তেঁই কহি, সখে, এ রাক্ষসপুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি আইনু আমরা

আকাশবাণী। উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য,
দেবকুলপ্রিয় তুমি ?
দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
লক্ষ্মণে পাঠাও রণে।

বিভী। স্বকর্ণে শুনিলা দৈববাণী !
দেবকুল অনুকূল তব প্রতি।
নিরর্থ এ নহে কহিনু,
বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে।

রাম। [কৃতাঞ্জলিপুটে আকাশ পানে চাহিয়া]
তব পদাম্বুজে চায় গো আশ্রয়
আজি রাঘব ভিখারী, অম্বিকে !
ভূলো না, দেবি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ,
কত যে পাইনু আয়াস,
ও রাঙাপদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল,
মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে, অভাজনে ;
রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃ-সমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি,
নিস্তারিলা তুমি দেবদলে ; নিস্তারিণি !
নিস্তার অধীনে, মহিষমর্দ্দিনি,
মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে !

মারুতি। না, শুধু তোমার সঙ্গে সে ভীষণ স্থানে ঠাকুর লক্ষ্মণকে যেতে দেওয়া হবে না, বিভীষণ ! আমিও সঙ্গে যাব তা' হ'লে।

লক্ষ্মণ। কেন, মারুতি ?

মারুতি। স্পষ্ট কথা—আমি ও রাক্ষস-বংশটাকেই বিশ্বাস করি না।

লক্ষ্মণ। [সবিস্ময়ে] কী বলছ, মারুতি !

মারুতি। বনের বানর আমি—আমার বুদ্ধিতে যা আস্‌ছে, তাই বল্‌ছি। যে নিজের জাতি, নিজের সহোদর ত্যাগ ক'রে তাদের গৃহচ্ছিদ্র শত্রুকে দেখিয়ে দিতে পারে—যে নিজের পুত্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারে, তেমন গৃহভেদী নিষ্ঠুর রাক্ষসকে আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারি না!

বিভী। [সজল নেত্রে স্বগত] হায় কুলাঙ্গার বিভীষণ, তুমি যতই রামের শরণাগত হও—যতই রামের প্রিয়কার্য্য সাধন কর—যতই পাপ রাক্ষস-বংশকে রামের হস্তে উদ্ধার করতে চেষ্টা কর, তোমার এই গৃহ-ভেদের কলঙ্ক যুগ-যুগান্তরেও সংসার হ'তে মুছে যাবে না। ভবিষ্যৎ লোকে "গৃহভেদী বিভীষণ" ব'লে ঘৃণাভরে তোমার নাম উচ্চারণ করবে! একমাত্র রামচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই তোমার প্রাণের কথা বুঝ্‌তে পারবে না! কিন্তু তাই হোক্—একমাত্র রাম যেন আমার প্রাণের কথা জানতে পেরে চিরদিন তাঁর চরণ প্রান্তে স্থান দেন্—আমি আর কিছু চাই না।

রাম। মারুতি! জানকীর জন্য তুমিও আজ জ্ঞানহারা হয়েছ; নতুবা বিভীষণের মত অকপট সরল মিত্রকে আমার, কেন সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌বে; বিভীষণের মত আত্মত্যাগী নিঃস্বার্থ পুরুষ সংসারে আর দ্বিতীয়টী নাই। তুমি অমন মহাপ্রাণ মহাত্মার অন্তঃকরণ বুঝ্‌তে না পেরে আজ নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় তার প্রাণে ব্যথা দিয়েছ? ঐ দেখ—ক্ষোভে দুঃখে মিতার আমার নয়নদ্বয় হ'তে বারিধারা বিগলিত হচ্ছে! তোমার বাক্যে—তোমার ব্যবহারে আজ আমি নিতান্তই ব্যথিত হ'লাম, মারুতি! তুমি আজ আমার ভ্রাতৃ-স্নেহের আনন্দ পর্য্যন্ত নিরানন্দ ক'রে দিলে!

বিভী। না—দয়াময়, মারুতিকে তার জন্য ভৎ‍র্সনা ক'রো না! আমার কার্য্য দেখে সাধারণে আমাকে ঘোরতর নিষ্ঠুর এবং অবিশ্বাসী ভিন্ন আর কি ভাব্‌তে পারে? লোক-চক্ষে আমার কলঙ্ক ভিন্ন অন্য

কিছুই ত দৃষ্টিগোচর হ'তে পারে না। সরল-প্রাণ মারুতি ঠাকুর লক্ষ্মণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হবার জন্যই আজ ঐ কথা বলেছে; তার জন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কর্‌ছি, সরলপ্রাণ মারুতির কথায় দুঃখিত হ'য়ো না; তা' হ'লে মারুতি প্রাণে বড় ব্যথা পাবে।

মারুতি। [বিভীষণের করদ্বয় ধরিয়া] আমাকে ক্ষমা কর, মহাত্মন্! আমি না বুঝে তোমার কার্য্যে সংশয় এনেছি। আমি বনের বানর—আমার হিতাহিত কোন জ্ঞানই নাই, নতুবা যে রঘুনাথ তোমাকে মিতা ব'লে আলিঙ্গন দিয়েছেন, সেই তোমার উপরেই আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম! হায়, এই পাপে যে আমি প্রভুর চরণেও স্থান পাব না!

বিভী। মারুতি—ভাই! যে দয়ার জলধিতীরে এসে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে ত দয়ার জন্য কখনও ভাব্‌তে হবে না। আমাদের কোন গুণ না থাকলেও ঐ দয়ার-সাগর নিজ-গুণেই আমাদের প্রতি দয়া কর্‌তে কুণ্ঠিত হবেন না। আমরা উভয়েই যখন ঐ একই পথের যাত্রী, তখন এস—ভাই, আমরা সব কথা ভুলে গিয়ে কেবল ঐ এক দয়ার সাগরে ডুব দিয়ে প'ড়ে থাকি; আর কোন দিকে ফিরে চাইবার প্রয়োজন হবে না।

রাম। দেখ্‌লে—মারুতি, বিভীষণকে? চিন্‌লে—মারুতি, অমন অকপট সরল বিশ্বাসীকে?

লক্ষ্মণ। তা' হ'লে—আর্য্য, আর কাল বিলম্ব না ক'রে আমাকে নিকুম্ভিলা-যাত্রার আদেশ দাও।

রাম। আবার সেই কথা? যা শুন্‌লে আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত আতঙ্কে কাঁপ্‌তে থাকে!

লক্ষ্মণ। [করজোড়ে] না, আর্য্য, কোন চিন্তা নাই। যদি ঐ পদে মতি থাকে, যদি জীবনে একমাত্র ঐ পাদপদ্ম ভিন্ন অন্য চিন্তা না ক'রে

থাকি, তা' হ'লে মাত্র ঐ পাদপদ্মের বলে আমি ইন্দ্রজিৎকে জয় ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে আস্‌বই।

বিভী। দাও—প্রভু, অনুমতি দাও—আর কালবিলম্ব ক'রো না।

রাম। তবে আয়—লক্ষ্মণ, আয় ভাই আর একবার বুকে ক'রে নি। [লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া] আহা-হা—এ যে আর ছাড়্‌তে সাধ হয় না! ইচ্ছা হয়—জন্ম জন্ম এইরূপ তোকে বুকে ক'রে প'ড়ে থাকি। আচ্ছা, মিত্র! লক্ষ্মণের সাথে আমি যদি যাই, তা' হ'লে কি ক্ষতি আছে?

লক্ষ্মণ। [মুক্ত হইয়া] না, আর্য্য—তুমি সঙ্গে থাক্‌লে আমি প্রাণ খুলে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌ব না! তোমার স্নেহাকর্ষণেই আমাকে তখন তোমার কাছে টেনে রাখ্‌বে। তুমি ত জান, রঘুনাথ, তুমি কাছে থাক্‌লে আমি অন্য কোন কাজে মন দিতে পারি না।

রাম। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] তবে নাও, মিত্র, ভিখারী রামের অমূল্য রতন—জীবন-সর্ব্বস্ব, সুমিত্রা মায়ের গচ্ছিত-ধন, অভাগিনী জানকীর বড় স্নেহের—বড় আদরের সামগ্রীকে আজ তোমার হাতে হাতে সঁপে দিলাম। আজ আমার জীবন-মরণ সব তোমার হাতে। [লক্ষ্মণের কর বিভীষণের করে সংলগ্ন করিয়া দিয়া] কিন্তু বল, মিত্র, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে যাও—মিত্র, যে,আমার জীবন-সর্ব্বস্বকে আবার এনে আমার হাতে এমনই ক'রে দেবে? আমার সুমিত্রামায়ের বক্ষের নিধিকে আবার এনে আমাকে ফিরিয়ে দেবে?

বিভী। কেন আশঙ্কা কর্‌ছ, প্রভু? তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসে আবার ঐ পাদপদ্ম বন্দনা করব। মারুতি, তোমাকেও—ভাই, সঙ্গে যেতে হবে। যদি দুষ্ট মায়াবী মেঘনাদ আকাশ-পথে মেঘের আড়ালে যেতে চেষ্টা করে, তা' হ'লে তখন তুমিই সেই পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে।

রাম। যাও, মারুতি, তা' হ'লে আমি আরও নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব।

মারুতি। যে আজ্ঞা, প্রভু!

লক্ষ্মণ। [সজলনেত্রে] তবে আসি, দাদা!

[লক্ষ্মণ, বিভীষণ, মারুতি ক্রমে ক্রমে রামের পদধূলি গ্রহণ করিল]

রাম। [করপুটে ঊর্দ্ধমুখে বাষ্পরুদ্ধস্বরে] মা! জগদম্বে! আমার লক্ষ্মণকে রক্ষা করিস্, মা! রণে বনে আমার আর কেউ নাই, মা! দয়াময়ি নিস্তারিণি! বিপদে আপদে তুই-ই আমার লক্ষ্মণকে দেখিস্, মা!

[লক্ষ্মণ সজল নেত্রে রামের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বিভীষণ ও মারুতি সহ প্রস্থান করিতেছিলেন; রাম কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা করুণোচ্ছাস সহ]

আর একবার—আর একবার! [দৌড়াইয়া লক্ষ্মণকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! [দুই হস্তে রামকে জড়াইয়া ধরিলেন]

রাম। [নিঃশব্দে লক্ষ্মণের মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, পরে লক্ষ্মণ মুক্ত হইয়া বিভীষণ ও মারুতি সহ প্রস্থান করিলে পর] না, পার্‌ছি না—আর একবার লক্ষ্মণকে বুকে ধ'রে আসি! ঐ—ঐ চ'লে যাচ্ছে! পিছু ডাক্‌ব না, যাই—যাই ছুটে যাই!

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজপথ।

অগ্রে অগ্রে কালনেমির প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

ও মামা, ও মামা—মামা,
তোমার পেট্‌টা কেন ধামা।
তোমার পেটের ভিতর নাড়ীভুঁড়ী,
আর কি আছে জমা॥

কাল। ভীমরুলের পালের মত পেছু লেগেছে! এমনধারা মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো উড়োন-চড়ুই ছোঁড়াগুলোর জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়েছে! মন্ত্রীর গাম্ভীর্য্যটা কস্‌রৎ ক'রে নিচ্ছি, তা যদি ব্যাটার ছেলেরা একটুও করতে দিলে!

বালকগণ।—

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

মামীর সাথে ক'রে আড়ি,
দেবে নাকি গো গলায় দড়ি,
মামা অম্‌নি বাপের বাড়ী
যাবে নিয়ে পেতল, কাঁসা, তামা॥

কাল। [স্বগত] গুয়োটার ছেলেরা কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লে যে, আজ আমি চামুণ্ডীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে গলায় দড়ি দিতে চেয়েছিলুম ?

বালকগণ।—

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

ওরে ভাই হেসে মরি মজার কথা শুনে,
এই মামা ম'লে মামী নাকি আন্‌বে ঘরে
দু'দশ গণ্ডা নূতন মামা টেনে,
হবে মামায় মামায় ধুলো পরিমাণ
আস্‌বে ছুটে কত রামা শ্যামা ॥

কাল। [সক্রোধে] বটে রে নির্ব্বংশের নন্দনরা! এতবড় কথা? তবে দাঁড়া দেখি একবার—[যষ্টি প্রহারে উদ্যত]

["ওরে বাপ্‌রে" বলিয়া বালকগণের বেগে পলায়ন।

আমি ম'লে চামুণ্ডী কি তবে তাই কর্‌বে নাকি ? তা' হ'লে ত ম'রে একেবারে স'রে যাওয়া হবে না—মাম্‌দো হ'য়ে চামুণ্ডীর পেছু লাগ্‌তে হবে। কি এতদূর কথা? আমি কালনেমি মামা—শেষে তার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বস্‌বে ?

বালকগণের পুনঃ প্রবেশ।

বালকগণ।—

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

মামা যখন কর্‌বে কুপোকাৎ,
মামী তখন হেসে হেসে মর্‌বে শেষে,
বে'র্ ক'রে সেই মূলোর মত দাঁত,
আমরা তখন ছুটে এসে কাঁদ্‌বো শেষে
সাধ্‌ব সুরে সা—রে—গা—মা ॥

কাল।— [যষ্টি উত্তোলন করিয়া]

গান।

বেরো বল্‌ছি—বেরো বল্‌ছি,
ওরে সব নির্ব্বংশের নন্দন।
এই দেখ্‌ছিস্ যষ্টি, ভাঙ্‌ব যষ্টি
গুষ্টি ধ'রে বিগ্‌ড়াব বদন॥

বালকগণ।— মামা তোমার মাথার ভেতর গোবর পোরা,
আর ভুঁড়ির মধ্যে কি,

কাল।— গন্ধে ভরা মানুষের গোবর
আছে পোরা তা জানিস্ নাকি?

বালকগণ।— ভারি খোস্‌বয় বইছে হাওয়ায়,
ঠিক যেন গো অগুরু-চন্দন॥

১ম দল বালক।— মামা তুমি দিনের ভেতর ক'বার ক'রে
মামীর আধোয়া ঝ্যাঁটা খাও,

২য় দল বালক।— গেলাম—গেলাম—মলাম—মলাম
মামার গলা য'বার শুন্‌তে পাও;

কাল।— এবার ছিঁড়্‌বো মুণ্ড, গেল্‌ব গেণ্ড
চণ্ড মুণ্ড বধের মতন॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিকুম্ভিলা-বহির্দ্বার পথ।

মেঘনাদের কণ্ঠালিঙ্গনে বদ্ধ প্রমীলা ও মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘ। যাও এখন, প্রমীলা! লক্ষ্মীটী আমার—যজ্ঞাগারের দ্বারে এসেছি।

প্রমীলা। যজ্ঞাগারে যেতে নাই আমাকে?

মেঘ। কামিনী-কাঞ্চন-বর্জ্জিত হ'য়ে যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে যে, প্রমীলা।

প্রমীলা। শুনেছি যে, পত্নীর সঙ্গে একত্র হ'য়ে ধর্ম্মাচরণ কর্‌তে হয়?

মেঘ। সে এ ধর্ম্ম নয়। এ বীরধর্ম্ম—এ আমার অন্য যজ্ঞ; এ যজ্ঞে আহুতি দিলে শত্রু আমায় কখনও পরাজয় কর্‌তে পার্‌বে না।

প্রমীলা। তুমি পার্‌বে?

মেঘ। হাঁ, প্রমীলা!

প্রমীলা। কিন্তু আজ যে আমার বড় ভয় কর্‌ছে, প্রাণাধিক?

মেঘ। তুমি ত আর কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন সংবাদেই থাক নি, তাই আজ নূতন ব'লে ভয় কর্‌ছ, প্রমীলা।

প্রমীলা। আমি ত জানি, তোমার সঙ্গে কেউ যুদ্ধে পেরে ওঠে না। তুমি এক-একবার যুদ্ধে যাও, আর সবাইকে অচেতন ক'রে রেখে এস; আবার তারা বেঁচে ওঠে! একেবারে তাদের প্রাণে মেরে ফেল না ব'লে আমার তাতে কত আনন্দ! কিন্তু—

মেঘ। আর কিন্তু কি, প্রমীলা ?

প্রমীলা। আজ যে শশ্রূ চিত্রাঙ্গদার মুখে লঙ্কার সব সর্ব্বনাশের কথাই আমি শুনেছি।

মেঘ। [সহাস্যে] শুনেছ—তাই না কি, প্রমীলা ?

প্রমীলা। সে রাম আর লক্ষ্মণ নাকি মানুষ নয় ?

মেঘ। কি তবে ?

প্রমীলা। তাঁরা দু'ভাই নাকি স্বয়ং নারায়ণ, আর সীতা নাকি স্বয়ং পূর্ণলক্ষ্মী ?

মেঘ। বেশ ত! নারায়ণকে দেখ্‌তে আর বৈকুণ্ঠে যেতে হবে না ; আর পূর্ণলক্ষ্মী ত লঙ্কাতে বাঁধাই আছে, ভালই হ'ল।

প্রমীলা। না, তুমি রঙ্গ ক'রো না।

মেঘ। কি কর্‌তে বল তবে ?

প্রমীলা। চিত্রাঙ্গদা দেবীর মুখে আরও যা শুনেছি, তা শুন্‌লে প্রাণ কেঁপে ওঠে !

মেঘ। কি শুনেছ, প্রমীলা ?

প্রমীলা। তোমার সম্বন্ধেই ভয়ঙ্কর কথা সে।

মেঘ। রাম-লক্ষ্মণের হাতে আমি ম'রে যাব ?

প্রমীলা। তুমি ত ভারি দুষ্টু হয়েছ! ও কথা বুঝি মুখে আন্‌তে আছে ?

মেঘ। আচ্ছা, তুমি যখন বারণ কর্‌ছ, আর আন্‌ব না ; কিন্তু কথাটা ত এই-ই ?

প্রমীলা। তাই শুনেই ত আমি সখীদের সঙ্গে খেলা ফেলে ছুটে চ'লে এসেছি।

মেঘ। চিত্রাঙ্গদা যে উন্মাদিনী, তার কথা কি বিশ্বাস কর্‌তে আছে ? তুমি বড় বোকা ত !

প্রমীলা। তুমি আজ কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?

মেঘ। রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে যে জুটে যায়।

প্রমীলা। নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না।

মেঘ। আরও কবার যে করেছি ?

প্রমীলা। দয়া ক'রে হয় ত কিছু বলেন নি।

মেঘ। একটা উন্মাদিনীর কথায় তুমি রাম-লক্ষ্মণকে নারায়ণ ব'লে বিশ্বাস ক'রে ফেলেছ ?

প্রমীলা। তবে তুমি বল যে—রাম-লক্ষ্মণ নারায়ণ নয় ?

মেঘ। আমি ত জানি, তারা সামান্য নর, বনের বানরগণ হ'ল তাদের নিত্য সহচর।

সহসা দৈব আসিয়া গাহিল।

দৈব।—

গান।

সে যে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং নারায়ণ।
করতে ধ্বংস রাক্ষস-বংশ রঘুবংশাবতংস
অবতীর্ণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
তুই কি চিনিবি অন্ধ, সে চক্ষু তোর ত নাই,
অন্ধ হ'য়ে মন্দ ক'রে রামে মানুষ ভাবিস্ তাই,
বল্ কোন্ কালে রে সিন্ধুজলে শিলা ভাসে
রণ করে রে কপিগণ॥
মরণ যার কেশে ধ'রে আছে রে দাঁড়ায়ে,
জ্ঞান-বুদ্ধি সবই যে তার গেছে যমালয়ে,
নাভিশ্বাসে টান্ পাড়ে যে—
বল্ তার কি আশা থাকে তখন॥

[প্রস্থান।

মেঘ। [সহাস্যে] নারায়ণ—নারায়ণ—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—মজার কথা বটে !

প্রমীলা। তুমি হাস্‌ছ, কিন্তু আমার যে বুকের মধ্যে কি হচ্ছে, তা যে মুখে আন্‌তে পার্‌ছি না !

মেঘ। খুবই বীরাঙ্গনা কি না !

প্রমীলা। তা তুমি যাই বল—আমার কথা রাখ, আজ কিন্তু তুমি যুদ্ধে যেয়ো না।

মেঘ। [মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্লেষবাক্যে] কি কর্‌ব ? তোমার আঁচল-তলে লুকিয়ে থাক্‌ব ?

প্রমীলা। আজ্‌কার দিনটা বাদই দাও না ?

মেঘ। কাল্‌কার দিনে আর কোন ভয় থাক্‌বে না, বুঝি ?

প্রমীলা। সে কাল্‌কার কথা কাল বিবেচনা করা যাবে।

মেঘ। [গম্ভীরভাবে] তা' হ'লে আমার যুদ্ধে যাওয়া-না-যাওয়া সম্বন্ধে বিচার ক'রে স্থির কর্‌বে—তুমি ? পিতামাতার পরিবর্ত্তে তুমিই তা হ'লে আমার নিয়ামক হ'লে ? যাও—প্রমীলা, গৃহে যাও—আমার আর একটুও অপেক্ষা কর্‌বার সময় নেই !

প্রমীলা। না, তুমি আজ যুদ্ধে যেয়ো না। চল—এখন আমার সঙ্গে আমার প্রমোদ-উদ্যানে চল। কাল যজ্ঞে আহুতি দিয়ে যুদ্ধে যেয়ো।

মেঘ। অতিরিক্ত আদর আর অতিরিক্ত প্রেমচর্চ্চার ফলে যা দাঁড়ায়, তাই দাঁড়িয়েছে, প্রমীলা তোমার।

প্রমীলা। ওকি ! আজ অমন কঠিন ভাষায় কথা বল্‌ছ যে ?

মেঘ। কি কর্‌ব ? প্রেমের ভাষা এখন আস্‌ছে না। যাও, তুমি এখন যাও।

প্রমীলা। আমি যদি না যাই ?

মেঘ। থাক দাঁড়িয়ে তবে, আমি যাই। [যাইতে উদ্যত]

প্রমীলা। [সত্বর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া] কই, যাও দেখি ?

মেঘ। [ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া তীব্রস্বরে] প্রমীলা !

প্রমীলা। যত রাগই কর, তবু আমি যেতে দেবো না !

মেঘ। [পূর্ব্ববৎ]

প্রমীলা—বুদ্ধিহীনা তুমি !
নতুবা কি বীরাঙ্গনা হ'য়ে
বার বার বাধা দিতে
এস রণে মোরে ?
তুমি চেনো না আমায় ?
খরস্রোত নদ যবে
তীব্রবেগে বাহিরায় গিরিশৃঙ্গ হ'তে,
সম্মুখে পতিতা লতা
পারে কি সে কভু
তার গতি ফিরাইতে ?
ক্রুদ্ধ সিংহ যবে
আক্রমিতে কুরঙ্গের দলে
গিরিগুহা হ'তে বাহিরায় লম্ফে লম্ফে,
কার সাধ্য পারে
তার রোধিবারে গতি ;
তেমতি এ বীর মেঘনাদ
বীর-মদে মাতি,
বীর-তেজে তেজীয়ান্

মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সম
পোড়াইতে অরাতি-নিকর,
করিয়াছে বীর-যাত্রা আজি।
সাধ্য কি প্রমীলা তব,
পার তারে প্রেমাঞ্চলে
রাখিতে আবরি ;
যাই চলি নিজ নিকেতনে!
নহে ইহা দাম্পত্য-প্রণয় কাল,
নহে ইহা প্রমোদ-উদ্যান,
প্রেমালাপের নহে এ সময়!
ছিঃ ছিঃ, অধীরা প্রমীলা!
তব এই আচরণে
হইনু বিরক্ত বড় আজি।
রক্ষঃকুলে কোন্ বীরাঙ্গনা আছে,
যুদ্ধযাত্রা কালে হাসিতে হাসিতে
স্ব-করে পতিরে তার
রণ-সাজে না সাজায়ে কভু,
রণোৎসাহে না উৎসাহি তায়,
তব সম রোধে পথ
অশ্রু-বরিষণে ?
দানব-নন্দিনী তুমি,
রক্ষঃকুল-বধূ,
তোমারে কি সাজে হায়,
এ হেন হীনতা ?

প্রমীলা। [সম্মুখে কৃতাঞ্জলি লইয়া বসিয়া সজল চক্ষে গাহিল]

গান।

দিতে যে বিদায়, প্রাণ নাহি চায়,
প্রাণনাথ তোমায় আজি হে রণে।
কেন অশ্রুবারি নিবারিতে নারি,
কেন অনিবারই ঝরে দু'নয়নে।
কেন হৃদয়খানি ভেঙে যায় রে মোর,
সুখনিশি বুঝি হ'য়ে এল ভোর,
যেন মনে লয়, হে প্রাণময়,
পাব না তোমায় আর হৃদয়-আসনে॥
আমার মেটে নি যে তৃষা, মেটে নি যে আশা,
আমি পারি নি যে দিতে সব ভালবাসা,
বিধি সাধে বাদ, ভেঙ্গে গেল সাধ,
কেন হরিষে বিষাদ আজ ঘটিল জীবনে॥

মেঘ। [সজল চক্ষে সাদরে প্রমীলার হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। প্রমীলা আরও করুণোচ্ছ্বাসে গাহিল।]

প্রমীলা।— [গীতাবশেষ]

তুমি যে আমার সরবস ধন,
তুমি যে আমার জীবন মরণ,
যদি ছেড়ে যাও, প্রাণে ব'ধে যাও,
আমি রহিতে নারি তোমা বিহনে॥

মেঘ। [স্বগত]
সব বাঁধ ভেঙে গেল
প্রমীলার করুণ উচ্ছ্বাসে!
আশৈশব ব্রততীর ন্যায়

বাহুপাশে রাখিয়াছে বাঁধি মোরে ;
আজি দু'হাতে সরায়ে সেই বাহুপাশ,
নিতান্ত নিষ্ঠুর সম হইবে যাইতে।
কিন্তু কি করিব ?　নিরুপায় এবে,
হায় রে কর্ত্তব্য !
কি কঠোর তুই ?

[ধীরে ধীরে প্রমীলার বাহুবেষ্টন মুক্ত করিয়া সজল নেত্রে]

আসি তবে, প্রিয়তমে !

[প্রমীলার মুখ দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।

প্রমীলা। [কিছুক্ষণ নীরবে সজল চক্ষে মেঘনাদের অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিয়া পরে নিতান্ত আকুল হইয়া গাহিল]

গান।

ওই গেল—গেল রে আমার প্রাণের পাখী।
যদি ব'লে গেল, তবে রইল কেন প'ড়ে শাখী ॥
সদা আঁখিতে আঁখিতে রাখিতে রাখিতে
　　　　　　　　পাখী যে উড়ে গেল,
আমার আনন্দ-সাগরে কে যেন আসিয়া
　　　　　　　　আগুন জ্বালিয়ে দিল,
(প্রাণে গাঁথা ছিল) (আমার প্রাণময় সে প্রাণের পাখী)
(আমার সাথের সাথী, ব্যথার ব্যথী)
(আমরা দুটী ফুল এক বোঁটাতে ফোটা ছিলাম)
কেন একাকী বালিকা মোরে ফেলে গেল দিয়ে ফাঁকি ॥

[তৎক্ষণাৎ বাসন্তী নাম্নী সখী আসিয়া প্রমীলার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া চলিল ; প্রমীলা গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।]

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—পথ

বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও মারুতির প্রবেশ।

বিভী। হের বীর, শত শত হেম-হর্ম্ম,
দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী উৎস ;
অশ্ব অশ্বালয়ে, গজালয়ে গজবৃন্দ ;
স্যন্দন অগণ্য অগ্নিবর্ণ ;
অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে।—
হের রক্ষোরাজ-রাজগৃহ।
ভাতে সারি সারি কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ;
গগন পরশে গৃহ-চূড়া,
হেমকূটশৃঙ্গবলী যথা বিভাময়ী।
হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি-সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে
চক্ষু বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে
প্রভাতে যেমতি সৌরকর !

লক্ষ্মণ। অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?

বিভী। যা কহিলা সত্য শূরমণি !
এ হেন বিভব, আহা,
কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু
নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে,
জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা !
চল ত্বরা করি, রথিবর,
সাধ কাজ বধি' মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !

[অগ্রসর]

এই সেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার।

লক্ষ্মণ। একি ? রুদ্ধ দ্বার, মিত্র বিভীষণ !
কর স্থির, কি উপায়ে করিব প্রবেশ ?

মারুতি। পদাঘাতে ভাঙি দ্বার
মুক্ত করি প্রবেশের পথ।

বিভী। না, মারুতি,
হিতে বিপরীত হবে তাতে—
সতর্ক প্রহরী সদা ফেরে দ্বার-পথে।
আছে এক গুপ্ত-পথ,
কিন্তু নাহি পাই সন্ধান তাহার।
মায়া-বলে মায়াবী রাবণি,
করি দৃষ্টি-অগোচর রাখিয়াছে বুঝি।

তৎক্ষণাৎ উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রা। ভিতরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিস্ না বুঝি ? আমি জানি—আমি দেখিয়ে দেবো ; দেখিয়ে দেবার জন্যই যে ছুটে এসেছি আমি। আয়—আমার সাথে তোরা !

লক্ষ্মণ। কে এই রমণী, মিত্র ?

চিত্রা। আমি ? আমি চিত্রাঙ্গদা রাণী—বীরবাহুর মা। এতদিন আমার নাম শুনিস্ নি তোরা ?

বিভী। অভাগিনী পুত্রশোকে উন্মাদিনী এখন।

চিত্রা। হাঁ হাঁ, আমি সত্যই উন্মাদিনী ! যে আমায় উন্মাদ করেছে, তাকে উন্মাদিনী কর্‌বার জন্যই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি ! সে কে জানিস্ ? মন্দোদরী—মন্দোদরী—লঙ্কার পাটরাণী মন্দোদরী ! সেই ত রাজার কানে মন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে আমার বীরবাহুকে রণে পাঠিয়ে দিলে ! বাবা আমার যে গেল— সেই গেল—আর ফিরে এলো না ! আর আমার খালি বুক পূর্ণ হ'ল না—আর এসে মা ব'লে ডাক্‌লে না ! ওগো, আমার আর নেই গো—নেই ! [রোদন]

লক্ষ্মণ। কি করুণ দৃশ্য, বিভীষণ ! চল অন্যত্র যাই।

চিত্রা। কোথা যাবে, লক্ষ্মণ ? যেজন্য এসেছ, আগে সে কাজ শেষ ক'রে যাও—মন্দোদরীর কোল খালি ক'রে দিয়ে যাও, তবে ত যাবে ; তা না কর্‌লে কি তোমায় আমি ছেড়ে দোব ?

লক্ষ্মণ। আমি যে তোমাদের শত্রু ? আমাকে কি সত্যই পথ দেখিয়ে দেবে তুমি ?

চিত্রা। হাঁ দেবো—সত্যই দেবো ! কাঁটা দিয়েই যে কাঁটা তুল্‌তে হবে। আমার কোল শূন্য ক'রে দিয়েছে মন্দোদরী, আমি তার কোল শূন্য দেখ্‌ব না ?

লক্ষ্মণ। তাতে কি তোমার পুত্রশোকের জ্বালা দূর হ'বে, উন্মাদিনি?

চিত্রা। তা জানি না; কিন্তু কর্‌ব—কর্‌তে হবে! হিংসের আগুন আমার প্রাণে দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে; সে হিংসের আগুন নেবাতে মেঘনাদকে যমের ঘরে পাঠাব—স্বয়ং লঙ্কেশ্বরকেও পাঠাব। লঙ্কাটাকে একেবারে খালি ক'রে তবে আমার স্বস্তি! ওগো, তুমি বুঝ্‌বে না—রাক্ষসীর হিংসা! আজ মেঘনাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে কি করেছি জান? গুপ্তদ্বারের প্রহরীকে সিদ্ধির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছি; সে তখনই ঢ'লে পড়েছে! এই অর্গলের চাবি নিয়ে এসেছি—ওকি, দেবর, তুমি চম্‌কে উঠ্‌লে কেন? তোমার কাজের সুবিধা আমিই ক'রে রেখেছি। আজ তুমি আর আমি এক পথেরই যাত্রী, তোমার আমার আজ একই কাজ, তবে চম্‌কালে চল্‌বে কেন? তোমাকে যে দাঁড়িয়ে থেকে আজ ভাইয়ের ছেলেকে বধ করাতে হবে, সে কি আরও ভয়ঙ্কর হবে না? আমি পুত্রশোকের জ্বালায় আজ পাগল হ'য়ে লঙ্কার সর্ব্বনাশ কর্‌তে উঠে-প'ড়ে লেগেছি! তবু আমার একটা সান্ত্বনা আছে যে, আমি পুত্রশোকের জ্বালায় পাগল হ'য়েই এই সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছি! কিন্তু তুমি? তুমি কি? তোমার যে কোন সান্ত্বনাই নাই, দেবর! তোমার নাম কিন্তু জগতে অনেক দিন পর্য্যন্ত থেকে যাবে! হো-হো-হো—বড় মজা—বড় মজা!

বিভী। [স্বগত] বিভীষণ! উন্মাদিনীর কথায় বিচলিত হ'য়ো না। যে ব্রতে ব্রতী হয়েছ, সে ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তেই হবে—মেঘনাদকে আজ দাঁড়িয়ে থেকে বধ করাতে হবে! তখন যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলো না। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দেখাতে হবে—যেন করুণায় গ'লে যেয়ো না! তরণীর মৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখেছ, এইবার তরণী হ'তেও যে তোমার প্রিয়

ছিল, তাকে নাশ কর্‌বার জন্য তার কৃতান্তকে সঙ্গে ক'রে যখন নিয়ে এসেছ, তখন পেছুলে চল্‌বে না। নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে যজ্ঞাগারে বধ করার মন্ত্রণা তোমারই দেওয়া ; তবে আর ভাব্‌লে কি হবে ?

মারুতি। আর দেরি করায় ফল কি ? এই উন্মাদিনীই পথ দেখিয়ে দেবে বলেছে। যদি নিতান্তই পথ না পাই, তা' হ'লে শেষে পদাঘাতে দ্বার ভেঙে ফেলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করা যাবে।

চিত্রা। এই যে, আয়—আমার সাথে সাথে আয় ; আর দেরি কারিস্ নে—এখনই যজ্ঞে আহুতি দিয়ে ফেল্‌বে ! আমি আগে আগে যাই, তোরা পেছু পেছু চ'লে আয়। মন্দোদরি—মন্দোদরি ! এইবার সর্ব্বনাশি—তোর সর্ব্বনাশের পথ দেখিয়ে দিতে যাচ্ছি !

[আগে আগে বেগে প্রস্থান।

বিভী এস—এস—

[সকলের তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার।

সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উভয় পার্শ্বে শঙ্খ ঘণ্টা, কোশাকুশী, দীপ ধূপ ধূনা, যজ্ঞীয় সম্ভারাদি ও ফল পুষ্প নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ সজ্জিত। পট্টবস্ত্র পট্ট উত্তরীয় পরিহিত ললাটে রক্ত চন্দনের ফোঁটা ও ফুলমালাভূষিত মেঘনাদ আসনে সমাসীন।

মেঘ। হে বৈশ্বানর!
আজীবন পূজিনু তোমারে, দেব!
নাহি জানি অন্য দেব-দেবী-পূজা।
তোমা বিনা, হে পাবক,
নাহি কেহ উপাস্য আমার!
সাক্ষাৎ-জ্বলন্ত-মূর্ত্তি তুমি, হে কৃশানু!
তৃণরাশি-সম পাপতাপ যত
ভস্মি সদা, ত্রিসংসারে
জগৎ-পাবক তুমি, পূত হুতাশন!
[সহসা চমকিয়া]
এ কি—পুনঃ উঠিনু চমকি!
বার বার কেন আজি
হেরি সেই ভীষণ মূরতি?

শ—১০

কৃষ্ণকায়, রক্তাম্বর, রক্ত নেত্রদ্বয়,
বিকীর্ণ অঙ্গের জ্যোতিঃ অতি তীব্র,
করে দণ্ড অগ্নিময়, স্বয়ং কৃতান্ত
কেন পুনঃ পুনঃ আজি হ'য়ে উপনীত
বাধা দেয় পূজায় আমার ?
কই—কোথা হ'ল অন্তর্হিত ?
যাক্—দূর হোক্—পুনঃ পূজি ইষ্টদেবে !
হে বৈশ্বানর ! তুষ্ট
যদি দাসে তুমি,
তবে দেহ এই বর—
[চমকিয়া] একি জ্বালাতন !
পুনঃ সে কৃতান্ত পশি
করে মম বিঘ্ন উৎপাদন !
আচ্ছা, ক্ষণমাত্র তিষ্ঠ, রে কৃতান্ত !
পূজি' বৈশ্বানরে,
যজ্ঞানলে আহুতি প্রদানি'
লভি বর আগে,
তার পর, রে শমন,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোমা শমনের পুরে !
ওই পুনঃ অদৃশ্য হইল।
এইবার নেত্রদ্বয় মুদি,
বাহ্যজ্ঞান পরিহরি
ধ্যানে চিত্ত করি সমাধান !

[ধ্যানস্থ হইল]

ধীরে ধীরে কটীতে অসি, স্কন্ধে ধনু ও হস্তে শূল লইয়া লক্ষ্মণ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

অদূরে গুপ্ত-দ্বারদেশে বিভীষণ ও গবাক্ষ পার্শ্বে মারুতির অবস্থান।

লক্ষ্মণ। [স্বগত] ধ্যানমগ্ন মেঘনাদ।
কেমনে ভাঙিব ধ্যান ?
নাহি ইচ্ছি বাধা দিতে ইষ্টের অর্চ্চনে।
যদি তুষ্ট বৈশ্বানর
দেন্ বর রক্ষোবর মেঘনাদে,
তবে ত দুর্ব্বার হবে বধিতে সংগ্রামে।

মেঘ। [ধ্যানভঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে]
হে বিভাবসু !
শুভক্ষণে আজি পূজিলা তোমারে দাস,
তেঁই, প্রভু, তুমি পবিত্রিলা
লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে !
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি,
আইলা রক্ষকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ?
এ কি লীলা তব, প্রভাময় ? [প্রণাম]

লক্ষ্মণ। নহি বিভাবসু আমি,
দেখ নিরখিয়া, রাবণি !
লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে

আগমন হেথা মম ;
দেহ রণ মোরে অবিলম্বে।

মেঘ। [বিস্ময় সহকারে]
সত্য যদি তুমি রামানুজ,
কহ রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজ-পুরে আজি ?
রক্ষঃ শত শত, যক্ষপতি-ত্রাস বলে,
ভীম-অস্ত্রপাণি, রক্ষিছে নগর-দ্বার ;
শৃঙ্গধর সম এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ;
প্রাচীর উপরে ভ্রমিছে
অযুত যোধ চক্রাবলী-রূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি,
ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে,
বিমুখয়ে রণে একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ?
এ প্রপঞ্চে তবে কেন বঞ্চাইছ দাসে,
কহ তা দাসেরে, সর্ব্বভুক্ ?
কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?
নহে নিরাকার, দেব, সৌমিত্রি ;
এ মন্দিরে পশিবে সে ?
এখনও দেখ, রুদ্ধদ্বার !
বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা

বধিয়া রাঘবে আজি,
খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধীপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব
বিভীষণে রাজদ্রোহী।
ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে,
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম!
বিলম্বিলে আমি, ভগ্নোগ্তম রক্ষঃ-চমূ।
বিদাও আমারে!

লক্ষ্মণ। কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রার্বণি!
মাটী কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই;
দেব-বলে বলী, তবু অবহেলা, মূঢ়,
করিস্ সতত দেবকুলে!
এতদিনে মজিলি, দুর্ম্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি
আহ্বানি রে তোরে!

(অসি নিষ্কাসন)

মেঘ। সত্য যদি রামানুজ তুমি,
ভীমবাহু লক্ষ্মণ;
সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব,
বিরত কি কভু রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ?
আতিথেয় সেবা, তিষ্ঠি লহ, শূরশ্রেষ্ঠ,
প্রথমে এ ধামে—রক্ষোরিপু তুমি,

তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি।
নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল-প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে.
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—
কি আর কহিব ?

লক্ষ্মণ। আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ?
বধিব এখনি, অবোধ ! তেমতি তোরে।
জন্ম রক্ষঃকুলে তোর,
ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি !
কি হেতু পালিব তোর সঙ্গে ?
মারি অরি, পারি যে কৌশলে !

মেঘ। ক্ষত্রকুলগ্লানি,
শতধিক্ তোরে, লক্ষ্মণ ! নিলর্জ্জ তুই !
ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণ-পথ ঘৃণায়,
শুনিলে নাম তোর রথিবৃন্দ।
তস্কর যেমতি, পশিলি এ গৃহে তুই ;
তস্কর সদৃশ শাস্তিয়া
নিরস্ত তোরে করিব এখনি।
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু

আপন বিবরে, পামর ?

কে তোরে হেথা আনিল তুর্ম্মতি ?

[কোষা লইয়া লক্ষ্মণকে মেঘনাদের প্রহার ও লক্ষ্মণের পতন। লক্ষ্মণের ধনু-অস্ত্রাদি লইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দৈব প্রভাবে অকৃতকার্য্য হওন। সহসা দ্বারদেশে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বিভীষণকে দেখিয়া বিষাদে]

এতক্ষণে জানিনু

কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃ-পুরে !

হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ ?

নিকষা সতী তোমার জননী,

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ !

শূলী-শম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ !

ভ্রাতৃপুত্র বাসব-বিজয়ী !

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?

চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা,

গুরুজন তুমি—পিতৃতুল্য।

ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।

বিভী। বৃথা এ সাধনা, ধীমান্ !

রাঘবদাস আমি ;

কি প্রকারে তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব,

রক্ষিতে অনুরোধ ?

মেঘ। হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে,
রাঘবের দাস তুমি?
কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা,
তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী
যান গড়াগড়ি ধূলায়?
হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে, কে তুমি?
জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কেবা সে অধম রাম?
স্বচ্ছ-সরোবরে করে কেলি
রাজহংস, পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু! পঙ্কিল-সলিলে—
শৈবালদলের ধাম?
মৃগেন্দ্র-কেশরী কবে, হে বীরকেশরী,
সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে?
অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, এ লক্ষ্মণ;
নহিলে অস্ত্রহীন যোধে কি
সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথী-প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে,
শুনি না হাসিবে এ কথা!

ছাড়হ পথ ;
আসিব ফিরিয়া এখনি।
দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে,
স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের !
কি দেখি ডরিবে এ দাস
হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে
প্রগল্ভে পশিল দম্ভী ;
আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত,
পদার্পণ করে বনবাসী !
হে বিধাতঃ ! নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ?
প্রফুল্ল-কমলে কীটবাস ?
কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?

বিভী। নহি দোষী আমি, বৎস ;
বৃথা ভর্ৎস মোরে তুমি।
নিজ কর্ম্মদোষে, হায়,
মজাইলা এ কনক-লঙ্কা রাজা,

মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ;
এবে পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ;
প্রলয়ে যেমতি বসুধা,
ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে
রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি।
পরদোষে কে চাহে মজিতে ?

মেঘ [সরোষে] ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ !
বিখ্যাত জগতে তুমি ;—
কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতিত্ব, জাতি—
এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি ?
শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি পরজন,
গুণহীন স্বজন,
তথাপি নিগু'ণ স্বজন শ্রেয়ঃ,
পরঃ পরঃ সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর,
কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা,
হেন সহবাসে, হে পিতৃব্য,
বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি

লক্ষ্মণ । [চেতনা লাভে]

বৃথা আশা, রক্ষঃকুলাধম !

অতর্কিত কঠিন প্রহারে তব,

ক্ষণমাত্র হইনু মূর্চ্ছিত :

ভেবেছিলে মনে—

এইবার জয়িনু লক্ষ্মণে ।

হা নির্ব্বোধ !

সম্ভব কি হয় রে কখন

লোষ্ট্রাঘাতে চূর্ণ হবে হিমাদ্রির চূড়া ?

হের রে, বাচাল—

মৃত্যু কার সম্মুখে দাঁড়ায় ?

কেবা যায় মৃত্যুর মন্দিরে ?

[লক্ষ্মণের বার বার অস্ত্র চালনা ; মেঘনাদ কোশা দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিল ।]

বিভী । [স্বগত]

কোশা মাত্র সহায় রাবণি ;

কতক্ষণ আর—

লক্ষ্মণের রণে আজি রহিবে সুস্থির ?

অস্ত্রাগারে নাহি দিনু প্রবেশিতে বীরে ।

শূন্য হ'তে সুরগণ করিছে দর্শন—

আকাশ, বাতাস, গ্রহ, উপগ্রহ সব

লক্ষ চক্ষু মেলি একদৃষ্টে হেরিছে আমারে,

আর ভাবিছে অন্তরে—

"কি ভীষণ বিভীষণ আমি

ছিল পুত্রাধিক প্রিয়তম মেঘনাদ মোর,
তারে আজি বধিবারে—
আমিই এনেছি ডাকি কৃতান্ত লক্ষ্মণে !
প্রতিমা-সম্মুখে—
হেরি' যথা ছাগশিশু-বলি
আনন্দে উল্লাসধ্বনি করে গৃহপতি,
তেমতি আমিও আজি
মেঘনাদ-মৃত্যু হেরি—
উঠিব উল্লাসে মাতি নিকুম্ভিলা-গৃহে !
[উন্মাদ উচ্ছ্বাস সহ]
কিন্তু—কিন্তু এও পূজা মোর।
রামচন্দ্র ইষ্টদেব মম,
সেই ইষ্ট সম্মুখে আমার—
বৈধ বলি হবে সম্পাদন।
বৈধ বলি হত্যা নয়—হিংসা নয় ;
উদ্ধার—উদ্ধার তার পশুজন্ম হ'তে।
এও মোর রক্ষঃকুল, রাক্ষস-জনম
উদ্ধার—উদ্ধার শুধু উদ্ধার সাধন।
[উচ্চস্বরে] মেঘনাদ—মেঘনাদ !
উদ্ধার—উদ্ধার—তোর উদ্ধার এবার !
আয়, বৎস—বুকে একবার।

[দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইল]

মেঘ। দূর হও—ঘৃণ্য কুলাঙ্গার !

[সরিয়া দাঁড়াইল]

লক্ষ্মণ। [সবিস্ময়ে চাহিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়া স্বগত]
একি ! মিত্র বিভীষণ
সহসা এ ভাব কেন করে প্রদর্শন ?
নিজ-পুত্র তরণীর মৃত্যু হেরি—
তিলমাত্র বিচলিত না দেখিনু যারে,
তার আজি মেঘনাদ-তরে
এত স্নেহ কোথা হ'তে হ'ল উপস্থিত ?
শুনিয়াছি—
তরণী হইতে নাকি প্রিয় মেঘনাদ !
কিন্তু নাহি পারি প্রহারিতে মেঘনাদে,
হেরি এই স্নেহোচ্ছ্বাস বিভীষণ প্রাণে ?

মেঘ। [স্বগত]
এই অবকাশে গবাক্ষ লক্ষিয়া
আকাশের পথে শীঘ্র যাই অস্ত্রাগারে।
[গবাক্ষ পথে যাইতে উদ্যত]

মারুতি। [সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া]
কোথা যাবে—
কোন্ পথে পালাবে, দুর্ম্মতি ?
পথ রোধি আছি আমি দাঁড়াইয়া ;
সাধ্য থাকে—অতিক্রমি মোরে,
যাহ দেখি, কত বড় বীর তুমি !

মেঘ। শাখামাত্র-অস্ত্র পুঁজি যার,
সেই শাখামৃগ—মূর্খ হীনমতি—
সে-ও আজি স্পর্দ্ধা করে

ইন্দ্রজেতা ইন্দ্রজিৎ সনে ?
কুকুরে যজ্ঞীয় হবিঃ করিতে লেহন,
উপনীত আজি যজ্ঞাগারে ?
অত্যাশ্চর্য্য—অসম্ভব হেরিনু নয়নে !
কিন্তু কি কহিব ?
গৃহ-ছিদ্র দেখাইল গৃহভেদী বিভীষণ ;
নতুবা সশস্ত্র থাকিলে এ মেঘনাদ—
এতক্ষণ ওই রসনা হইতে
বাহিরিত কভু কি রে
হেন প্রলাপের ভাষা ?
তা' হ'লে—রে নির্ব্বুদ্ধি মারুতি !
ধানুকী লক্ষ্মণ-সহ
রণভূমি মৃত্যু-শয্যা হইত তোদের—
কাঁদিয়া মরিত রাম, লক্ষ্মণের শোকে ।

মারুতি । সাধ্য থাকে—কর আক্রমণ ?
পার যদি, আপন বিক্রমে ।
অতিক্রম কর মোরে । না ছাড়িব দ্বার ।

মেঘ । তবে তিষ্ঠ, রে মর্কট,
দেখ কত পরাক্রম ধরে
এই অস্ত্রহীন বাহুযুগ !
দ্বারের কণ্টক তোরে দূর করি আগে ।
[উভয় হস্তে মারুতির কণ্ঠ-নিষ্পীড়ন]

লক্ষ্মণ । [অতি ব্যস্ত হইয়া]
ওই বুঝি দুর্ব্বৃত্ত রাবণি

মারুতিরে করে আক্রমণ,
এখনি শরেতে করি নিবারণ।

[শরত্যাগ, মেঘনাদের হস্ত বিদ্ধ হইল]

মেঘ। [এক লম্ফে লক্ষ্মণের নিকটে আসিয়া কোষা লইয়া]
ভাল, ওরে ক্ষত্রকুলাঙ্গার!
এই কোষা হবে অস্ত্র আজি মোর!
কর রণ—কর রণ—
রণ-নীতি দেখুক জগৎ।

লক্ষ্মণ। দস্যুরে বধিতে
রণ-নীতির নাহি প্রয়োজন!
হিংস্র পশু অথবা ভুজঙ্গ
পড়িলে সম্মুখে কভু,
তখনি নাশিবে তারে,
এই রীতি আছে সংসারের মাঝে।
ত্রিলোকের অরি—
খলমতি রাক্ষস অধমে
পশুসম হত্যা করা নিতান্ত উচিত।

মেঘ। আয় তবে—
বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন।

[উভয়ের যুদ্ধ—লক্ষ্মণ অবিরত শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন,
মেঘনাদ কোষা ঘূর্ণন করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন।]

লক্ষ্মণ। বাখানি—বাখানি, বীর!
কিন্তু এইবার গেল কোষা তব।

[অস্ত্রাঘাত, কোষা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল]

মেঘ। [রণোন্মত্ত হইয়া]

চালাও—চালাও রণ—

নিবারণ অকারণ, মরণ নিকট—

[শঙ্খ ঘণ্টা থালা প্রভৃতি লইয়া লক্ষ্মণের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে করিতে বিভীষণের প্রতি]

দেখ—দেখ চেয়ে, 'হে রাঘবের দাস' !

কেমনে রাবণ-পুত্র করে আজি রণ ?

কেমনেতে রক্ষঃকীর্ত্তি রাখে রক্ষোবীর !

অথবা হে রাঘবের দাস !

যদি দেহে বিন্দুমাত্র

থাকে তব রাক্ষস-শোণিত,

যদি কভু রাবণ-অনুজ বলি'

পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ হয়,

তবে ঢাক চক্ষু—ঢাক চক্ষু—

হেন লজ্জাকর দৃশ্য দেখো না চাহিয়ে !

বিভী। [দৃঢ়ভাবে স্বগত]

দয়াময় রামচন্দ্র !

দয়া কর—কৃপা কর, প্রভু !

রক্ষা কর এ ঘোর সঙ্কটে মোর !

দৃঢ় কর বক্ষঃস্থল মোর,

শত বজ্র দিয়া

গড় প্রভু মর্ম্মস্থল মোর ;

না আসে সংশয় যেন তোমার উপর,

পারি যেন ভাবিতে হৃদয়ে—

নহে মৃত্যু—নহে মৃত্যু কুমারের,
চির-মুক্তি—চির-মুক্তি লক্ষ্মণের করে !

মেঘ। [যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া টলিয়া টলিয়া পড়িতেছিল, আর সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধির-ধারা নির্গত হইতেছিল]

একবার—একবার—
একখানি অস্ত্রভিক্ষা দেয় যদি কেহ,
শুধু বিনিময়ে তার—
দিতে পারি সর্ব্বস্ব তাহারে !

[সহসা বিভীষণের পদতলে পড়িয়া]

খুল্লতাত ! খুল্লতাত !
পদে ধরি—পদে ধরি তব,
মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হও—
লজ্জাকর—ঘৃণাকর এ উদ্যম তব ;
দাও মোরে একখানি অসি—
দিবে না কি—দিবে না কি ?
শেষ ভিক্ষা—শেষ ভিক্ষা এই !
একবার দেখ চাহি,
অস্ত্রহীন আমি—করে অরি
অস্ত্র-বরিষণ সর্ব্বাঙ্গে আমার !
ছুটিছে শোণিত-স্রোত,
হের, তাত, প্রতি-অঙ্গ হ'তে মোর।
পিতৃ-সহোদর তুমি,
এক-জাতি—এক-বংশধর,
জ্ঞাতি তুমি—নিতান্ত আত্মীয় তুমি,
দেহ ভিক্ষা একখানি অসি।

ধরি অসি পশি রণে,
কেমনে গৌরব রাখি দেখ চাহি, তাত !
একই রক্ত দু'জনার ধমনীতে
এখনও বহে সমভাবে।
হৃদয়ের একই স্পন্দন,
হয় নাকি দুঃখ মোরে হেরি ?
একবিন্দু অশ্রুরেখা—
দেয় না কি দেখা ওই নয়নের কোণে ?
ভেদিয়ে পাষাণ বক্ষঃ তব,
একটুও স্নেহ
হয় নাকি বিগলিত হেরিয়ে আমায় ?

বিভী। [উদ্দেশে স্বগত]
রক্ষা কর—রক্ষা কর, রাম !
আর বুঝি ধৈর্য্য নাহি রহে।

[বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন]

মেঘ। [পদতল ত্যাগ করিয়া উত্তেজিত ভাবে]
না—না—বৃথা অনুনয়ি তোমা !
নাহি থাকে পাষাণে কর্দ্দম !
পরদাস—পরপদলেহী যেবা,
কুলের মর্য্যাদা—
তার কাছে বংশের-গৌরব
তৃণ সম তুচ্ছ হয় সদা !
বিক্রীত-জীবনে
নাহি থাকে স্নেহ, মায়া, দয়া !

লক্ষ্মণ। মেঘনাদ!

আর কেন প্রলাপ-বর্ষণ?

কর্ম্মফল ভুঞ্জ আপনার!

মেঘ। আয়—আয়—ঘৃণ্য হেয় নরপশু!

যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ না র'ব বিরত রণে।

এই ভীম মুষ্ট্যাঘাত

সহ্য কর্, দেখি কত বল!

[মুষ্টি প্রহারে উদ্যত]

লক্ষ্মণ। [তৎক্ষণাৎ শর দ্বারা বাধা প্রদান করিয়া]

প্রতিহত মুষ্ট্যাঘাত তব।

মেঘ। চালাও—চালাও রণ—

[পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ চলিল]

লক্ষ্মণ। মেঘনাদ—আর রক্ষা নাই!

মেঘ। [সহসা পলায়ন করিতে চেষ্টা এবং যে পথে যাইতে লাগিল, সেই পথে লক্ষ্মণ উদ্যত ধনুর্ব্বাণ হস্তে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন।]

আর নাহি পারি—

বাহুদ্বয় শিথিল শকতি!

[উচ্চস্বরে]

কোথা লঙ্কেশ্বর পিতা!

অস্ত্র দাও—অস্ত্র—অস্ত্র দাও মোরে!

কে কোথায় আছ, ছুটে এস ত্বরা,

অস্ত্র দাও মোরে—একখানি অসি—

[একবার পড়িতেছিল একবার উঠিতেছিল, এইভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।]

বিভী। [বিচলিত ভাবে]
আর নাহি পারা যায়—
আর নাহি দেখা যায়,
আর নাহি সহ্য হয়,
হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
মর্ম্মস্থল ফেটে যায়—
রোধি চক্ষু দু'হাতে এবার !
[চক্ষু ঢাকিলেন]

লক্ষ্মণ। [শূল উত্তোলন করিয়া]
এইবার—এইবার শেষ।

[শূলে মেঘনাদের বক্ষ বিদ্ধকরণ—মেঘনাদের পতন ও শূন্যে জয়ধ্বনি]

মেঘ। [ভূপতিত হইয়া]
বীরকুলগ্লানি !
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ মহাদুঃখ রহিল রে মনে।
দেব পুরন্দর ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে শেষে ?
কি পাপে বিধাতা মোরে
দিলেন এ তাপ বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ?
এ বারতা যবে পাইবেন রক্ষোনাথ,

কে রক্ষিবে তোরে, নরাধম !
জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই,
পশিবে সে দেশে রাজ-রোষ—
বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে।
দাবাগ্নি সদৃশ তোরে
দগ্ধিবে কাননে সে রোষ,
কাননে যদ্যপি পশিস্ কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি !
তোরে, রাবণ রুষিলে !
কেবা এ কলঙ্ক তোর
ভুঞ্জিবে জগতে, ওরে রে কলঙ্কি ?

[যুক্তকরে মাতৃ-পিতৃ উদ্দেশে]

আজি এ অন্তিম কালে, পিতঃ !
নমি আমি পদে তব।
মাগো ! তব স্নেহগড়া মূর্ত্তি—
পড়ে মনে আজি এ আসন্ন কালে।
প্রিয়তমে প্রমীলাসুন্দরী,
চিরতরে লইনু বিদায়—
অসীম সে অভিমান তব—
আর আনন্দ-উল্লাস—
আজি তার সব শেষ—[মৃত্যু]

বিভী। [মেঘনাদের পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া]
সুপট্ট শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু! সদা,
কি বিরাগে এবে পড়িয়ে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ
হেরিলে তোমারে এ শয্যায়?
মন্দোদরী—রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলাসুন্দরী?
নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল,
চূড়ামণি তুমি সে কুলের?
উঠ, বৎস, খুল্লতাত আমি ডাকি তোমা,
কেন না শুনিছ, প্রাণাধিক?
উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার।
যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে।
হে কর্ব্বুর-কুলগর্ব্ব!
মধ্যাহ্নে কি কভু যান চলি অস্তাচলে
দেব-অংশুমালী—জগৎ-নয়নানন্দ?
তবে কেন তুমি এ বেশে, যশস্বি!
আজি পড়িয়ে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হ্রেষিছে ভৈরবে;
সাজে রক্ষঃ অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।

নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !

লক্ষ্মণ । সম্বর খেদ, রক্ষঃ-চূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ?
বিধির বিধানে বধিনু এ যোধে আমি,
হায়, কেন মোরে এনেছিলে
কলঙ্কের পশরা বহাতে ?
ধিক্ মোরে—শত ধিক্ মোরে !
অস্ত্রহীনে বধিলাম—
নিতান্ত ঘৃণিত হেয় কাপুরুষ আমি ।
এবে যাই চল—যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে ।

বিভী । লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেল অস্তাচলে ।

[বিভীষণ ও মারুতি সহ নতমুখে লক্ষ্মণের প্রস্থান ।
তৎক্ষণাৎ উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ।

চিত্রা । [করতালি দিতে দিতে] মরেছে—মরেছে ! কিন্তু—কিন্তু জ্বালা ত কম্‌ছে না—আগুন ত নিব্‌ছে না—আরও যেন জ্ব'লে উঠ্‌ল ! তবে কি হ'ল ? কি কর্‌লুম ? এত আয়োজনে প্রহরীকে বিষ দিয়ে হত্যা কর্‌লুম—যমকে ডেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলুম—কৈ, কিছুতেই ত কিছু হ'ল না ! ঐ যে লঙ্কার শেষ-প্রদীপ নিবে গেছে—আর নাই —আর নাই ! দেখি একবার—ঐ যে শালতরুর শাখা ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে ! দেখি—দেখি—চেয়ে দেখি ! [নিকটে গিয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া] এই যে, আমায় দেখে ঘৃণায় চক্ষু দুটী বুজে প'ড়ে রয়েছে, আর যেন নীরব ভাষায় আমায় বল্‌ছে—"যম ডেকে

এনেছিলে—রাক্ষসি! এখন খুসি হয়েছ ত, ডাকিনি? ওঃ—ওঃ—কি করলুম? কি সর্ব্বনাশ করলাম? কেন যম ডেকে এনে এমন সর্ব্বনাশ করলুম? মন্দোদরি! মন্দোদরি! আয় ছুটে আয়—দানবীর মত ধারাল ছুরি হাতে নিয়ে ছুটে আমার বুকে বসিয়ে দে! আমিই আজ তোর বুক ভেঙে তোর বুকের মাণিক চুরি করেছি! ওগো—জ্ব'লে গেল —চারিদিক থেকে লক্ লক্ শিখা তুলে কালানল আমায় ঘিরে ফেলেছে! আমি মা হ'য়ে পুত্রহত্যা করেছি—আমাকে কুম্ভীপাকের ভিতর টেনে নিয়ে যাচ্ছে! ঐ যে—ঐ যে মেঘনাদের ছিন্নমুণ্ড আমার দিকে কি ভীষণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! সর্ব্বাঙ্গে বিষ—সর্ব্বাঙ্গে বিষ! জ্ব'লে মলুম—জ্ব'লে মলুম!

[বেগে প্রস্থান।

[রক্ষিগণ আসিয়া মেঘনাদের মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করিল।

উদ্যান-পথ।

বীরাঙ্গনা বেশে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত প্রমীলা,
বাসন্তী ও অন্যান্য সঙ্গিনীর প্রবেশ।

প্রমীলা। [বাসন্তীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া]
ওই দেখ, আইল লো তিমির-যামিনী
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে
দংশিতে আমারে, বাসন্তি!
কোথায়, সখি, রক্ষঃকুল-পতি,

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।

বাসন্তী। কেমনে কহিব,
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনী !
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার, সখি ?
সুরাসুর-শরে অভেদ্য শরীর যাঁর,
কে তাঁরে আঁটিবে বিগ্রহে ?
এস, মোরা যাই কুঞ্জবনে।
সরস-কুসুম তুলি,
চিকণিয়া গাঁথি ফুলমালা।
দোলাইও হাসি প্রিয়-গলে সে দামে,
বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।

প্রমীলা। [পরিক্রমণ ও সূর্য্যমুখীর পানে চাহিয়া]
তোর লো যে দশা
এই ঘোর নিশাকালে, ভানুপ্রিয়ে,
আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি-পানে চাহি

বাঁচি আমি অহরহঃ,
অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি—
ঊষার প্রসাদে পাইবি যেমতি,
সতি তুই—প্রাণেশ্বরে !

[পুষ্পচয়ন করিয়া বাসন্তীর প্রতি]

এই তো তুলিনু ফুলরাশি ;
কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে ?
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, রণাঙ্গনে যাই মোরা সবে।

বাসন্তী। কেমনে পশিবে রণাঙ্গনে আজি তুমি ?
অলঙ্ঘ্য সাগরসম
রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি
ফিরিছে চৌদিকে অস্ত্রপাণি,
দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।

প্রমীলা। কি কহিলি, বাসন্তি ?
পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?

বাসন্তী। [হাস্যমুখে ব্যঙ্গভাবে]
বীরাঙ্গনা বটে !
নতুবা কি কুমারের যাত্রা-কালে
অত অশ্রু-শর বরিষণ ?
অঞ্চলের বর্ম্মতলে অত ক'রে
লুকায়ে রাখিতে সাধ—
রণোন্মত্ত পতিরে তখন ?

প্রমীলা। কি জানি কি হয়েছিল তখন স্বজনি !
কি যেন এক অমঙ্গল-বাণী
কোথা হ'তে পশি কানে—
করেছিল জ্ঞানহারা মোরে।
বিশেষতঃ উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদা রাণী,
শুনাইলা প্রাণেশের অকল্যাণ-বাণী !
তাই ভয়ে—বাসন্তী লো,
কেঁপেছিল মোর অন্তর তখন !

বাসন্তী। আর এখন ?
গেছে ত সে কাঁপুনি প্রাণের ?

প্রমীলা। কিছুমাত্র নাহি ডর আর !

বাসন্তী। তবু কিন্তু
চোখে চোখে রাখিতে প্রাণেশে,
তিলমাত্র বিচ্ছেদ পতির,
না সহিতে পারি এবে ;

বীরাঙ্গনা বেশে
চলিয়াছ পতির সকাশে !

প্রমীলা। মিথ্যাকথা—বাসন্তী লো তোর !
পতি-পাশে রহি,
আমিই করিব নাশ পতি-অরিগণে।
দেখাব কেমনে আজি
রাখে বীরাঙ্গনা তার
বীর-পতি ভীষণ সমরে।

বাসন্তী। হবে না আর অস্ত্র ল'য়ে করিতে সমর।
রূপের অনল জ্বালি'
যে ভাবে চলেছ ছুটি সমর-প্রাঙ্গণে,
সে অনলে পড়ি অরিকুল—
হবে পুড়ি ভস্মসাৎ দেখিতে দেখিতে ;
কটাক্ষে যে শর আছে যোজনা তোমার,
বড় বড় বীর তাহে হবে জরজর !

প্রমীলা। ভাবি ভয়, কি জানি কি হয় !
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন প্রাণনাথ,
কিছু আমি না পারি বুঝিতে।
পশিব সমরে বিকট কটক কাটি
জিনি ভুজবলে রঘুশ্রেষ্ঠ রামে,—
এ প্রতিজ্ঞা মম ;
নতুবা মরিব রণে, যা থাকে কপালে !
দানব কুল-সম্ভবা আমরা দানবী !—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,

অরাতি-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরিলো মধু,
গরল লোচন যুগলে আমরা,
নাহি কি লো বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পনখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে, নাগ পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে।
দলিব বিপক্ষ-দলে
মাতঙ্গিনী যথা দলে নলবন !
তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল, পড়ি অরি-মাঝে !

নেপথ্যে দৈব গাহিল।

দৈব।—

গান।

আর কি ফল বিফল সাজে।
ও সাজে আর সাজে না তোমায়
(শুধু) সাজা পাও ও সাজে।
সাধের তরী ভাস্‌ল বটে,
আর না ফিরে এল ঘাটে,
সে যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডুবে গেল,
ভরা গাঙের মাঝে ॥

খেলার ঘর তোর ভেঙে গেল,
সাধের পুতুল-খেলা তোর ফুরাইল,
কে তোর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিল,
(এবার) সাজ্‌না নূতন সাজে ॥

প্রমীলা। [সবিস্ময় ভয়ে] শোন—শোন—কি বলে ? কি বলে ?

তৎক্ষণাৎ উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রা। ঠিক বলেছে—সত্যিকথা বলেছে! আমি দেখে এসেছি, আকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ খ'সে পড়েছে! কে খসিয়েছে জানিস্? আমি—আমি—আমিই হিংসের আগুন জ্বে'লে যমের হাত ধ'রে ডেকে নিয়ে গুপ্তপথে সেই যজ্ঞাগারে নিয়ে গিয়েছিলাম। অস্ত্রশূন্য কুমারকে সেই কালান্তক যম লক্ষ্মণ এসে পাখীর ছানার মত তাকে বধ করেছে; কিন্তু তাতে বুকের জ্বালা ত আমার কমে নি! আরও বেড়েছে—আরও বেড়েছে—জ্বালায় ছট্‌ফট ক'রে মর্‌ছি! চল্—চল্—দেখ্‌বি যদি চল্; আর দেখ্‌তে পাবি না! সুখের কমল তুই—সোহাগ-জলে ভাস্‌ছিলি; দেখে সইতে পারি নি, তাই তোকে বিধবা সাজাবার তরে এই কাণ্ড করেছি; কিন্তু কোন ফলই হ'ল না আমার! এখন যদি কেউ আমাকে মেরে ফেল্‌ত, তা' হ'লে বুঝি বাঁচ্‌তাম! এই যে, তোর হাতে ওই যে চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে অসি আছে, দে—দে—আমার বুকে বসিয়ে বসিয়ে দে—বসিয়ে দে!

প্রমীলা। হা নাথ! [মূৰ্চ্ছা ও পতন]

চিত্রা। যাঃ, তুইও মূৰ্চ্ছা গেলি? অসিটে বসিয়ে দিয়ে গেলি না? যাই—দেখি, মন্দোদরীর কাছে, সে যদি পারে!

[বেগে প্রস্থান।

[সঙ্গিনীরা শুশ্রূষা করিতেছিল]

প্রমীলা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিতে উঠিতে] সত্যি কি চাঁদ আমার খ'সে পড়েছে? বল্—বল্, বাসন্তি, সত্যি ক'রে বল্—আমার সিঁথির সিঁদুর সত্যই কি মুছে গেছে? অস্ত্রহীন প্রাণেশকে নাকি লক্ষ্মণ এসে ব্যাধের মত মেরে ফেলেছে? এ কথা কি সত্যি? [জ্বলন্ত চক্ষু করিয়া] না— তবে আর কাঁদা হবে না। অশ্রু! আজ প্রমীলার চক্ষে দীপ্ত শিখার মত জ্ব'লে ওঠ্! আজ বীরাঙ্গনা প্রমীলা—দানব-নন্দিনী প্রমীলা তার পতি-হন্তার প্রতিশোধ নিতে উল্কার মত ছুটে যাবে! আজ দীপ্ত অসির ঝলকে পলকে শত্রুমুণ্ড কাতারে কাতারে সাজিয়ে দেবে! ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধ'রে আজ দানব-নন্দিনী প্রমীলা অট্টহাস্যে বিশ্ব চমকিত ক'রে দেবে! আজ লক্ষ্মণ কত বড় বীর, তাই দেখ্‌তে হবে!

চল, বীরাঙ্গনাগণ!
বীরদম্ভে কাঁপাও মেদিনী!
লক্ লক্ অসির ফলকে—
ঝলকে ঝলকে
স্ফুরুক দামিনী ছটা,
টং টং কোদণ্ড টঙ্কারে,
ঢং ঢং ঘণ্টার ধ্বনিতে
উঠুক প্রলয়-রোল
আকাশ ধ্বনিয়া!
ছাড় হুহুঙ্কার, হও দুর্নিবার
চুরমার কর অরিদলে!
ত্যজ শঙ্কা, মার ডঙ্কা,
চলিল প্রমীলা আজি যুঝিতে সমরে!
মাভৈঃ মাভৈঃ সবে বল উচ্চস্বরে!

গান।

প্রমীলা।— সাজ রে সমরে সব সহচরী
নর বানরে দেখুক দাপ।
বাজারে বাজারে, বিজয়-ভেরী
চপলা চমকি ধর লো চাপ॥

সঙ্গিনীগণ।— বাজুক বাজুক বিজয়-ভেরী
চপলা চমকি ধরুক চাপ।

প্রমীলা।— করে অসি লকলকি খরসান,
শরে শরে শরে ছাইবো বিমান,
গর্জ্জে ওঠ শূল দীপ্ত লেলিহান,

সঙ্গিনীগণ।— গাও রণ-রঙ্গ-রত রমণী-রাণী
প্রমীলার প্রবল প্রতাপ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ—সুর-সভা।

ইন্দ্র, বরুণ, যম, হুতাশন. পবন প্রভৃতি আসীন। অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

অপ্সরাগণ।—

গান।

আজি নূতন সুরে বাঁশী বেজেছে।
আজ অলকা আলোকে ভরা পুলকে প্রাণ মজেছে॥
নীরব পাখী নূতন সুরে ধরেছে আজ তান,
কানের পথে মনের সাথে পরশিছে প্রাণ,
আজ নবীন আকাশ, নবীন বাতাস নবীন সাজে সেজেছে॥

ফুট্‌ল কলি, ছুট্‌ল অলি নবীন সৌরভে,
আঁধার টুটে চাঁদ উঠেছে নবীন গৌরবে,
আজ সুধাপানে বিভোর প্রাণে সুরপুরী মেতেছে ॥

ইন্দ্র। বেশ, আজ সময়োচিত নৃত্যগীত হয়েছে, অপ্সরাগণ! যাও—এখন বিশ্রাম কর গে তোমরা।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

পবন। মেঘনাদের পতনে আজ যেন যথার্থই সুরপুরী আনন্দে মেতে উঠেছে।

বরুণ। তা আর উঠ্‌বে না? লঙ্কাপুরে অমন বীর ত আর ছিল না। মেঘনাদ না থাক্‌লে কি একা লঙ্কেশ্বর আমাদের অতটা পেষণ কর্‌তে পার্‌ত? কেবল পেষণ নয়, শোষণও ছিল যথোচিত!

হুতাশন। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে, মেঘনাদ মরেছে এমনই ভীষণ শত্রু ছিল ঐ মেঘনাদ!

যম। সত্য কথা বল্‌তে কি—নিজেই সাহস ক'রে যেতে পারি নি তার কাছে; কিঙ্করগণের দ্বারা তবে প্রাণটা নিয়ে আসা গেছে।

পবন। দেখ্‌বেন, কৃতান্ত, ঐ প্রাণটাই আবার প্রাণান্তকর না হ'য়ে বসে! বিশ্বাস নেই।

ইন্দ্র। যাক্‌, আর এখন ভয় করি না! বাকী থাক্‌ল তা' হ'লে একমাত্র লঙ্কেশ্বর এখন।

বরুণ। এবার কিন্তু দ্বিগুণ তেজে জ্ব'লে উঠ্‌বে দশানন! মেঘনাদের মত পুত্রের শোক বড় সহজ হবে না!

হুতাশন। যত তেজেই জ্ব'লে উঠুক না কেন, তবে বরুণ ভায়ার একটা ভরসা আছে যে, বেগতিক দেখ্‌লে অতল জলধির তলে গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে।

পবন। হুতাশনের ভারি অসুবিধে কিন্তু ; বেগতিক দেখ্‌লে যে, কোথায় গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌বেন, তার যোটিও নেই ! কেন না, যেখানেই লুকাবেন, সেখানেই আগুন জ্বলে উঠ্‌বে—তখনই শত্রুরা সন্ধান পেয়ে যাবে।

যম। ঠিক বলেছ, পবন ! ও ভয়টা তোমার একেবারেই নাই। কারণ এক স্পর্শ ভিন্ন ত আর তোমার কোন অস্তিত্বই বোঝ্‌বার সাধ্য নাই !

ইন্দ্র। যাক্, আজ আনন্দের দিনে আর ও সব আলোচনার প্রয়োজন নাই।

বরুণ। একটা কথা কিন্তু না ব'লে পার্‌ছি না। আচ্ছা, লঙ্কেশ্বর যে আমাদের সেদিন বন্দি-জীবন হ'তে চির-মুক্তি দিয়ে দিলে, এমন একটা অসম্ভব উদারতা সহসা রাবণের অন্তরে উদয় হ'ল কিরূপে, তাই ভেবে বড়ই বিস্মিত হয়েছি।

হুতাশন। বোধ হয় বুঝেছিল যে, আর তার এ যুদ্ধে উদ্ধারের আশা নাই ; তাই আগে থেকেই একটা মহত্ব দেখিয়ে গেল—অন্ততঃ যদি এ যশটাও অনেকে কীর্ত্তন করে।

পবন। আমার বোধ হয়, তা নয়, হুতাশন। আমার মনে হয়—মৃত্যুর আগে অনেকের এক-একটা বিপরীত বুদ্ধি এসে জোটে। রাবণের ও তাই ঘটেছিল হয় ত।

যম। কি জানি, রাজনীতির কোন একটা চাল্ কি না, তাই বা কে বল্‌তে পারে ?

ইন্দ্র। আমার মনে হয়, ও সব কারণ কিছুই নয় ! রাবণ হয় ত ভেবেছিল যে, ক্রমে ক্রমে যেরূপে সে সহায়শূন্য হ'য়ে পড়্‌ছে, তাতে যদি সহসা আমরা সুরগণ একত্র মিলিত হ'য়ে দাঁড়াই, তা' হ'লে আর তার

অপমানের সীমাও থাক্‌বে না। সেই ভয়েই চতুর লঙ্কেশ্বর বোধ হয়, পূর্ব্ব হ'তেই আমাদিগে মুক্তি দিয়ে দিলে, যদি আমরা তার এ উদারতা স্মরণ ক'রেও অন্ততঃ তার বিরুদ্ধে না চলি।

সহসা মায়ার প্রবেশ।

আসুন দেবি! মেঘনাদের নিধন-সংবাদে আজ সুরপুরে সকলেই আনন্দে মগ্ন। এ সময়ে আমাদের চির-হিতৈষিণী মায়াদেবীর আগমনে আরও আনন্দিত হ'লাম!

মায়া। না, সুরপতি—এখনও সুরগণের আনন্দের সময় আসে নি। লঙ্কাপুরে রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের এক নূতন বিপদ্ উপস্থিত হবার উপক্রম হয়েছে।

সকলে। [সাগ্রহে] কি? কি?

মায়া। মেঘনাদের মৃত্যুতে দানব-নন্দিনী প্রমীলা আজ রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি ধ'রে বীরাঙ্গনার দলে বেষ্টিতা হ'য়ে মহাঝটিকার ন্যায় তীব্রবেগে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে ছুটে যাচ্ছে। পতিশোকে উন্মাদিনী প্রমীলা আজ মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত কর্‌বে। প্রমীলা রমণী হ'লেও মেঘনাদের কাছে রণ-কৌশল শিক্ষা করেছে। বিশেষতঃ রামচন্দ্র কখনও রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ কিছুতেই কর্‌বেন না; তা' হ'লেই সেই নিরস্ত্র রাম-লক্ষ্মণকে বিধ্বস্ত কর্‌তে প্রতিহিংসাময়ী প্রমীলার পক্ষে কোনরূপে অসম্ভব হবে না।

পবন। কেন? রামচন্দ্র যে তাড়কাকে বধ করেছিলেন, তাড়কা ত রমণী ছিল।

মায়া। সে স্বতন্ত্র কথা। তাড়কা যদি ব্রহ্মহিংসা না করত, অথবা বিশ্বামিত্রের মত ঋষির উপদেশ যদি রামচন্দ্র না পেতেন, তা' হ'লে তিনি কখনই তাড়কা-সংহার কর্‌তে সম্মত হ'তেন না; কিন্তু এ প্রমীলা ত কোন ব্রহ্মহিংসা বা যজ্ঞনাশ ক'রে ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত করে নি।

প্রমীলা তার পতিহত্যার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধে যাত্রা করছে ; এ ক্ষেত্রে রামচন্দ্র কোনরূপেই অস্ত্রধারণ করবেন না।

ইন্দ্র। [চিন্তিত ও উদ্বিগ্নমনে] তা' হ'লে উপায়? এ সংবাদে যে সব আনন্দই আমাদের নিরানন্দে পরিণত হ'য়ে গেল, দেবি!

হুতা। [স্বগত] না—কোনরূপেই আর নিশ্চিন্ত হওয়া আমাদের ভাগ্যে লেখা নাই দেখ্‌ছি।

মায়া। শীঘ্র কোন প্রতীকারের উপায় করুন, সুরনাথ ; নতুবা মহা বিপদ্ উপস্থিত হবে কিন্তু।

ইন্দ্র। অন্য উপায় কিছু দেখ্‌ছি না ; একমাত্র দেবীই যদি কোন উপায় করেন, তা' হ'লে বোধ হয়, আর কোনও চিন্তা থাকে না।

মায়া। কি উপায় আমা দ্বারা হ'তে পারে বলুন, পুরন্দর—আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।

ইন্দ্র। একমাত্র উপায় আছে এই যে, প্রমীলা যখন বীরাঙ্গনা দল সহ রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন যদি দেবী নিজের দুর্ভেদ্য মায়া-জাল বিস্তার ক'রে গাঢ় অন্ধকারে রণক্ষেত্র ছেয়ে ফেল্‌তে পারেন, তা' হ'লে লক্ষ্য স্থান-লক্ষ্য না হওয়ায়, প্রমীলার অস্ত্রপ্রয়োগে বাধা হ'তে পারে।

বরুণ। প্রমীলা যদি কোন আগ্নেয় অস্ত্রে সে অন্ধকার দূর ক'রে ফেলে, তা' হ'লে?

ইন্দ্র। না—তা পারবে না। যদি কোন অস্ত্র দ্বারা এ অন্ধকারের সৃষ্টি হ'ত, তা' হ'লে আগ্নেয় অস্ত্রে সে অন্ধকার দূর করা যেতো বটে ; কিন্তু স্বয়ং মহাদেবীর মায়াশক্তি নষ্ট করে, এমন শক্তি সে প্রমীলার নেই। এইরূপ বাধা পেলেই প্রমীলা যুদ্ধের আশা ছেড়ে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। কেন না, পতিশোকে উন্মাদিনী প্রমীলা মৃত পতিকে দেখ্‌বার জন্ত নিতান্ত উতলা রয়েছে, সন্দেহ নাই!

মায়া। এ কথা ঠিক! সহসা একটা ঝোঁক্ মাথায় এসেছে, বাধা পেলে সে ঝোঁকও আর তার না থাক্‌তে পারে।

ইন্দ্র। আচ্ছা, তারও উপায় আমি কর্‌ছি, যে মুহূর্ত্তে মায়াদেবী রণক্ষেত্র গাঢ় অন্ধকারে আবৃত ক'রে ফেল্‌বেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমি চিন্তাদেবীকে প্রমীলার চিত্তমধ্যে পাঠিয়ে দেবো, যাতে পতি-শোকের চিন্তা জেগে উঠে প্রমীলাকে পতির মৃতদেহের কাছে তখনই নিয়ে যায়। দারুণ শোকের অনল জ্ব'লে উঠ্‌লে, তখন প্রতিহিংসার কথা পতিপ্রাণা বালিকা মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভুলে যাবে।

মায়া। এই উপায়ই ঠিক হয়েছে, সুরনাথ! কিন্তু এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার হ'লেও লক্ষ্মণের পক্ষে দ্বিতীয় বিপদ্ কিন্তু আরও ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াবে।

ইন্দ্র। সে আবার কি বিপদ্, দেবি?

মায়া। লঙ্কেশ্বর পুত্রের এই নিরস্ত্র ভাবে মৃত্যুর কথা শুনে নিশ্চয়ই দাবানলের মত জ্ব'লে উঠ্‌বে—বজ্রের মত গিয়ে লক্ষ্মণের উপর পড়্‌বে; সে বজ্রকে নিবারণ করা রামচন্দ্রের পক্ষে বড়ই কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে।

ইন্দ্র। আচ্ছা, তার জন্য অত চিন্তা কর্‌ছি না; যদি দেবী আজ প্রমীলাকে বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারেন, তা' হ'লে আমরা সমস্ত দিক্‌পাল মিলিত হ'য়ে রামচন্দ্রের সহায়রূপে লক্ষ্মণকে রক্ষা করব। আবার এ দম্ভোলী দম্ভোলি নিয়ে রণক্ষেত্রে দেখা দেবে! দিক্‌পালগণ, এখনই প্রস্তুত হও—যান্, দেবি! আর বিলম্ব কর্‌বেন না। আমি চিন্তাদেবীকে এখনই স্মরণ ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মায়া। শুভমস্তু! আমি চল্‌লাম।　　　　　　　　　[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এস দিক্‌পালগণ। অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে যুদ্ধযাত্রা করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কার পশ্চিম-দ্বার।

দ্বার সম্মুখে গদাহস্তে মারুতির পরিক্রমণ করিতেছিল।

প্রমীলা, বাসন্তী ও সঙ্গিনীগণের গাহিতে গাহিতে

প্রবেশ করিল।

গান।

পদ-দাপে কাঁপে মেদিনী।
　　অসি মুখে ঝক্-ঝকি খেলে দামিনী॥
এলায়ে পড়েছে মুক্তবেণী
যেন দোলে কাল-ভুজঙ্গিনা,
মঞ্জীর সনে শিঞ্জিনী ধ্বনি,
　　রণরঙ্গে ধায় কর্ব্বুর-কামিনী!
নয়নে নয়নে চমকে চপলা,
শরের ফলকে অনলের খেলা,
ঝন্‌ঝনি নাচুক অসির ফলা,
　　ঘুম হ'তে জাগুক যামিনী।

মারুতি। কে তোরা এ নিশাকালে
আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনু,
যার নাম শুনি, থরথরি
রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!

আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি-কেশরী.
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি, দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম মায়াবী।
কিন্তু মায়াবল আমি টুটি বাহুবলে,—
যথা পাই মারি অরি ভীম-প্রহরণে।

বাসন্তী। শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা,
তোর সীতানাথে, বর্ব্বর !
কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা
তোর সম জনে ইচ্ছায়।
শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ ল'য়ে পালা, বনবাসি ;
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—
প্রমীলা-সুন্দরী পত্নী তাঁর,
বাহুবলে প্রবেশিবে এবে লঙ্কাপুরে.
প্রতিশোধ লইতে যুবতী।
কোন্ যোধ-সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাহারে ?

মারুতি। [সবিস্ময়ে স্বগত]
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি,

উতরিনু যবে লঙ্কাপুরে,
ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খাণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে,
রক্ষঃ-কুল-বধূ—শশিকলা-সম রূপে
ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে
হায় শোকাকুলা—রঘুকুল-কমলেরে;
কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ,
যে মেঘের পাশে প্রেম-পাশে বাঁধা
ছিল হেন সৌদামিনী!
[প্রকাশ্যে]
বন্দীসম শিলাবন্ধে
বাঁধিয়া সিন্ধুরে, হে সুন্দরি!
প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর;
তোমরা অবলা, কহ, কি লাগিয়া
হেথা আইলা অকালে?

নির্ভয় হৃদয়ে কহ;
আমি রঘুদাস;
দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি,
কি হেতু আইলা হেথা?
কহ, জানাইব তব আবেদন,
দেখি, রাঘবের পদে।

প্রমীলা। মুখে কি কহিব বনবাসী তোরে?
আবেদন জানাইব শর-মুখে,
ছাড় দ্বার, নহে মর অস্ত্রাঘাতে।

[সকলে মারুতিকে তরবারি দ্বারা আক্রমণ—গদা লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মারুতির অপসরণ অন্যান্যের অনুসরণ।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা—রণক্ষেত্র।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। হায় আর্য্য!
হেন কাপুরুষ কার্য্য
এতদিনে করিনু সাধন?
কি কহিবে ক্ষত্রিয়-সমাজ?
কেমনে দেখাব মুখ ক্ষত্রিয়ের মাঝে?

অস্ত্রহীন নিঃসহায় বীরে—
বধিলাম ব্যাধ যথা বধে কুরঙ্গেরে !
একখানি অস্ত্রভিক্ষা তরে
কত যে করিলা বীর কাকুতি মিতারে.
মনে হ'লে হেন ঘৃণ্য রণ,
ইচ্ছি মরিবারে, আর্য্য, যেন এইক্ষণে ।
কিন্তু কি করিব ?
যজ্ঞাগারে অস্ত্রহীন ইন্দ্রজিতে,
না করি বিনাশ যদি আসি ফিরে চলি,
তা' হ'লে মা জানকী উদ্ধার
হয় না সাধন ত্বরা !
তাই এই কলঙ্ক-কালিমা
মাখিয়াছি স্বেচ্ছায় মুখেতে ।
যে কলঙ্ক মুছিবার
একমাত্র পরম সুযোগ,
দুষ্ট দশস্কন্ধ সহ করিয়া সমর—
পারি যদি জিনিবারে তারে ।

রাম কিন্তু জান না, লক্ষ্মণ,
কী ভীষণ আজি, রণে হইবে রাবণ ।
একে পুত্রশোক,
তাহে পুনঃ অন্যায় সমরে
করিয়াছ পুত্রনাশ তার,
শোকে ক্রোধে দশানন
প্রলয়ের বহ্নিসম উঠিবে জ্বলিয়া !

বিশেষতঃ তোমার উপরে
আজি তার নিতান্ত আক্রোশ ;
এ হেন ভীষণ রণে
কেমনে এ প্রাণ ধরি, ভাই,
দিব আজি প্রবেশিতে তোমা ?

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল শুনিয়া]

ওই শোন প্রলয়-কল্লোল,
আসে বুঝি লঙ্কেশ্বর প্রতিশোধ নিতে !

বেগে ব্যস্তভাবে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী। প্রভু! প্রভু! আশ্চর্য্য সংবাদ! পতিশোকে উন্মাদিনী দানব-নন্দিনী প্রমীলা রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে বীরাঙ্গনাগণ সহ, যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে ভীষণ রবে এইদিকে ছুটে আস্‌ছে! সতর্ক প্রহরী মারুতি কিছুতেই সেই দুর্ব্বার গতিকে বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছে না!

রাম। যাও, মিতা! মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে মারুতিকে নিষেধ কর গে যে, আমার আদেশ—বীরাঙ্গনাগণকে যেন কোনরূপে বাধা দিতে উদ্যত না হয়। আর আমার সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে এখনই প্রচার ক'রে দাও যে, সকলেই যেন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে যুদ্ধে নিরস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে ; কোনরূপে কেহ যেন রমণীর অসম্মান বা রমণীর অঙ্গে তৃণটী পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করে। সাবধান—এখনই ছুটে যাও

বিভী। [নিম্নস্বরে] যথা আজ্ঞা।

[বেগে প্রস্থান।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! সীতার উদ্ধার হওয়া বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়! নতুবা পদে পদে এত বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত হবে কেন? কি ভীষণ সময়

আজ উপস্থিত আমাদের বুঝ্‌তে পেরেছ, লক্ষ্মণ? অন্যায় যুদ্ধে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করার অব্যর্থ ফল—আজ ঐ পতিব্রতা প্রমীলার হস্তেই প্রাপ্ত হ'ব! এস—লক্ষ্মণ, অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ ক'রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াই।

[উভয়ের তথাকরণ।

অগ্রে প্রমীলা, পশ্চাতে গীতকণ্ঠে বীরাঙ্গনাগণের প্রবেশ।

বীরাঙ্গনাগণ।—

গান।

চলে রণে রণরঙ্গিণী প্রমীলা।
আজি, ভীষণ আহবে লক্ষ্মণ-রাঘবে নাশিবে কাটিবে—
ফুরাইবে তাদের ভবের লীলা॥
আজি, মত্ত মাতঙ্গিনী সমা বীরাঙ্গনা,
হইবে রণাঙ্গনে রণে নিমগনা,
প্রবল প্রচণ্ডা ভৈরবী চামুণ্ডা—
যেমতি চণ্ড-মুণ্ড রণে বিনাশিলা॥
ভীমা ভয়ঙ্করী হ'য়ে প্রলয়ঙ্করী,
হুঙ্কারে থরহরি কম্পে এ লঙ্কাপুরী,
উঠিবে জ্বলিয়া সমর ব্যাপিয়া
পোড়াবে রক্ষঃ-অরি (আজি) রক্ষঃ-কুলমহিলা॥

বাসন্তী। প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—
বাসন্তী আমার নাম:
দৈত্য-বালা প্রমীলা সুন্দরী, ইনি
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,—
তাঁর দাসী আমি।

রাম : আশীর্ব্বাদ করি সবে।
কি হেতু, সুন্দরি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে,
কি কাজে তুষিব তোমায় ভর্ত্রিণী শুভে ?
কহ শীঘ্র করি।

বাসন্তী : বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, রঘুনাথ ;
আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজবলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ ;
দেহ রণ তারে, বীরেন্দ্র।
রমণী শত মোরা ;
যাহে চাহ, যুঝিবে সে একাকিনী।
ধনুর্ব্বাণ ধর, ইচ্ছা যদি, নরবর ;
নহে চর্ম্ম, অসি, কিম্বা গদা,
মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথা রুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখীদলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগপালে

রাম। শুন সুকেশিনি!
বিবাদ না করি আমি
কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ;
তোমরা সকলে কুলবালা কুলবধূ ;

কোন্ অপরাধে বৈরি-ভাব
আচরিব তোমাদের সাথে ?

বাসন্তী। অবলা কুলের বালা, কুলবধূ,
নাহি ভুল তাহে, কিন্তু ভেবে দেখ, বীর,
যে বিদ্যুৎ-ছটা রমে আঁখি,
মরে নর তাহার পরশে।

রাম। জনম রামের, রামা,
রঘুরাজকুলে বীরেশ্বর ;
বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি ! তব ভর্ত্রী,
বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে, শতমুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলাসুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বনবাসী, ধনহীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে,
সাজে যা তোমারে—দিব আজি ?
সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি !

প্রমীলা। আশীর্ব্বাদ হেতু আসি নাই,
আসিয়াছি বিবাদের লাগি।
কোথা সেই লক্ষ্মণ ধানুকী—
পতিহন্তা মোর ?
তারে চাহি আমি—

বীরত্বের পুঁথি হ'তে
মুছে দিতে চিরতরে
বীর-পুঙ্গবের চৌর্য্যবৃত্তি-লেখা।

লক্ষ্মণ। সুন্দরি, সত্যই অপরাধী আমি—
আমি সেই বীর-কলঙ্ক লক্ষ্মণ।
দেহ শাস্তি সমুচিত।

প্রমীলা। হের বীর! ইচ্ছা হয় লহ অস্ত্র,
নিরস্ত্রে করি অস্ত্রাঘাত
হেন হীনা নহি আমি।
কিন্তু নিরস্ত্র বলিয়া তোমা
সে বিধি না মানিব—
নিরস্ত্র পতিরে মোরে বধিয়াছ
কাপুরুষ—হীন—নীচ—ঘৃণ্য—
ধর অস্ত্র—নহে মর—
একি—চারিদিক্ অন্ধকার
হ'য়ে আসে কেন।

[সহসা চারিদিক অন্ধকারাবৃত হইল]

লক্ষ্মণ। [সহসা সমস্ত দিক্ গাঢ় আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া] দেখ, আর্য্য, সহসা কি ভীষণ অন্ধকারে দশদিক্ আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল! যেন একখানা যবনিকা দিয়ে সমস্ত পৃথিবী ঢেকে ফেলে দিয়েছে! এ কি দৈত্যবালা প্রমীলার কোন মায়া-অস্ত্রের কৌশল?

রাম। এরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করা ত দৈত্য-বালার উদ্দেশ্য হ'তে পারে না, লক্ষ্মণ! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—সহসা এরূপ হবার কারণ কি!

প্রমীলা। একি গাঢ় অন্ধকার, বাসন্তি! শত্রু মিত্র যে কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না! বনচারী রামের শরজালে কি এরূপ আঁধারের সৃষ্টি হ'ল? তাই যদি হয়—তবে এখনই আমি অগ্নিবাণে সমস্ত আঁধার দূর ক'রে দিচ্ছি। [ধনুকে শর-যোজনা করিয়া আকর্ষণ করিতে গিয়া না পারিয়া] এ কি হ'ল, বাসন্তি! শর যে অচল হ'য়ে রইল? কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

বাসন্তী। বোধ হয়, দেবতাদের চক্রান্ত হবে। কাজ নাই, সখি, চল ফিরে যাই! স্বয়ং লঙ্কেশ্বর আছেন, তিনিই এ প্রতিহিংসা সাধন না ক'রে কিছুতেই ছাড়্‌বেন না।

প্রমীলা। বাসন্তি! বাসন্তি! হঠাৎ আমার প্রাণ কেমন ক'রে উঠ্‌ল! আমার প্রাণেশকে একলা ফেলে চ'লে এসেছি; প্রাণেশ যে আমার জন্য এখনও অপেক্ষা কর্‌ছেন, আমাকে যে ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে পারেন না! আমি যে তাঁর চির-সঙ্গিনী। চল্—চল্, বাসন্তি, সময় ব'য়ে যাচ্ছে। আমি যে আমার প্রাণেশের সঙ্গে এখনই যাত্রা করব। চল্—আমাকে তোরা সাজিয়ে দিবি চল্!

[সঙ্গিনীগণ সহ প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। [অন্ধকার তিরোহিত হইতে দেখিয়া] দেখ, আর্য্য, সে অন্ধকার কোথায় বিলীন হ'য়ে গেল।

রাম। কৈ, সে দৈত্যবালাকেও ত দেখা যাচ্ছে না? আমার বোধ হয়, স্বর্গপতি বাসবই আজ এ বিপদ্ থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। চল, লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করি গে। সকলেই আমাদের জন্য বিশেষ ব্যাকুল আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অশোক-কানন।

সীতা ও সরমা।

সীতা। কহ মোরে, বিধুমুখি,
কেন হাহাকারে এ দুর্দিন পুরবাসী ?
শুনিনু সভয়ে রণ-নাদ
সারাদিন কালি রণ-ভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূ-কম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে ;
দেখিনু আকাশে অগ্নিশিখাসম শর ;
দিবা-অবসানে জয়নাদে
রক্ষঃ-সৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে ;
কে জিনিল ? কে হারিল ?
কহ ত্বরা করি, সরমে !
আকুল মন হায় লো, না মানে প্রবোধ ;
না জানি, হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?
না পাই উত্তর, যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিত-লোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী
আইল কাটিতে মোরে

গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা !
আর চেড়ী রোধিল তাহারে ;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে !

সরমা। তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি,
হতজীব রণে ইন্দ্রজিৎ।
তেঁই লঙ্কা বিলাপে এ রূপে দিবানিশি।
এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী।
কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃকুল-নারীকুল আকুল বিষাদে ;
নিরানন্দ রক্ষোরথী।
তব পুণ্যবলে, পদ্মাক্ষি,
দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে !

সীতা। সুবচনী তুমি মম পক্ষে,
রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে।
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভক্ষণে হেন পুত্রে
সুমিত্রা শাশুড়ী ধরিলা সুগর্ভে, সই !
এত দিনে বুঝি কারাগার-দ্বার মম
খুলিলা বিধাতা কৃপায়।

একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে ।
দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে ?
কিন্তু শুন কান দিয়া ।
ক্রমশঃ বাড়িছে হাহাকার-ধ্বনি, সখি !

সরমা । কর্ব্বুরেন্দ্র সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেত-ক্রিয়া-হেতু সতি !
দৈত্যবালা প্রমীলাসুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি,
স্মরিলে সে কথা !—
প্রমীলাসুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী পতি-পরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি ।
হর-কোপানলে, হে দেবি,
কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে ল'য়ে ?

সীতা । কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি,
নিবাই লো সদা প্রবেশি যে গৃহে,
হায়, অমঙ্গলা-রূপী আমি !
পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
বনবাসী—সুলক্ষণে, দেবর সুমতি লক্ষ্মণ !

ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি, শ্বশুর !
অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজ-বলে,
রক্ষিতে দাসীর মান !
হ্যাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত,
কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানব-বালা
অতুলা এ ভবে সৌন্দর্য্যে !
বসন্তারম্ভে, হায় লো,
শুকাল হেন ফুল !

সরমা। দোষ তব, কহ কি, রূপসি ?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা
এ স্বর্ণ-ব্রততী, বঞ্চিয়া রসালরাজে ?
কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম
এ রাক্ষস-দেশে ?
নিজ কর্ম্ম-দোষে
মজে লঙ্কা-অধিপতি।
আর কি কহিবে দাসী ?
আসি, দেবি, এবে।

[প্রস্থান

বেত্রহস্তে চেড়ীগণের প্রবেশ।

চেড়ীগণ।—[সীতাকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে]

গান।

মার্ সপাসপ্ বেত্—মার্ বেত্—মার্
চাম্ড়া ফেটে রুধির ছুটে তীরের মত হ'ক্-না বার্॥
আয়—কেউ নখে ফেড়ে কল্জে ছিঁড়ে খাই,
আয়—কেউ মাথার ঘিলু চোঁ চোঁ ক'রে—
চুমুক্ মেরে সাবাড়্ ক'রে যাই,
(আরে হিলা হিলা হিলা—খিলা খিলা খিলা)
কেমন হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছে এমন খাদ্য
পাবি না'ক আর॥
ডাগর ডাগর চোখ্ দুটো আয় খুঁড়ে নি,
গোছা গোছা চুলের গোছা,
টান্ মেরে সব ছিঁড়ে দি,
(আরে হিলা হিলা হিলা—খিলা খিলা খিলা)
শেষে কচ মচিয়ে কড়্মড়িয়ে খেয়ে সবটা
পেট্টা ভরি সবার॥

[সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা হইলেন; চেড়ীগণ চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। দূরে ক্রোধোন্মত্ত রাবণ নিষ্কাসিত কৃপাণ হস্তে প্রবেশ করিল; পশ্চাতে থাকিয়া মন্দোদরী আলুথালু বেশে জড়াইয়া ধরিয়া রাবণকে বাধা দিতে দিতে আসিতেছিল।]

রাবণ। ছাড়—মন্দোদরি, বাধা নাহি দেহ;
আজি কাটিব ওই কুলক্ষণা সীতা!
যার তরে মজিল এ কনক-লঙ্কাপুরী,
আগে তারে নাশি—

তার পর নাশিব সেই রাঘবে লক্ষ্মণে '
নতুবা এ মেঘনাদ-শোকানল
কিছুতেই না হবে নির্ব্বাণ।

মন্দো। ছিঃ ছিঃ, মহারাজ !.
বীর তুমি—ত্রিলোক-বিজয়ী,
তোমার কি সাজে এই ক্ষুদ্র নারীবধ ?
কি কহিবে শুনিলে ত্রিলোক ?
ফিরে চল গৃহে, মহারাজ !
সাজি রণ-সাজে—
যাও ত্বরা—বধ সে লক্ষ্মণে আগে ;
যে আমার পুত্রহন্তা অরি.
অন্যায় সমরে অস্ত্রহীন পুত্রে মোর
বধিলা যে কাপুরুষ ভণ্ড জটাধারী,
তার মুণ্ড কাটি আনি—
দেখাও আমারে আজি।
কিম্বা জানকীরে দাও উপহার।
তবে যাবে পুত্রশোক—
তবে হবে প্রতিশোধ তার !

রাবণ। সত্যকথা কহিয়াছ, রাণি !
কিবা লাভ ক্ষুদ্র নারীবধে ?
কিন্তু বড় আশ্চর্য্য, মহিষি !
রাখিয়াছ মতিস্থির হেন পুত্রশোকে ?
পারি নাই আমি কিন্তু তাহা !
তাই আজি জ্ঞানশূন্য হ'য়ে

আসিয়াছি নাশিতে জানকী ।
আচ্ছা, চল ফিরি গৃহে
যাব আজি রণক্ষেত্রে—
কালান্তক যম সম ।
কিংবা যথা অরণ্যানী মাঝে
ব্যাধ-করে হত নিজ শাবকে নেহারি,
অতি ক্রুদ্ধ ভীষণ হর্য্যক্ষ
গর্জ্জি ভীম রবে—
ভীমবেগে আক্রমিতে যায় ব্যাধদলে !
অথবা যেমতি ভীম প্রভঞ্জন সহ,
প্রলয়-কল্লোলে প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলি
মহাসিন্ধু ধেয়ে যায় প্রলয়ের কালে,
তেমতি আজ শত্রুদলে দলিতে—চূর্ণিতে
যাবে এই বিংশবাহু ভীম দশানন ।

মন্দো । হাঁ, আজি তাই চাই —তাই চাই আমি !
যতক্ষণ লক্ষ্মণের ছিন্নশির
না লুটাতে দেখিব ধূলায়,
ততক্ষণ এই চক্ষে
না বহিবে পুত্রশোক-অশ্রুধারা কভু !
ততক্ষণ এই বক্ষে
পুত্র-শোক-চিতা-বহ্নি রাখিব লুকায়ে !
নহে মন্দোদরী শুধু অশ্রুপাতে
পুত্রশোক করিবে প্রকাশ ।
শুধু হাহাকারে মন্দোদরী রাণী

নাহি পূর্ণ করে অন্তঃপুর।
মন্দোদরী ময়-দৈত্য-সুতা,
তাহে পুনঃ রক্ষঃ-কুলপতি
ত্রিলোক-বিজেতা
মহাবীর রাবণ-মহিষী!
চাহে সে কেবল—
একমাত্র প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা আজ।
চল, মহারাজ! না সহে বিলম্ব!
ক্ষুধিতা হর্য্যক্ষা আমি—
দেহ আনি লক্ষ্মণ-রুধির!

রাবণ। যে উত্তেজনা দিলে ঢালি,
যে অনল জ্বেলে দিলে আজি,
সে উত্তেজনা ল'য়ে—
সে অনলে পোড়াব লক্ষ্মণে!
আসে যদি বৃত্রহন্তা বাসব দম্ভোলী,
তথাপি আজ
রক্ষা নাই—রক্ষা নাই তার!
চলিলাম জ্বালাময় ক্ষিপ্ত গ্রহ সম।
এস, মন্দোদরি
লক্ষ্মণের ছিন্নমুণ্ড দেখিবে নয়নে।

[রাবণ সহ মন্দোদরীর প্রস্থান করিলে চেড়ীগণ সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তম দৃশ্য।

লঙ্কা—সৈন্য-শিবির।

রক্ষঃসৈন্যগণ।

সৈন্যগণ।—

গান।

চল্ রে চল্ রে রণে ত্বরা।
ভৈরব-রব কর বম্ বম্ হর হর,
ছিন্ন ভিন্ন কর কিন্নর নর প্রখর ভাস্কর অমরা॥
চল রে রক্ষঃকুল বীর-অনীকিনী,
বীরপদ-ভরে আজি কাঁপুক মেদিনা,
বাজা রে রণভেরী, ত্রাসিবে রক্ষঃ অরি,
ভাসিবে রুধিরে আজি বসুন্ধরা॥

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী,
যার শরজালে কাতর দেবেন্দ্র
সহ দেবকুল রথী,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোক,—
হত সে বীরেশ আজি
অন্যায় সমরে, বীরবৃন্দ!
চোর বেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে

নিরস্ত্র সে যবে নিভৃতে।
প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে প্রবাসী,
আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহ-পাত্র তার যত—
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দয়িতা—
মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে.
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার!
বহুকালাবধি পালিয়াছি
পুত্রসম তোমা সবে আমি ;
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে,
কোন্ বংশখ্যাতি রক্ষোবংশ-খ্যাতি সম ?
কিন্তু দেব নরে পরাভবি.
কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিণু জগতে বৃথা!
নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি ;
তেঁই শুকাইল জলপূর্ণ আলবাল
অকাল নিদাঘে।
কিন্তু না বিলাপি আমি।
কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ?
অশ্রুবারিধারা, হায় রে,
দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া কঠিন ?
সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—

বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি
করিব এ পুরে এ জন্মে !
প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস !
তোমরা সমরে ; বিশ্বজয়ী ;
স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !
চল বীরদম্ভে সবে করি অরি জয়

সৈন্যগণ। এস বীরদম্ভে সবে করি অরি জয়।

[সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে রক্ষোবালকদ্বয়ের প্রবেশ।

উভয়ে :—

গান।

আমরা যাব—আমরা যাব—আমরা যাব রণে।
আজ ধনুক ধরি করব রণ জটাধারী রাম-লক্ষ্মণের সনে।
মোরা রাজার তরে যুদ্ধ করব,
রাজ্যের তরে প্রাণ দেবো,
মোরা হটবো নাকো, কাটব যত বনের বানরগণে ॥
মোরা ইন্দ্রজিতের শিষ্য,
মোরা লঙ্কেশ্বরের পোষ্য,
মোদের জয় অবশ্য দেখবে বিশ্ব বিস্মিত লোচনে ॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

লঙ্কা—রণ-ক্ষেত্র।

ব্যস্তভাবে রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও মারুতির প্রবেশ।

রাম। [বিভীষণের প্রতি]

শুভক্ষণে, সখে, পাইনু তোমায়

আমি এ রাক্ষসপুরে।

রাঘব-কুল-মঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !

কিনিলে রাঘব-কুলে

আজি নিজ গুণে,

গুণমণি !

গ্রহরাজ দিননাথ যথা,

মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে।

চল সবে, পূজি তাঁরে,

শুভঙ্করী যিনি শঙ্করী !

[সহসা দূরে শত্রু-কোলাহল শুনিয়া চমকিতভাবে]

হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ

এবে ঘোর ভূকম্পনে যেন !

ধূমপুঞ্জ উড়ি আবরিছে

দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;

উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,

কালাগ্নিসম্ভবা যেন !

শুন, কাণ দিয়া,

কল্লোল,

জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব !

বিভীষণ । [সত্রাসে] কি আর কহিব, দেব ?
কাঁপিছে এ পুরী রক্ষোবীরপদভরে,
নহে ভূকম্পনে !
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে
যা দেখিছ গগনে, বৈদেহীনাথ ;
স্বর্ণ বর্ম্ম-আভা অস্ত্রাদির তেজঃ সহ
মিশি উজলিছে দশদিশ !
রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণ-কুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষস-চমূ, মাতি বীরমদে ।
আকুল পুত্রেন্দ্র-শোকে,
সাজিছে সুরথী, লঙ্কেশ !
কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?

রাম। মিত্র বিভীষণ ! বৎস মারুতি ! আজ প্রাণপণে ল-প্রাণ-রক্ষার জন্য সকলে প্রস্তুত হও। মনে রেখো—আজ রাবণের লক্ষ্য একমাত্র লক্ষ্মণ কিন্তু !

বিভী। লঙ্কাপুরে আজ বাল-বৃদ্ধ-যুবা যে যেখানে ছিল, সকলেই রণসাজে সেজে লঙ্কেশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে আসছে। আজ ক্ষিপ্ত দশানন নিতান্ত দুর্ব্বার হ'য়ে উঠবে। আজ আমাদের বিশেষ ভাবে সতর্ক থেকে যুদ্ধ করতে হবে।

মারুতি। আজ ঠাকুর লক্ষ্মণের জন্য সকলেই প্রাণ দেবো।

রাম। যাও—মারুতি, তুমি সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে লঙ্কার দ্বার রক্ষা কর গে।

মারুতি। যে আজ্ঞা প্রভু! জয় রাম!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। পদে ধরি, আর্য্য—[পদধারণ] আজ আমাকে একেশ্বর লঙ্কেশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার একটা সুযোগ একবার দাও। আমি আজ সেই সুযোগে মেঘনাদ বধের কলঙ্ক ক্ষালন করি।

রাম। লক্ষ্মণ! তুমি নিতান্ত বালক, নতুবা বুঝ্‌তে পার্‌তে—আজ লঙ্কেশ্বর কি ভীষণ মূর্ত্তিতে ধেয়ে আস্‌ছে!

লক্ষ্মণ। আবার সেই স্নেহান্ধতা এসে উপস্থিত হয়েছে তোমার, আর্য্য? না—আমি শুন্‌ব না—আমি প্রাণের ভয়ে রমণীর মত অন্তরালে লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না! এতদিন সব কথা রক্ষা করেছি, কিন্তু আজ আমাকে অবাধ্য ব'লে ক্ষমা কর্‌তে হবে। আজ আমার জীবনের মহা গর্ব্বের দিন—মহা পরীক্ষার দিন! আমায় সে আশায় নিরাশ ক'রো না, দাদা! একবার ক্ষত্রিয় ব'লে প্রকাশ হবার সুযোগ দাও আমাকে—আর তোমার ভাই ব'লে পরিচয় দিতে দাও আমাকে!

ইন্দ্র, যম, হুতাশন, পবন, বরুণ প্রভৃতির প্রবেশ।

রাম। [সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে]

দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্ব-জন্মে আমি,
কি আর কহিব তার?
তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব
এ বিপত্তিকালে, বজ্রপাণি!

তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী!

ইন্দ্র। দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি,
নাশ বাহুবলে রাক্ষস অধর্ম্মাচারী!
নিজ কর্ম্মদোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি;
কে রক্ষিবে তারে?
লভিনু অমৃত যথা—মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর,
অর্পিবে তোমারে দেবকুল!
কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে।

রাম স্বরপতি স্বয়ংই যখন যুদ্ধার্থে উপস্থিত, তখন আর লক্ষ্মণের জন্য আমার কোন চিন্তা থাকল না! এস লক্ষ্মণ, এস মিত্র বিভীষণ, ? শিবিরে সৈন্য সমাবেশ করি।

[রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রস্থান

বেগে সৈন্যদল সহ জ্বলন্তমূর্ত্তিতে রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। কই, কোথা সেই তস্কর লক্ষ্মণ!
একবার দেখাও তাহারে।
অন্যায় সমরে বধি ইন্দ্রজিতে
দেখি কেমনে নিস্তার আজি
পায় মোর করে!

[ইন্দ্র প্রভৃতিকে দেখিয়া।]
একি, স্বয়ং সুরেন্দ্র বাসব !
আসিয়াছ দিক্‌পাল সহ
অকৃতজ্ঞ নির্লজ্জের দল ?
ভাল হ'ল তবে !
স্বর্গ মর্ত্ত একস্থানে একসঙ্গে আজি
করিব নিঃশেষ এই রণক্ষেত্র-মাঝে।
আয় দেখি একে একে ;
কিংবা একত্রে মিলিয়া,
আছ যত কাপুরুষ দেবতার দল !

বরুণ এস, লঙ্কেশ্বর !
রক্ষা নাই এবার তোমার !

রাবণ। নির্লজ্জ বরুণ !
সাধ পুনঃ বারি যোগাইতে ?
আচ্ছা, এস তবে।

[বরুণের সহিত যুদ্ধ ; বরুণের পলায়ন]

হুতাশন। [অগ্রসর হইয়া]
হের হুতাশন জ্বলে কালানল সম !

রাবণ। দিব কালানলে আজি
চির নির্ব্বাপিত করি।

[হুতাশনের সহ যুদ্ধ হুতাশনের পলায়ন।

যাও হুতাশন !
লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে
রন্ধন-অনল পুনঃ কর গে প্রদান।

পবন। এস লঙ্কেশ্বর !
কত শক্তি আছে তব,
কর রণ প্রভঞ্জন সনে।

[পবন সহ যুদ্ধ ও পবনের পলায়ন]

রাবণ। যাহ চলি, প্রভঞ্জন !
চামর ব্যজনে রত হও গে আবার !

যম। হের লঙ্কাপতি !
মৃত্যুপতি কাল, দণ্ড-করে
উপস্থিত সম্মুখ-সমরে !

রাবণ। কেও—কৃতান্ত ?
বুঝিলাম, নিতান্ত এবার
অশ্ব-তৃণ যোগাবার তরে
পুনঃ তব দৃঢ় আকিঞ্চন।

[যম সহ যুদ্ধ ও যমের পলায়ন।

এস দেখি বাসব এবার।
যদিও সহস্রচক্ষু তুমি,
কিন্তু তবু—কি আশ্চর্য্য !
একটুও চক্ষুলজ্জা নাহি দেখি তব।
ভাবিয়াছ ইন্দ্রজিৎ হয়েছে নিহত,
আর নাহি শঙ্কার কারণ ?
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি ?
নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা আজি।
হা নির্লজ্জ বুদ্ধিহীন !

জান না যে, ত্রিলোক-বিজেতা
ইন্দ্রজিৎ-পিতা সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম
লঙ্কেশ্বর এখনো জীবিত ?
কি বলিব, নাহি মৃত্যু অমরের ;
নতুবা দমেন শমন যথা
দমিতাম তোমা—
মুহূর্ত্তে, রে বজ্রধর !
বজ্র সম চূর্ণি তোমা,
পাঠাতাম এতক্ষণে কৃতান্ত-আলয়ে !

ইন্দ্র। বৃথা আস্ফালন আর
না শোভে তোমার !
লক্ষ লক্ষ পৌত্র পুত্র যার,
ছিল সবে সমরে দুর্ব্বার,
বলি, কোথা গেল, বলি ?
শাখা-পত্রহীন স্থাণুর সমান,
আছ মাত্র দাঁড়াইয়ে লঙ্কার শ্মশানে,
জান নাকি, মহাপাপি !
পাপ-বংশ এইরূপেই ধ্বংস হ'য়ে যায় !

রাবণ। এস রণে—বিতাড়িত করি তোমা আগে,
বধিব সে কপট লক্ষ্মণে।

[ইন্দ্র সহ যুদ্ধ ও ইন্দ্রের পলায়ন।

যাও পুরন্দর !
মালাকর রূপে পুনঃ যোগাইবে মালা।
এইবার কোথা সে লক্ষ্মণ ?

রামের প্রবেশ।

রাবণ। না চাহি তোমারে আজি,
হে বৈদেহী-নাথ !
এ ভবমণ্ডলে আর একদিন
তুমি জীব' নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব,
কপট-সমরী পামর ?
যাও ফিরি তুমি
আপন শিবিরে, হে রাঘব-শ্রেষ্ঠ !

[রাবণের বেগে প্রস্থান, রামচন্দ্রের তদনুসরণে গমন

রাবণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

রাবণ। রাজ্য-ভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, বর্ব্বর !
আইলি তুই এ কনক-পুরে ?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারারূপে,
তারে ছাড়ি কেন হেতা
রথীকুল-মাঝে তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ?
ছাড়িনু, যা চলি স্বদেশে।
বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ় ?
দেবর কে আছে আর তার ?

সুগ্রীব। পরম অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ ?
পরদারলোভে সবংশে মজিলি, দুষ্ট !

রক্ষঃকুল-কালি তুই, রক্ষঃ !
মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে।
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে।

[রাবণ সহ যুদ্ধ ও পলায়ন।

রাবণ। এবে কোথা সে লক্ষ্মণ !
আছে সে তস্কর, লুকাইয়া তস্করের প্রায়।
আজ নাহিক নিস্তার তার—
তারে চাহি আমি—তারে চাহি আমি—
কোথা সে লক্ষ্মণ—কোথা সে লক্ষ্মণ ?

তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। [গর্ব্বভরে] বিংশ নেত্রে চেয়ে দেখ,
সম্মুখে তোমার ধনুঃশর করে
দাঁড়াইয়া যম সম বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ—
এ অন্তিমে অন্তক তোমার।

রাবণ। এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ কপট-সমরী বীর !
রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, নরাধম ?
কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
পবন, বরুণ, যম, হুতাশন ?
রঘুকুলপতি ভ্রাতা তোর ?
কোথা সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাপতি ?
কে তোরে রক্ষিবে পামর, আজি ?
এ আসন্ন-কালে সুমিত্রা জননী তোর,
কলত্র ঊর্ম্মিলা, ভাব দোঁহে।
মাংস তোর মাংসাহারী জীবে দিব এবে ;

রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী।
কু-ক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর বেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষস-রত্ন—অমূল্য জগতে।

লক্ষ্মণ। ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি!
নাহি ডরি যমে আমি ;
কেন ডরাইব তোমায়, লঙ্কেশ ?
আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি!
আশু নিবারিবে শোক তব,
প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা,
যমোপম এই লক্ষ্মণ ধানুকী।

রাবণ। উচ্চকণ্ঠে ধানুকী বলিতে
লজ্জা নাহি পায় তব, নির্লজ্জ লক্ষ্মণ ?
চোর সম পশি যজ্ঞাগারে
অস্ত্রহীন অপ্রস্তুত বীর ইন্দ্রজিতে
করেছিস্ নিহত রে, ক্ষত্রকুলগ্লানি!
বলি, কোন মুখে লোকের সম্মুখে
ক্ষত্র ব'লে পরিচয় দিবি, কাপুরুষ ?
বিখ্যাত সে সূর্য্যবংশে তোর না জনম ?
রঘুকুল-জাত দশরথ-সুত বলি'
পরিচয় দিস্ না, বর্ব্বর!
হায়, যদি জানিতাম ঘুণাক্ষরেও আমি,
চোর সম পশেছিস্ যজ্ঞাগারে তুই,

তা' হ'লে কি, তস্কর লক্ষ্মণ !
প্রাণ ল'য়ে পারিতিস্ আসিতে ফিরিয়ে ?
সিংহ সম ফেরু তোরে
করিতাম তখনি বিনাশ।
বড় ভাগ্য তোর, রে লক্ষ্মণ,
তাই তুই এখনো জীবিত !
আজি তার প্রতিশোধ নিতে
আসিয়াছে যম তোর দেখ্ চক্ষু মেলি !

লক্ষ্মণ। মহাপাপী এ সংসারে
নাহি কেহ তব সম আর,
তাই পাপীকুল করিতে নির্ম্মূল,
আসিয়াছে লঙ্কাপুরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পাপ-বংশ বিধ্বংসিতে
রণ-নীতির কিবা প্রয়োজন ?
এস রণে, লঙ্কেশ্বর,
একেশ্বর তব সনে করিব সংগ্রাম !
বধি তোমা নিঃশেষিব মহাপাপীকুল।

রাবণ। আয় তবে, না সহে বিলম্ব,
ডাক্ সেই বিভীষণ—কুলাঙ্গারে,
গুপ্তপথে নিয়ে গেল যেবা—
রে তস্কর, যজ্ঞাগারে তোরে !
রক্ষা তোরে করুক্ আসিয়া।

লক্ষ্মণ। ছাড় এবে উন্মত্ত-প্রলাপ,
ধর অস্ত্র—কর রণ ত্বরা। [উভয়ের যুদ্ধ]

রাবণ। বাখানি বীরপণা তোর আমি,
সৌমিত্রি কেশরি।
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্, স্মরথি, তুই ;
কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

রাম ও বিভীষণের বেগে প্রবেশ।

রাম। [শশব্যস্তে] মিত্র বিভীষণ,
বড়ই ভীষণ রণ করে দশানন ;
বহুদূরে গেল চলি
দৃশ্য নাহি হয় আর !
একাকী লক্ষ্মণ—
নাহি পারি নিশ্চিন্তে তিষ্ঠিতে ;
চল বেগে ছুটে যাই লক্ষ্মণের পাশে !

[বিভীষণ সহ বেগে প্রস্থান।

রাবণ। [নেপথ্যে] সাবধান লক্ষ্মণ এবার,
এই তোর মৃত্যুশর হের শক্তিশেল।

শক্তিশেল হস্তে রাবণ লক্ষ্মণ সহ পুনঃ প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মণ। ওঃ কি ভীষণ—কি ভীষণ,শেল ওই,
জ্বলে ধক্ ধক্ কালানিল অস্ত্রমুখে !
[উচ্চৈঃস্বরে]
কোথা রাম—কোথা রাম—রক্ষা কর মোরে !

[রাবণের শক্তিশেল ত্যাগ ; লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পতিত হইলেন ; বক্ষে শক্তিশেল বিদ্ধ রহিল, রুধির-ধারা নির্গত হইতেছিল]

রাবণ। [সানন্দে উদ্দেশে]

কোথা, পুত্র মেঘনাদ ?

মেঘ-অন্তরাল ভেদি'

হের একবার—অন্তরীক্ষ হতে

পতিত সে তস্কর ধরায়।

যে তোমারে বধিয়াছে অন্যায় সমরে,

পূর্ণ প্রতিহিংসা তার করেছি সাধন।

এ ইবার লঙ্কাপুরে নিয়ে যাব দুর্ব্বৃত্ত তস্করে

দেখিবে সে রাণী মন্দোদরী,

স্বহস্তে কাটিয়ে শির

সত্তোরক্তে মন্দোদরী করিবে সিনান্।

[লক্ষ্মণকে তুলিতে চেষ্টা, কিন্তু তুলিতে অক্ষম হইয়া]

একি অসম্ভব ভার—

হিমাচল হ'তেও অচল এ দেহ !

যে বাহুর বলে

একদিন উত্তোলিনু কৈলাস ভূধরে,

সেই বাহু আজি

হইল অশক্ত এই লক্ষ্মণে তুলিতে !

দৈববাণী। শঙ্কর আদেশে ফিরি যাও লঙ্কাধামে,

রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ বিলম্বে ?

রাবণ। আচ্ছা—থাক্ পড়ি হেথা,

মরুক্ কাঁদিয়ে রাম ভাই ভাই বলি।

মনস্কাম পূর্ণ মোর,

যাই এবে লঙ্কাপুরে। [প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও রাম
উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন।

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
কোথা গেলি ছাড়ি মোরে?
[লক্ষ্মণের বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন]

তৎক্ষণাৎ বেগে মারুতির প্রবেশ।

বিভী। মারুতি! মারুতি! সর্ব্বনাশ হ'ল; বুঝি; প্রভুও মূর্চ্ছিত! [শুশ্রূষা করিতে লাগিল] মারুতি। এ যে দেখা যায় না—সহা যায় না! কোথায় যাব? কি কর্‌ব? কোন্ অনলে পুড়ে মর্‌ব? কোন্ সাগরে ঝাঁপ দেবো? বিভীষণ! বিভীষণ! উপায় কর—উপায় কর্।

সুগ্রীব। হায়, কি হ'ল—কি হ'ল—সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! কি হবে উপায়?

অঙ্গদ। হায় হায়! লক্ষ্মণ-ঠাকুরকে ছেড়ে আমরা কি ক'রে প্রাণ ধর্‌ব?

রাম। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া শোকোন্মত্তভাবে] মারুতি—মারুতি, আমার লক্ষ্মণ—আমার লক্ষ্মণ! [মারুতির হস্ত ধরিয়া] আমার লক্ষ্মণে বাঁচাও—আমার লক্ষ্মণকে বাঁচাও! [বিভীষণের হস্ত ধরিয়া] মিতা! মিতা! আমার লক্ষ্মণকে বাঁচাও—আর আমি কিছু চাই নে—অযোধ্যা চাই নে—সব যাক্—সব যাক্—কিন্তু আমার লক্ষ্মণকে এনে দাও! কে আছ বান্ধব কে আছ মিত্র—কে আছ দেবতা—যা চাও, তাই দেবো, একবার আমার লক্ষ্মণকে বাঁচিয়ে দাও!

বিভী। স্থির হও, প্রভু! তুমি ধৈর্য্য হারালে যে আর কোন উপায়ের চিন্তাই কর্‌তে পার্‌ব না।

রাম। রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর-দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ-করে, হে সুধন্বি !
জাগিতে সতত রক্ষিতে আমায় তুমি ;
আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরিমাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন ;
তবুও ভুলিয়া আমায়,
হে মহাবাহু ! লভিছ ভূতলে বিরাম ?
রাখিবে আজি কে, কহ আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি
বিরত পালিতে ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ?
তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির-ভাগ্যহীন আমি—
ত্যজিলা আমারে, প্রাণাধিক্ !
কহ শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে, স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি।
কেমনে ভুলিলে—হে ভাই,
কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি,
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে ?
হে রাঘবকুল-চূড়া !
তব কুলবধূ, রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ?

না শাস্তি সংগ্রামে হেন দুষ্টমতি চোরে,
উচিত কি তব এ শয়ন—
বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ?
উঠ, ভীমবাহু, রঘুকুল-জয়কেতু !
অসহায় আমি তোমা বিনা,
যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি !
গুণহীন ধনু যথা ;
বিলাপে বিষাদে অঙ্গদ ;
বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল।
উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !

বিভী। হে কমললোচন ! তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা ত জানি না। কি ব'লে এ শোকে তোমায় কী প্রবোধ দেবো ? যদি ও দিলে লক্ষ্মণের প্রাণ ফিরে পাওয়া যেত—তাই দিতাম—

রাম। ভাই, ক্লান্ত যদি তুমি
এ দুরন্ত রণে, ধনুর্দ্ধর !
চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী

কাঁদেন সরযূতীরে,
কেমনে দেখাব এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি,
তুমি না ফিরিলে সঙ্গে মোর ?
কি কহিব, সুধিবেন যবে মাতা,
'কোথা, রামভদ্র,
নয়নের মণি আমার, অনুজ তোর ?'
কি ব'লে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসীজনে ?
উঠ, বৎস !
আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে—
যার প্রেমবশে, রাজ্যভোগ ত্যজি
তুমি পশিলা কাননে ?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে
হেরিলে অশ্রুময় এ নয়ন ;
মুছিতে যতনে অশ্রুধারা ;
তিতি এবে নয়নের জলে আমি,
তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে প্রাণাধিক্ ?
হে লক্ষ্মণ ! এ আচার কভু
—সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !—
সাজে কি তোমারে, ভাই ?
চিরানন্দ তুমি আমার !
আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—

দিলা কি দেবতা এই ফল ?
হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য
সরস কুসুমে, নিদাঘার্ত্ত ;
প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু !
বিতর জীবনদায়িনী সুধা.
বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময় ! ভিখারী রাঘবে।
না—না মরে নাই লক্ষ্মণ আমার,
বধি মেঘনাদে—ক্লান্ত ভ্রাতা মোর
ঘুমায় নিশ্চিন্তে। না—না—জাগাব না,
করি ধীরে ধীরে ব্যজন তাহারে ;
ঘুমাও—ঘুমাও—ভাইটী আমার !

[উত্তরীয়ের দ্বারা লক্ষ্মণকে ব্যজন]

বিভী। হায়, হায়, প্রভু যে একেবারেই জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়্‌লে কি উপায় কর্‌ব ? কেমন ক'রে প্রকৃতিস্থ কর্‌ব ?

রাম। [সহসা উত্থিত হইয়া] ঐ যে—ঐ যে নিয়ে যাচ্ছে—সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত লুকিয়ে যম আমার লক্ষ্মণের প্রাণ হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে ! কে কোথায় আছ, ছুটে এস—ছুটে এস—যম আমার লক্ষ্মণের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ! কৈ ? কেউ এলো না ? কেউ আমার কথা শুন্‌লে না ? আজ হতভাগ্য রামের কথা কেউ গ্রাহ্য কর্‌লে না ? আচ্ছা—না করুক্‌, আমি নিজেই আছি ; হাতে ধনুর্ব্বাণ আছে—এখনই সন্ধান কর্‌ব। দেখি, যমের কত বড় শক্তি যে, লক্ষ্মণের

প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে! [ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া] আজ রক্ষা নাই—রক্ষা নাই—আজ লক্ষ্মণের জন্য ত্রিভুবন সংহার কর্‌ব! দাঁড়া—দাঁড়া, যম—আজ দেখাব যে, যমের উপর যম আছে কি না!

[বেগে যাইতে উদ্যত

বিভী। [তৎক্ষণাৎ গমনে বাধা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া] স্থির হও—স্থির হও, প্রভু!

রাম। স্থির হব? আমার লক্ষ্মণকে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে, আর আমি স্থির হ'ব?

বিভী। যমের সাধ্য কি যে, লক্ষ্মণের প্রাণ নিয়ে যেতে পারে?

রাম। তবে—তবে—যম নয়? তবে কি লক্ষ্মণ আজ নিজে ইচ্ছা ক'রেই চ'লে যাচ্ছে? আমাকে না নিয়ে ফাঁকি দিয়ে একাই—ভাই আমার, একা তরে আমায় ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে? না—না—তা দেবো না—একা যেতে দেবো না। দেখি কেমন ক'রে যায়? লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ! কৈ? সাড়া নাই! তবে ত নিশ্চয়ই চ'লে গেছে! তবে আর ত বিলম্ব করা হবে না! এখনই যাব—এখনই গিয়ে সঙ্গ নেবো। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! দাঁড়া, দাঁড়া—দাঁড়া—আমিও যাচ্ছি! [ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া নিজ বক্ষে [বিদ্ধ] করিতে উদ্যত।]

সহসা গীতকণ্ঠে মায়াদেবীর প্রবেশ।

মায়া।—[ধনুর্ব্বাণ সহ রামের হস্ত ধারণ করিয়া]

গান।

শান্ত হও—শান্ত হও রাম,
ক'রো না প্রাণ-বিসর্জ্জন।
মরে নি—মরে নি লক্ষ্মণ,
আছে শুধু হ'য়ে অচেতন॥

আজি অচৈতন্য হেরে অনুজে,
চৈতন্য হারাও সহজে,
স্বয়ং চৈতন্যময় তুমি যে,
কেন হও চৈতন্য বিস্মরণ ॥
ত্যজিতে হবে না জীবন,
পাইবে লক্ষ্মণের জীবন,
লক্ষ্মণ যে জীবনের জীবন,
রাম হে তব চির-জীবন ॥

রাম। কে তুমি? কে তুমি? এসে আমার ধনুঃশর ধ'রে আমাকে লক্ষ্মণের কাছে যেতে বাধা দিতে এলে? তুমি বুঝি প্রমীলার প্রেরিত হ'য়ে এসেছ? কিন্তু মিনতি করি, মিনতি করি রমণি—তুমি স'রে যা আমাকে আমার প্রাণের ভাইয়ের কাছে যেতে দাও। সে যে অনে

মায়া।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

নিদ্রাযোগে দেখে যেমন, কত নব নব স্বপন,
তোমার ও মিথ্যা স্বপন
ভেঙে কবে হবে সত্য জাগরণ ॥

রাম। [সবিস্ময়ে] মিথ্যা স্বপন! যাঁ! তবে কি এ মিথ্যা... লক্ষ্মণ তবে আমার বেঁচে আছে?

মায়া। এত আত্ম-বিস্মরণ আজ তুমি, রাম? একবার স্থির হ'য়ে ভেবে দেখ দেখি, রাম, কে তুমি?

রাম। কে আমি? কে আমি? তাই ত—কে আমি?

মায়া। ওঃ—আমারই ভুল হয়েছে, রাম! এ অবতারে যে তুমি সম্পূর্ণরূপেই আত্মবিস্মৃত থাকবে। এ কথাটা যে আমার মোটেই মনে ছিল

মা। যাক্, এখন আমার কথা শোন। আমি স্বয়ং মায়াদেবী, দেবাদেশে তুমি এখনই আমার সঙ্গে আমার মায়া-বনে সেই প্রেতলোকে শঙ্কর-প্রসাদে সশরীরে চল ; সেখানে গেলেই মহাত্মা দশরথ, লক্ষ্মণের যাতে চৈতন্য হয়, তার উপায় ব'লে দেবেন্। এই রাত্রি মধ্যেই লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদন হবে। কোন চিন্তা নাই।

রাম। দেবি! দেবি! এখন তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি। তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নেই। চল—এই মুহূর্ত্তে আমি তোমার সঙ্গে প্রেতলোকে গমন কর্‌ছি।

মায়া। লক্ষ্মণের দেহরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে এদের ব'লে যাও।

রাম। মিতা! সব শুন্‌লে ত? মারুতি, তুমিও সব শুন্‌লে ত? আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত লক্ষ্মণের দেহ অতি সাবধানে শিবির মধ্যে নিয়ে যাও; আমি মায়াদেবীর সঙ্গে যাত্রা কর্‌ছি। চল - চল, দেবি!

[অগ্রে মায়া পশ্চাৎ রামের প্রস্থান।

বিভী। এস, মারুতি! প্রভু-আজ্ঞা পালন করি। আর চিন্তা নাই—স্বয়ং মায়াদেবী এসে যখন আশ্বাস দিয়ে নিয়ে গেছেন, তখন লক্ষ্মণ শীঘ্রই চৈতন্যলাভ কর্‌বেন?

মারুতি। হাঁ ভগবন্! তাই যেন হয়। এস তবে।

[লক্ষ্মণের দেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সম্মুখে বৈতরণী নদী, তদুপরি সেতু।

রাম ও মায়া প্রবেশ করিলেন।

মায়া। অদূরে ভীষণ-পুরী, চির-নিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে
বৈতরণী নদী বজ্রনাদে ;
রহি রহি উথলিছে বেগে তরঙ্গ,
উথলে যথা তপ্তপাত্রে পয়ঃ,
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে !
নাহি শোভে দিনমণি এ আকাশদেশে,
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা ;
ঘন ঘনাবলী, উগরি পাবকরাশি,
ভ্রমে শূন্যপথে বাতগর্ভ,
গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি পিনাকী,
পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।

রাম। কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা-বেশ সেতু ধরিছে সতত ?
অগ্নিময় কভু, কভু ঘন-ধূমাবৃত,
সুন্দর কভু বা সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন !

ধাইছে সতত সে সেতুর পানে
প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি,—
হাহাকার নাদে কেহ, কেহ বা উল্লাসে !

মায়া। কামরূপী সেতু সীতানাথ ;
পাপীপক্ষে অগ্নিময় তেজে, ধূমাবৃত ;
কিন্তু যবে আসে পুণ্যপ্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা।
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে,
আসিছে সকলে প্রেতপুরে,
কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা, যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ;
পাপী যারা সাঁতারিয়া নদী পার হয়
দিবানিশি মহাক্লেশে ;
যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জ্বলে জ্বলে পাপ-প্রাণ-তপ্ত-তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ;
হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।

[উভয়ে অগ্রসর

জনৈক যমদূত সম্মুখবর্ত্তী হইল :

যমদূত। কে তুমি ? কি বলে, সশরীরে, হে সাহসি !
পশিলা এ দেশে আত্মময় ?

কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে।

মায়া। [যমদূতকে শিবদত্ত ত্রিশূল প্রদর্শন]

যমদূত। কি সাধ্য আমার, সাধ্বি,
রোধি আমি গতি তোমার?
আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ উল্লাসে,
আকাশ যথা ঊষার মিলনে।

[যমদূতের অপসরণ, মায়া শ্রীরাম অগ্রসর]

মায়া। এই পথ দিয়া যায় পাপী
দুঃখ-দেশে চির-দুঃখ ভোগে;—
[অঙ্গুলি নির্দ্দেশে]
ওই দেখ, অস্থিচর্ম্ম সার পাপী
কি কাতর আর্ত্তনাদ জ্বররোগে!
কভু শীতে কাঁপে
ক্ষীণ তনু থর থরি;
ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার।
সে রোগের পাশে বসে
বিশাল-উদর উদরপরতা—
অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি,
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলি
গিলিছে সুখাদ্য যেন

তার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে

ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি ;

নাচিছে গাহিছে কভু,

বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা

সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা !

রাম। এ সব ভীষণ দৃশ্য—

যাহা দেখি কাঁপে হিয়া দুঃখে,

হায়, বুঝিতে না পারি,

কেমনে সহিছে সবে !

আর দেখ, রঘুনাথ !

তার পাশে দুষ্ট কাম,

বিগলিত-দেহ শব যথা,

তবু পাপী রত গো সুরতে সুখে—

রমণীর মৃতদেহ লয়ে বক্ষে—

দহে হিয়া অহরহঃ কামানল তাপে ;

তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,

কাশি কাশি দিবানিশি ;

হাঁপায় হাঁপানি মহাপীড়া ঘন-ঘন !

বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি

মুখমলদ্বারে বহে লোহের লহরী

শুভ্রজলধারারূপে ;

তৃষ্ণারূপে রিপু আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ ;

অঙ্গগ্রহ নামে ভয়ঙ্কর যমচর

গ্রহিছে প্রবলে ক্ষীণ-অঙ্গ,

যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি
কামড়ায় তারে কৌতুকে।

রাম : দেবি, বড় ব্যথা পাই প্রাণে
পাপীর দুর্গতি হেরি—সহ্য নাহি যায় !
চল ভিন্ন পথে ;
সভয়ে শিহরে হৃদয় নিলয়।

মায়া : অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা—উগ্র কভু, কভু হীনবলা!
বিভূতিভূষিত কভু ভূষিত,
কভু বা উলঙ্গ—
সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা কালী !
কভু গায় গীত করতালি
দিয়া উন্মদা ; কভু কাঁদে,
কভু বা হাসিরাশি বিকট অধরে ;
কভু কাটে নিজ গলা তীক্ষ্ণ-অস্ত্রে,
গিলে বিষ, ডুবে জলাশয়ে, গলে দড়ী।
কভু, ঠিক্ ! হাব-ভাব আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা
আহ্বানে কামীরে কামাতুরা !
মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্নসহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে।
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী পবন-বিহনে !

রাম। হায় দেবি, হেন বিসদৃশ দৃশ্য সব
দেখা নাহি যায়—সহা নাহি যায়,
দিকে দিকে দেখি সব,
একি বিভীষিকা।
দেবি, দয়া করি,
ফিরাও আমায় ভিন্ন-পথে।
ও কে বসি অগ্নিবর্ণ-রথে
বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে.
নরমুণ্ডমালা দোলে গলে,
নরদেহ-রাশি দলি চক্রতলে
চলে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে
রথ মুখে তার বসিয়া সারথি
আরক্ত নয়ন যেন মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ।
মায়া। হত্যা নাম ধরে ওই রথী ;
সারথি তাহার ক্রোধ রিপু।
হত্যা সদা ভীম-খড়্গপাণি,
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধন সাধনে।
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু
দুলিছে নীরবে আত্মহত্যা,
লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি ভয়ঙ্কর !
এই যে দেখিছ বিকট শমন-দূত যত,
রঘুরথি ! নানাবেশে এ সকলে
ভ্রমে ভূমণ্ডলে অবিশ্রাম;
ঘোরবনে কিরাত যেমতি মৃগয়ার্থে।

পশ তুমি কৃতান্ত-নগরে, সীতাকান্ত !
দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবকুল আত্মদেশে ।
দক্ষিণ দুয়ার এই কুম্ভীপাক-আদি
চৌরাশী নরক-কুণ্ড আছে এই দেশে ।
চল ত্বরা করি ।

[উভয়ের অগ্রসর ।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—যমের দক্ষিণ-দ্বার ।

রৌরব-নরক ।

যমদূতগণের পাপী-পাপিনীগণকে প্রহার

পাপী-পাপিনীগণ—

গান ।

হায় হায় হায় যাব রে কোথায়—
যাব রে কোথায় ।
মহাপাপী মোরা সবে অতি নিরুপায়—
অতি নিরুপায় ।
পরিত্রাহি পরিত্রাহি অসহ্য প্রহার,
সহিতে পারি না আর, সব হ'ল চুরমার,
কেন পাপ করেছিলাম, কেন পাপে মজেছিলাম,
তখন বুঝিনি ত হায়—তখন বুঝিনি ত হায় ।

১ম পাপী। হায় রে, বিধাতঃ নির্দ্দয় !

স্রজিলি কি রে আমা

সবাকারে এই হেতু ?

হা দারুণ ! কেন না মরিনু পুড়ি

জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?

কোথা তুমি, দিনমণি ?

তুমি নিশাপতি সুধাংশু ?

আর কি কভু জুড়াইব আঁখি

হেরি তোমা দোঁহে, দেব ?

কোথা সুতদারা, আত্মবর্গ ?

কোথা, হায়, অর্থ— যার হেতু

বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—

করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?

। বৃথা কেন, মূঢ়মতি !

নিন্দিস্ বিধিরে তোরা ?

স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে !

পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?

সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !

মায়া। রৌরব এ হ্রদ নাম,

শুন, রঘুমণি ! অগ্নিময় ;

পরধন হরে যে দুর্ম্মতি, তার চিরবাস হেথা ;

বিচারী যদ্যপি অবিচারে রত ;

সেও পড়ে এই হ্রদে ;

আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।

না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে।
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল
এ ঘোর নরকে, রঘুবর ;
অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা জ্বলে নিত্য !
চল, রথি, চল দেখাইব কুম্ভীপাকে ;
তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে
ওই শুন, বলি, অদূরে ক্রন্দনধ্বনি।
মায়াবলে আমি রোধিয়াছি
নাসাপথ তোমার,
নহিলে নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা,
রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী
হাহাকার রবে চিরবন্দী !

রাম।　ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে !
মরিব এখনি পরদুঃখে,
আর যদি দেখি দুঃখ আমি এইরূপ।
হায়, মাতঃ ! এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম,
এই দশা যদি পরে ?
অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?

মায়া। নাহি বিষ, মহেষ্বাস,
এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধে যারে।
তবে যদি কেহ অবহেলে সে ঔষধে,
কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;
অভেদ্য-কবচে ধর্ম্ম আবরেণ তারে।—
ঐ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি.
রথি, বিরত তুমি, চল ভিন্ন পথে।
কে তুমি. শরীরি? কহ,
কি গুণে আইলা এ স্থলে?
দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে!
যে দিন হরিল পাপ-প্রাণ যমদূত,
সে দিন অবধি
রসনা-জনিত-ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি
অঙ্গ তব, হে রথি বরাঙ্গ,
এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে।

রাম। রঘুকুলোদ্ভব এ দাস, হে প্রেতকুল!
দশরথ-রথী পিতা,
পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;

রাম নাম ধরে দাস ;
হায়, বনবাসী ভাগ্যদোষে !
ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব পিতায়,
তেঁই গো আজি এ কৃতান্ত-পুরে :
মারীচের প্রেতাত্মার প্রবেশ।

মারীচ। জানি আমি তোমা, শূরেন্দ্র ;
তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটী বনে আমি।

রাম কি পাপে আইলা এ ভীষণ বনে,
রক্ষঃ, কহ তা আমারে ?

মারীচ। এ শাস্তির হেতু, হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি
সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম।

মায়া। এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি !
নানাকুণ্ডে করে বাস :
কভু কভু আসি ভ্রমে এ বিলাপ-বন,
বিলাপী নীরবে।
ওই দেখ, যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে।

কয়েকজন পাপিনীর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রবেশ।

১ম পাপিনী। [কেশদাম ছিন্ন করিয়া]
চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মন,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলি, উন্মদা যৌবন-মদে।

২য় পাপিনী। [নখাঘাতে বক্ষ ক্ষত বিক্ষত করিয়া]

হায়, হীরা-মুক্তা-ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে ;
কি ফল ফলিল পরে।

৩য় পাপিনী। [চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটনের চেষ্টা করিয়া]

—অঞ্জনে রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষু,
হানিতাম হাসি চৌদিকে কটাক্ষ-শর ;
সুদর্পণে হেরি বিভা তোর,
গণিতাম কুরঙ্গ-নয়নে।
রমার পুরস্কার এই কি রে শেষে ?
ওই যে নারীকুল,
দ্যুমণি ! দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে
সাজিত সতত তুষ্টা,
বসন্তে যেমতি বনস্থলী,
কামী-মন মজাতে বিভ্রমে কামাতুরা !
এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায় ?

পাপিনীগণ। এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায় !

মায়া। দেখ চেয়ে সম্মুখে,
হে রক্ষোরিপু, নরক-যন্ত্রণা !

[পাপী ও পাপিনীগণকে লৌহমুদ্গর লইয়া
যমদূতগণের তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

মায়া। জীবনে কামের দাস,
শুন, বাছা, ছিল পুরুষ ;
কামের দাসী রমণীমণ্ডলী :
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে
অবিরামে বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে,
হায়, অধর্ম্মের জলে, বর্জ্জি লজ্জা ;
দণ্ড এবে এই যম-পুরে।
ছলে যথা মরীচিকা
তৃষাতুর জনে, মরুভূমে ;
স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ;
সেই দশা ঘটে এ সঙ্গমে ;
মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা,
বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ !
ভোগে বহু পাপী মর-ভূমে নরকাগ্রে ;
বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে, বয়সে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ
কালানল-রূপে দহে দেহ,
মহাবাহু ! কহিনু তোমারে—
এ পাপি-দলের এই পুরস্কার শেষে !

রাম। কত যে অদ্ভুত কাণ্ড
দেখিনু এ পুরে, তোমার প্রসাদে,
মাতঃ! কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।
[সহাস্যে] অসীম এ পুরী, রাঘব,
কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
তাম্র-নগরে, শূর! আমা দোঁহে,
বু না হেরিব সর্ব্বভাগ।
র্ব্বদ্বারে সুখে পতিসহ করে বাস
পতিপরায়ণা সাধ্বীকুল ;
স্বর্গে, মর্ত্তে, অতুল এ পুরী সে ভাগে ;
সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন-মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত-সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাহিছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা,
আপনি বাজিছে মুরজ, মন্দিরা,
বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা ;
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত উৎসে
উথলিছে সদা চৌদিকে,
অমৃতফল ফলিছে কাননে ;

প্রদানেন পরমায় আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়
যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে,
কামধুকে যথা কামলতা,
মহেষ্বাস, সত্তঃফলবতী!
নাহি কাজ যাই, তথা;
উত্তর-দুয়ারে চল, বলি!
ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!

[...

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—রাঘব-শিবির-দ্বার।

বিভীষণ একাকী প্রহরী দিতেছিলেন।

বিভী। [স্বগত] গভীর রাত্রি! নিস্তব্ধ শিবির। শক্তিশেল-বিদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণের অচেতন্য দেহকে রক্ষা করবার জন্য মারুতি, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি সকলেই আজ নীরবে জাগ্রত। শোকের নীরব বিষাদ-মূর্ত্তি আজ শিবির মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। দুষ্ট মায়াবী রাক্ষস পাছে কোন মায়া বিস্তার ক'রে ঠাকুরের দেহ অপহরণ ক'রে নিয়ে যায়, তাই আমি নিজে এই শিবির-দ্বারে সতর্ক প্রহরী। [সহসা দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে] কে আসে ঐ রমণী মূর্ত্তি?

অদূরে তীক্ষ্ণছুরিকা হস্তে উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদা পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে আসিতেছিল।

বিভী। একি! রাণী চিত্রাঙ্গদা—তুমি? এই গভীর রাত্রে একাকিনী তুমি এখানে কেন?

চিত্রা। কে দেবর? কেন এসেছি, বুঝতে পার নি? এই এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে রেখেছি, রামের বক্ষে বিঁধিয়ে ণ মরেছে, এখন রামকেও নিঃশেষ করব, তাই এই গভীর টে এসেছি! দাও, পথ দাও—শিবির মধ্যে প্রবেশ

় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তুমিই না কুমার মেঘনাদকে বধ। লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে যাবার পথ দেখিয়ে সঙ্গে ক'রে তুমিই না সেই প্রহরীকে বিষপানে হত্যা ক'রে নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়েছিলে?

হাঁ, দিয়েছিলাম; কিন্তু যে অভিপ্রায়ে দিয়েছিলাম, সে অভিপ্রায় ত আমার পূর্ণ হ'ল না! বীরবাহুর শোক ত তাতে নিবল বরং মেঘনাদের শোক তার সঙ্গে মিশে আরও যেন জ্ব'লে উঠল! ই জ্বালা জুড়াবার জন্য আজ রামকে স্বহস্তে হত্যা করতে এসেছি রাম-লক্ষ্মণ নিঃশেষ হ'লে যদি জ্বালাটা আমার কমে। বুঝেছ, আমার উদ্দেশ্য এখন?

বিভী। হা, অভাগিনি! নিতান্তই উন্মাদিনী তুমি! দুঃখ হয়, তোমার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে।

চিত্রা। দুঃখ হয়? তবে দ্বার ছেড়ে দাও—আমি আমার কাজ সেরে দিয়ে আসি। মেঘনাদকে বধ করবার উপায় ক'রে দিয়ে মহা ভুল করেছি, এখন রামকে বধ ক'রতে হবে—সেই ভুল শোধরাতে। আর

পারছি নে—অনুতাপের আগুন জ্বলেছে—হৃৎপিণ্ডটা পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে ! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—তাই ছুটে এসেছি ; আর দেরি সইছে না। দাও—দ্বার ছেড়ে স'রে দাঁড়াও, দেবর !

বিভী। আমি তোমাকে দ্বার ছেড়ে দোব, এ আশা তুমি এখনও কর ?

চিত্রা। কেন করব না ? তুমিও ত রাক্ষস—তোমারও ত পুত্রকে হারিয়েছ—ওই রামের হাতে মরেছে ! নিশ্চয়ই আমার মত
তোমার প্রাণেও জেগে উঠেছে ! এখন চল, দেবর ! এক
রামকে হত্যা ক'রে আসি। তুমি যদি না পার, তবে আ
দেখিয়ে দিয়ো, আমিই স্বহস্তে তাকে সাবাড়্ ক'রে দোব।

বিভী। যাও—উন্মাদিনি, ফিরে যাও ! তুমি ভুলে
দিন আগেই বিভীষণ তার প্রাণ মন সমস্তই সেই প্রভু
সঁপে দিয়েছে।

চিত্রা। সে কি ? তুমি যে রাক্ষস ! তুমি যে রক্ষোপ
ভাই ! তোমাকে যে আমি দূর হ'তে মেঘনাদের মৃত্যু হ'লে তার বুকের উপরে প'ড়ে আর্ত্তনাদ করতে দেখেছিলাম। তবে তুমি ও কথা বলছ কেন ? বিশ্বাসঘাতকতায় তুমি যে আমাকেও হারিয়ে দিয়েছ ! তবে এখন আবার এ কি কথা ! এতদিন নিজের জাতির উপর—নিজের সহোদরের উপর বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়েছ, আজ আবার এই রামের উপর বিশ্বাসঘাতকতা দেখাবার পরম সুযোগ উপস্থিত। শিবিরের দ্বারে প্রহরী রয়েছ, এই ত উত্তম অবসর তোমার। বিশ্বাসঘাতকতা দেখাবার এমন সুযোগ—এমন অবসর আর কখনও মিলবে না, দেবর ! যথার্থ রাক্ষস ব'লে পরিচয় দেওয়ার এমন সুযোগ আর আসবে না, দেবর ! চল—চল—আর দেরি করতে নেই।

বিভী। চ'লে যাও, উন্মাদিনি! এখনই এখান থেকে। যদি মারুতি এসে উপস্থিত হয়, তা' হ'লে মহা বিপদ্ উপস্থিত হবে তোমার!

চিত্রা। বল কি? চ'লে যাব! তুমি আমার সাহায্য করবে না? তুমি তোমার এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে আজ? তা' হ'লে যে তোমার বিশ্বাসঘাতক নামে কলঙ্ক পড়বে! এমন সোনার লঙ্কাকে ছারখার করতে পেরেছে—রক্ষঃকুলকে সমূলে নির্ম্মূল করতে পেরেছ, আর আজ ার কে রামের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করতে ইতস্ততঃ করছ? চল, আমি সঙ্গে থাকব।

প্রলাপ ত্যাগ ক'রে এখনই এখান থেকে প্রস্থান কর।

কাথায় প্রস্থান করব—রামকে সাবাড় না ক'রে? দাও ছেড়ে দাও! [অগ্রসর হইল]

আর একপদও অগ্রসর হ'য়ো না বলছি।

কি—চোখ রাঙাচ্ছ? রক্ষঃকুলাঙ্গার! বিশ্বাসঘাতক! া তোকেই হত্যা করব।

[ভাষণকে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে সহসা রাবণ আসিয়া চিত্রাঙ্গদার উত্তোলিত হস্ত ধরিয়া ফেলিল।]

রাবণ। না—তুমি না, আমিই কাল রামকে বধ ক'রে ঐ ঘৃণ্য কুলাঙ্গারকে স্বহস্তে পশুর ন্যায় হত্যা করব। এ গুপ্তভাবে নয়—প্রকাশ্যে সকলের সমক্ষে। তুমি আজ গুপ্তহত্যা করলে রাবণকে সকলে কাপুরুষ বলবে। চ'লে এস, চিত্রাঙ্গদা!

[চিত্রাঙ্গদাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল; যাইবার সময়ে চিত্রাঙ্গদা জলন্ত চক্ষে বিভীষণের দিকে চাহিতেছিল!]

বিভী। [ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া] কি ঘৃণিত জীবন নিয়ে বেঁচে আছি আমি! আমার কার্য্য দেখে জগতে বোধ হয়, কেউ আমাকে

বিন্দুমাত্র বিশ্বাসের চক্ষে দেখে না। উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদাও আমাকে বারংবার বিশ্বাসঘাতক ব'লে টিট্‌কারী দিলে। যথার্থই ত আমি তাই? আমি ত মনে-প্রাণে এখনও দ্বিধাশূন্য হ'য়ে রামের উপর সমস্ত নির্ভর কর্‌তে পারি নি। অন্তর্য্যামী রাম ত আমার অন্তরের সব কথাই জান্‌তে পার্‌ছেন। কি কপট আমি! কি বিশ্বাসঘাতক আমি! কি ভীষণ আমি! বুদ্ধিদোষে বংশও ধ্বংস কর্‌লাম, অথচ রামচন্দ্রের উপরেও একনিষ্ঠ ভক্তি আন্‌তে পার্‌লাম না; কেবল কলঙ্ক কেনাই সার হ'ল। [ক... হায় প্রভু! তবে এ মহাপাপীর কি গতি হবে? কিন্তু ... পতিত-পাবন—নিজগুণে কি এই কপট রাক্ষসকে চর... না? যাই—একবার শিবির-মধ্যে গিয়ে ঠাকুরের অবস্থা দে...

তৃতীয় দৃশ্য।

যমের উত্তর-দ্বার—স্বর্গ।

রাম ও মায়া।

মায়া। এই সেই যমের উত্তর দ্বার, বীর!
সম্মুখ-সংগ্রামে পড়ি
চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত
অশেষ, হে মহাভাগ!
সম্ভোগ এ ভাগে সুখের।
কানন-পথে চল, ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে,

সঞ্জীবনী-পুরী যা সবার যশে পূর্ণ,
নিকুঞ্জ যেমতি সৌরভে পূরিত ;
এই পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রূপে দীপে,
অহরহঃ উজ্জ্বলে অতুল !

গীতকণ্ঠে সুরবালাগণের প্রবেশ।

বালাগণ।—

গান।

অমল ধবল হের হাসিরাশি মোরা।
হাসির তরঙ্গে, সুরঙ্গে সুভঙ্গে
ভাসি সদাসুখে, মুখে হাসি ভরা॥
অমিয় লাবণি জোছনার সনে,
ছড়িয়ে পড়েছি হের স্বরগ ভুবনে,
পুলকে দ্যুলোকে ভ্রমি মনোসুখে,
আপন সোহাগে আপনি বিভোরা।
মধুর গানে, মধুর তানে,
মধুধারা মোরা ঢালি যে কানে,
মধুর প্রেমে মধুর প্রাণে
মধুরে মধুরে মোরা মন-প্রাণহরা।

[প্রস্থান

মায়া। সত্যযুগ-রণে
সম্মুখ-সমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ, এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্র-চূড়ামণি !
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট,
দেখ নিশুম্ভে ;

কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথা।
দেবতেজোদ্ভবা চণ্ডী
ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গম দমী ;
ত্রিপুরারি-অরি শূর স্বরথী ত্রিপুরে ;
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃ-প্রেম-নীরে পুনঃ !

রাম। কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি, কুম্ভকর্ণ,
অতিকায়, নরান্তক—রণে নরান্তক—
ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃশূরে ?

মায়া। অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি !
নগর-বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যতদিন প্রেতক্রিয়া
না সাধে বান্ধবে যতনে ;—
বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর,
আসিছে এদিগে সুবীর ;
অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি, তব সঙ্গে ;
মিষ্টালাপ কর রঙ্গে তুমি।

[অন্তর্দ্ধান।

বালীর প্রেতাত্মার প্রবেশ।

বালী। কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি ?
অন্যায় সময়ে সংহারিলে মোরে
তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ;
এ কৃতান্ত-পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা.
জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানব-জীবন-স্রোতঃ
পৃথিবী-মণ্ডলে, পঙ্কিল.
বিমল র'য়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি .
হে সুরথি ! কহ কৃপা করি;
সমসুখী এ দেশে কি তোমরা সকলে ?
বালী। জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তব আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?
ওই আসেন জটায়ু রথী—
পিতৃ সখা তব।
পরম পীরিতি রথী
পাইবেন হেরি তোমায়
জীবন দান দিলা
মহামতি ধর্ম্মে কর্ম্মে—

সতীনারী রাখিতে বিষাদে,
অসীম গৌরব তেঁই।
আসি আমি এবে।

জটায়ুর প্রেতাত্মার প্রবেশ।

জটায়ু। জুড়ালে নয়ন আজি,
নরকুলমণি মিত্র-পুত্র! ধন্য তুমি!
ধরিলা তোমারে শুভক্ষণে গর্ভে,
শুভ, তোমার জননী!
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব!
দেবকুলপ্রিয় তুমি,
তেঁই সে আইলে সশরীরে এ নগরে।
কহ, বৎস! শুনি রণ-বার্ত্তা!
পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি রাবণ?

রাম ও পদ-প্রসাদে, তাত!
তুমুল সংগ্রামে বিনাশিনু বহু রক্ষে;
রক্ষঃকুলপতি রাবণ
একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব
লক্ষ্মণ সুমতি অনুজ;
আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি।
কহ, কৃপা করি, কহ দাসে
কোথা পিতা, সখা তব, রথি?

জটায়ু। ওই পশ্চিম দুয়ারে বিরাজেন
রাজ-ঋষি রাজ-ঋষি-দলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
দেখাইব পথ তোমা। চল, রিপুদমি !
বসেন এদেশে অগণ্য রাজর্ষিগণ
ইক্ষাকু, মান্ধাতা, নহুষ, দিলীপ
বংশের নিদান তব
বহু পূর্ব্বপুরুষমণ্ডলী—
সবে বিখ্যাত জগতে।
ওই যে দেখিছ স্বর্ণগিরি
তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণী-তটে
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু ;
যাও, মহাবাহু, রঘুকুল-অলঙ্কার,
তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।
এই পথে হও অগ্রসর।

রাম। [প্রণামান্তে জটায়ুর প্রতি]
পিতৃসখা! মাগে দাস বিদায় চরণে।

জটায়ু। বৎস, করি আশীর্ব্বাদ,
মনোরথ পূর্ণ হোক্ তব।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রেতলোক-পশ্চিম ভাগ—অক্ষয়-বটতলা।

উজ্জ্বলমূর্ত্তিতে দশরথের প্রেতাত্মা আসীন।

দশ। বসি স্বর্গপুরে,
এখনও চিন্তা করি শ্রীরামের মুখ।
স্নেহ, মায়া, আকর্ষণ—
ত্রিদিবেও রহে বর্ত্তমান।
আজি রণক্ষেত্রে—
শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত।
লক্ষ্মণের করিতে চেতন,
জানিতে ঔষধি তার, আমার সকাশে
মায়া সনে আসতেছে শ্রীরাম হেথায়।
হেরিব সে চন্দ্রানন আজি,
বহুদিন দেখি নাই সে মুখ নয়নে।
আমারি কারণে—
রাজ্য ত্যজি বনবাসী রাম।
পিতৃ-সত্য করিতে পালন,
কত দুঃখ, কত ক্লেশ পায় রাম মোর
হারাইলা জনক-নন্দিনী সীতা,
পুনঃ আজি মুমূর্ষু লক্ষ্মণ ;
ওই—ওই বুঝি আসে পুত্র মোর।

মায়া সহ রামচন্দ্র প্রবেশ-পথে উপস্থিত ;
দৈব আবাহন-গীত গাহিল।

দৈব।—

গান।

স্বাগত হে রামচন্দ্র রঘুকুলতিলক ভুলোক-ভূষণকারী।
দশরথ-সুত, সর্ব্বগুণযুত, ভুবন-বিদিত হে রাঘব রাবণারি ॥
হে পুণ্যময়, তব পুণ্যময় পরশে,
ধন্য ধন্য সুরবাসী পূর্ণ মনের হরষে,
তব গুণগরিমা, তব যশোমহিমা,
গাহিছে সুতানে নিখিল বিমানচারী ॥
পিতৃ-দরশনে আসি দিলে আজি দরশন,
কে পারে সুরপুরে করিতে হে সশরীরে আগমন,
তুমিই ধন্য, ত্রিলোকমান্য, হে সসাগরা-ধরা-পালন-পাপহারী ॥

[প্রস্থান।

আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এতদিনে, প্রাণাধিক,
দেবের প্রসাদে জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয় ?
পাইনু কি আজি তোরে,
হারাধন মোর ?
হায় রে, কত যে সহিনু বিহনে তোর,
কহিব কেমনে, রামভদ্র ?
লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু সহসা।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়-জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস,

মম কর্ম্মদোষে লিখিলা আয়াস,
মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই !
তেঁই সে ঘটিল এ ঘটনা ;
তেঁই হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবন-কানন-শোভা আশালতা মম
মত্ত-মাতঙ্গিনী-রূপে ।

রাম । অকূল-সাগরে ভাসে দাস, তাত, এবে ;
কে তারে রক্ষিবে এ বিপদে ?
এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে,
তব ও চরণে অবিদিত নহে,
কেন আইল এ দেশে এ কিঙ্কর ।
অকালেতে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি !—
না পাইলে তারে, আর না ফিরিব
যথা শোভে দিনমণি, চন্দ্র, তারা ।
আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে ।
না পারি ধরিতে প্রাণ তাহার বিরহে !

দশ । জানি আমি কি কারণে
তুমি আইলা এ পুরে, পুত্র !
সদা আমি পূজি ধর্ম্মরাজে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,

তোমার মঙ্গল-হেতু।
পাইবে লক্ষ্মণে তুমি,
অলক্ষণ ভাবিও না মনে, সুলক্ষণ !
প্রাণ তার এখনও দেহে বদ্ধ,
ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা
সুগন্ধমাদন গিরি,
তার শৃঙ্গদেশে ফলে মহৌষধ,
বৎস, বিশল্যকরণী হেমলতা ;
নি তাহা বাঁচাও অনুজে।
পনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
লা এ উপায় কহি।
নুচর তব—আশুগতি-পুত্রহ,
াশুগতি-গতি প্রের তারে ;
হূর্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জন সম।
নাশিবে সমরে তুমি
বিষম সংগ্রামে রাবণে এবার ;
সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি তব শরে ;

রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে ;—
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব।
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ,
বহুক্লেশ সহি,

পূরিবে ভারত-ভূমি, যশস্বি সুযশে !
মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে ।

রাম । পিতঃ ! কি ফল বিলাপে বৃথা
স্মরি পূর্ব্ব কথা যত ?
ব্যথার উপরে ব্যথা পাই চিতে ।

দশ । অর্দ্ধগত নিশা মাত্র এবে ভূমণ্ডলে ।
দেববলে বলী তুমি,
যাও শীঘ্র ফিরি লঙ্কাধামে ;
প্রের ত্বরা বীর হনুমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনি সে ঔষধ,
দিতে পারে লক্ষ্মণ-শরীরে ।
নহে বৃথা হবে সব,
শব সম লক্ষ্মণের না হবে রক্ষণ !

রাম । দেহ পদধূলি, পিতা ।

[রামচন্দ্রের পিতৃ-পদধূলি লইতে হস্ত প্রসারণ].

দশ । থাম বৎস, নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ,
এবে যা দেখিছ কায়া,
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র !
কেমনে ছুঁইবে এ ছায়া, শরীরী তুমি ?
দর্পণে যেমতি প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে,
এ শরীর মম, না হবে পরশ কভু,
অবিলম্বে, প্রিয়তম ! যাও লঙ্কাধামে !

রাম। হতভাগ্য আমি !
তাই লভি পিতা তোমা
রহিতে না পারিনু তিলার্দ্ধ !
না পারিনু স্পর্শিতে চরণ !
করি প্রণিপাত, কর আশীর্ব্বাদ,
পারি যেন লক্ষ্মণে বাঁচাতে।

[প্রণামান্তে মায়া সহ প্রস্থান।

যাই সঙ্গে কিছুদূরে অদৃশ্য হইয়ে,
না পারি ফিরাতে আঁখি চন্দ্রমুখ হ'তে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা-অন্তঃপুর।

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দো। পুত্রশোকের এমন তীব্র যাতনা যে, মন্দোদরীর মত কঠিন পাষাণীকে মধ্যে মধ্যে বিচলিত ক'রে তোলে ! এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি যে, কেন চিত্রাঙ্গদা এমন পুত্রশোকে উন্মাদিনী হ'য়ে উঠেছে। আমার এ হৃদয়ের জ্বালা—প্রাণের আগুন বাইরে প্রকাশ হ'তে দিই নি—দু'হাতে বক্ষঃস্থল চেপে রেখেছি ! দিবারাত্র মহারাজকে উত্তেজনার বাতাস দিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে রেখেছি। একটুও নিব্‌তে দিই নি—একটুও অবসন্ন হ'তে দিই নি। সেই উত্তেজনার ফলে লক্ষ্মণ গিয়েছে, এখন কাল প্রভাতে রামকে শেষ করতে পারলেই কাজ আমার শেষ হ'য়ে যায়। এইটুকু

সময় মহারাজকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌লে হয়! আজ আরও বাতাস দোব—আরও জ্বালিয়ে তুল্‌ব—যে জ্বালার তেজে বনচারী রাম তৃণের মত ভস্ম হ'য়ে বাতাসে উড়ে যাবে!

বিষণ্ণমনে রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। মন্দোদরি! বড় দুঃসংবাদ! আমার অব্যর্থ শক্তিশেল৩ বুঝি ব্যর্থ হ'য়ে যায়!

মন্দো। [ব্যস্তভাবে] কেন? কেন? কি হ'য়েছে, মহ

রাবণ। আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচরের মুখে এইমাত্র সংব মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ আন্‌তে এইমাত্র পবন-নন্দন মারুতি বা পর্ব্বতে আকাশ-পথে ধাবিত হয়েছে। গুপ্তচর মায় গিয়ে সমস্ত ব্যাপারই জেনে এসেছে।

মন্দো। কেমন ক'রে মৃতসঞ্জীবনীর কথা রাম বিভীষণ বোধ হয়, এ ঔষধির সন্ধান অবগত ছিল।

রাবণ। না, মন্দোদরি! সে আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার রাম সশরীরে প্রেতলোকে গিয়ে দশরথের নিকট হ'তে জেনে এসেছে। কি অসম্ভব সম্ভব হ'ল বল দেখি, মন্দোদরি?

মন্দো। কোন্ অসম্ভবটা না সম্ভব হয়েছে, মহারাজ? বনের বানর দিয়ে সাগর বাঁধা—সিন্ধুনীরে শিলা ভাসা, কোন্ কার্য্যটা না বিস্ময়কর, মহারাজ?

রাবণ। দেবতার চক্রান্ত না হ'লে মানুষে কখনও এ সব অসম্ভব কার্য্য সম্ভব কর্‌তে পার্‌ত না।

মন্দো। সেইজন্যই তখন দেবতাদের মুক্তি দেওয়াটাকে আমি অত অন্যায় ব'লে মনে করেছিলাম, মহারাজ!

রাবণ। আমি কিন্তু এখনও অন্যায় ব'লে মনে করি নি, মন্দোদরি!

মন্দো। পরিণাম ত তার দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

রাবণ। কি দেখ্‌তে পাচ্ছি ?

মন্দো। এখনও সে কথা ব'লে দিতে হবে ?

রাবণ। এই মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান জান্‌তে রামকে তারা মায়ার সঙ্গে প্রেতলোকে যাবার ব্যবস্থা করেছে ব'লে ? তাতে কি রাবণের কাপুরুষতা শ পেয়েছে, না তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে ? নির্লজ্জের আজও রণক্ষেত্র হ'তে কুক্কুরের মত বিতাড়িত ক'রে দিলাম, বলাম না, এতে কি রাবণের উদারতা আরও দ্বিগুণরূপে

স্তু শক্তিশেল ত ব্যর্থ ক'রে দিলে ?

কিছু উত্তেজিত ভাষায়] মন্দোদরি! আজ তুমি ছি, নিতান্তই জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়েছ।

উত্তেজিতভাবে] পুত্রশোকে মন্দোদরী জ্ঞানহারা হয়েছে! এ জ তোমার মুখ হ'তেও বের্ হ'ল ? তবু জেনে রেখো, মহারাজ, এ মন্দোদরী—চিত্রাঙ্গদা নয়।

রাবণ। থাক্, মন্দোদরি! তিক্ত আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই।

মন্দো। [কোমল স্বরে] যাও, মহারাজ! রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়, এখনও ঘুমোও নি ; একটু বিশ্রাম কর গে, প্রভাতেই আবার যুদ্ধযাত্রা করতে হবে।

রাবণ। না, এখনও আমার কাজ শেষ হয় নি ; এখনই গন্ধমাদনে মাতুলকে পাঠিয়ে মারুতির সঞ্জীবনী আনয়নে বাধা দিতে হবে। তার পর সূর্য্যকে ডেকে ব'লে দিতে হবে—রাত্রি শেষ না হ'তেই যাতে পূর্ব্বাচলে উদিত হয়। যদি কালনেমির বুদ্ধি-কৌশলও ব্যর্থ ক'রে মারুতি ঔষধি

আনয়ন করে, তা' হ'লে তার আস্‌তে আস্‌তে যাতে রাত্রি প্রভাত হয়, তার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ রাত্রিমধ্যে ঔষধ ব্যবহার না করালে আর সে ঔষধে কোন ফলই হবে না। আমি মাতুল কালনেমিকে ডাকৃতে পাঠিয়েছি, এখনই এখানে আস্‌বে।

ছুরি-হস্তে উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রা। না, পার্‌লুম না—কোনস্থানে স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারলুম না! বড় আশায় আজ আমায় বাধা দিয়ে নিয়ে এলে, রাজা! র বিভীষণকে হত্যা কর্‌তে দিলে না! আজ ঐ দুইজনকে হ পার্‌লে, আমার মেঘনাদ-বধের অনুতাপ কতকটা নিবৃত্তি হ'ত প্রায়শ্চিত্ত হ'ত! যাক্‌, তা যখন হ'ল না, তখন এক কাজ ক বড় আশা ক'রে তোর কাছে ছুটে এসেছি—নে—এই ছুরি আমার এই বুকে বসিয়ে দে! তোর হাতে মর্‌তে পার্‌ আমার এ জ্বালা জুড়াবে। ধর্‌, মন্দোদরি—এই ছুরি ধর্‌।

মন্দো। কেন—ভগিনি, শোকের উচ্ছ্বাস শোনাতে মন্দো এসেছ? জান ত, এ মরুময়ী ভীষণা পাষাণী; এখানে শোক ন— করুণা নাই—স্নেহ নাই—মমতা নাই! আছে শুধু উত্তেজনা—আছে শুধু অনলবর্ষী চক্ষের দৃষ্টি! যাও, ভগিনি—স্থানান্তরে যাও!

চিত্রা। তুইও পার্‌বি না? তবে—তবে—এই দেখ্‌—এই দেখ্‌—

[সহসা পশ্চাতে সরিয়া যাইতে যাইতে নিজ বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

মন্দো। কি কর্‌লি—কি কর্‌লি, চিত্রাঙ্গদা!

[পশ্চাৎ বেগে প্রস্থান।

রাবণ। যাও, চিত্রাঙ্গদা—এইবার জুড়াও গে! এইবার বুকের আগুন নিবাও গে! মৃত্যুই তোমার এখন এই যন্ত্রণাময় জীবনের চির-শান্তি।

ধীরে ধীরে কালনেমির প্রবেশ।

কাল। ডেকেছ, বাবা?

রাবণ। এই যে, মাতুল! হাঁ ডেকেছি—বিশেষ প্রয়োজন একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কেউ সে কাজ উদ্ধার করতে পারবে না—আর কেই বা আছে লঙ্কাপুরে!

কাল। [স্বগত] বাবা, বিশেষ বে-কায়দায় না পড়লে আর মিকে ডাক নি। আচ্ছা দেখি, এই ফুরসুতে কিছু বাগিয়ে নিতে না?

কি ভাবছ? ইতস্ততঃ করছ না কি?

সে কি! তোমার কাজে আবার ইতস্ততঃ? কি কাজ এখনই লেগে পড়ছি।

ছি খনই তোমাকে গন্ধমাদন পর্ব্বতে যেতে হবে।

[সবিস্ময়ে] সেখানে? এখন?

। হাঁ, মাতুল! এখনই—এই মুহূর্ত্তেই।

কাল। কেন বল দেখি?

রাবণ। আজ শক্তিশেলে লক্ষ্মণকে নিপাতিত করেছি। মারুতি তাকে বাঁচাবার জন্য গন্ধমাদনে বিশল্যকরণী ঔষধ আনতে গেছে। রাত্রি মধ্যে যদি আনতে পারে, তবে সেই ঔষধেই লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবে। সেই ঔষধি যাতে আনতে না পারে—বলেই হোক্—ছলেই হোক্—কিংবা যে কোন কৌশলেই হোক্ তোমাকে তাই করতে হবে, মাতুল! কার্য্য-উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই যথেষ্ট পুরস্কার পাবে।

কাল। [স্বগত] বাগাবার ভারি সুযোগ দেখছি। ভারি একটা দাঁও হাতে এসেছে; বিশেষ রকম কিছু এই সুযোগ ক'রে নিতে হচ্ছে।

রাবণ। ভাবছ কি, মাতুল? মোটেই বিলম্ব করা আর উচিত নয় কিন্তু।

কাল। ভাব্ছিলাম কি—এই রাত্রে যেতে হবে গন্ধমাদনে ; বাধা দিতে হবে—আবার সেই ঘরপোড়ার কাজে !

রাবণ। সেইজন্যই ত পুরস্কার যথেষ্ট পরিমাণে লাভ কর্বে।

কাল। কাজটা ত—বাবা, সোজা নয়—প্রাণ নিয়ে খেলা! কাজ উদ্ধার কর্তে যদি এই মামাকে প্রাণটাই দিতে হয়, তা' হ'লে ধর—তোমার মামীটীর কি উপায় হবে ?

রাবণ। যদি প্রাণপাত ক'রেও কাজ উদ্ধার ক'রে দিতে প' যা বল্বে, তাই তোমাকে দোব।

কাল। প্রাণই যদি পাত ক'রে ফেল্লাম, তবে ত' পুরস্কার নেবার ফুর্সৎ পাব কোথা ?

রাবণ। [স্বগত] বড় ধূর্ত্ত তুমি কালনেমি! আচ্ছ ভাল কথাই বলেছ, মাতুল! এখনই তুমি কি চাও বল্...র, করছি, তাই মাতুলানীকে দোব। বরং যাবার ... অঙ্গীকারের কথাটা শুনিয়েও যেতে পার। জান ত, . অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না ?

কাল। সে কথা এই ভূ-ভারতে কে না জানে বল, বাবা ? তবে তোমার মাতুলানীর অনেক দিনের সাধ যে, এই লঙ্কাপুরে একটু ছোট-খাট রাণী হ'য়ে সিংহাসনে বসে। তা বাবা, তোমারও ত বংশধর আর কেউ থাক্ল না। যদি ইচ্ছে কর, তবে কিছু রাজ্য-সম্পত্তিও আমাকে দিতে পার। আর ধর্তে গেলে, এও ত আর পরকে দিতে হচ্ছে না—তোমারই মাতুল আর মাতুলানী। আর এতে তোমার সম্মানও বাড়্বে—নাম-কামও হবে। দেখ বিবেচনা ক'রে, যে কাজে পাঠাচ্ছ, প্রাণ দিয়েও সেটা উদ্ধার কর্তে হবে আমাকে।

রাবণ। [স্বগত] ধূর্ত্ত, কৌশলে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ক'রে নিচ্ছে!

[প্রকাশ্যে] আচ্ছা মাতুল ! অঙ্গীকার কর্‌ছি, তুমি যদি আমার কাজ উদ্ধার ক'রে দিতে পার, তা' হ'লে তোমাকে লঙ্কার অর্দ্ধাংশ প্রদান কর্‌ব

কাল। [স্বগত] বলে কি? লঙ্কার অর্দ্ধাংশ দেবে? এতটা ত আশা কর্‌তে পারি নি! শোকে দুঃখে মাথাটা বাবাজীর বিগ্‌ড়ে গেল না কি ?

রাবণ। আর ভাব্‌চ কি, মাতুল? তুষ্ট হ'লে ত?

`ল। তোমার হচ্ছে মস্ত প্রাণ ; তোমার কাছে কি কোন · অবিচার

বিশেষতঃ আমি যে কাজে লাগ্‌তে যাচ্ছি, তার গুরুত্ব কি আর

`তে বাকী আছে? যাক্, যদি কাজ উদ্ধারের পর ফিরে

;, তা' হ'লে তোমার মাতুলানীর একটা হিল্লে হ'য়ে রইল

`বা! দেখ-না, চক্ষের পলক ফেল্‌তে-না-ফেল্‌তে মারুতির

নে উপস্থিত হব। জান ত, রাক্ষসীয় মায়াতে তোমার

উ ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে নি। এক ছিল—মারীচ, আর

.মি। তবে সে কাঁচা ছিল, তাই শেষটা সাম্‌লাতে পার্‌লে না।

ত‌. ..হঁ, বাবা! অঙ্গীকারটার কথা তুমিই তোমার মাতুলানীকে না হয় শুনিয়ে দিয়ো।

[প্রস্থান।

রাবণ। যাই এখন—সূর্য্যকে এখনই উদয়াচলে পাঠাতে হবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গন্ধমাদন-পর্ব্বত।

গীতকণ্ঠে মাদল বাজাইতে বাজাইতে পাহাড়িয়াগণের প্রবেশ।

পাহাড়িয়াগণ।—

গান।

ওরে বাদোল, মাদোল বাজা—মাদোল বাজা।
ধেই ধেই ধেই নাচ্‌ব কেতো, মার্‌বো মজা॥
পিয়ে মিঠা দারু কিয়া ফুর্‌তি হরদম্,
সারা জোঙ্গলটা ঢুঁরি ঢুঁরি রাখি সরগরম্,
(আরে হো হো হো হো—হো হো হো হো—হো)
আর কোই নাহি তুনিয়ামে—মোরা রেজা মোরা—রেজা॥
বাজে ধাকুড়্ কুড়্ কুড়্,
পিও কিন্ দারু ভর্‌পুর,
(আরে হো হো হো হো—হো, হো-হো-হো-হো-হো)
নেশা পিয়ে রহি চুচ্ছুর্-চুর, চাট্‌নি মিঠা কিয়া চিড়িয়া ভাজা॥

[প্রস্থান।

যোগিবেশে কালনেমির প্রবেশ।

কাল। [স্বগত] ঠিক এসে পৌছেছি। ঘরপোড়া বেটাকে আস্‌বার সময়ে আকাশ-পথে উড়ে আস্‌তে দেখে এলাম, বেটা এখনই আস্‌বে। এখন বেটাকে কোনরূপে কায়দা ক'রে সাবাড়্ কর্‌তে পার্‌লেই, কালনেমি একেবারে কাল সকালেই লঙ্কার অর্দ্ধেক ঈশ্বর হ'য়ে

বস্‌বে। বরাতের কি জোর! আজ যে কালনেমি মামা—কাল সে একজন লঙ্কার অধিপতি, মহারাজাধিরাজ, অখণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী, মহামহিম বিনয়পূর্ব্বক নমস্কার কস্যঞ্চ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে একেবারে শ্রীল শ্রীযুক্ত কালনেমি মহাশয় শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু হ'য়ে দাঁড়াবে। এক রাত্রির মধ্যেই একেবারে ফকির থেকে রাজা! একেই বলে বরাত— একেই বলে ভাগ্য! কাজটি উদ্ধার ক'রে দিয়েই চক্ষের নিমেষে গিয়ে পোঁছাতে হবে; আর দড়ি ধ'রে লঙ্কার অর্দ্ধেকটা ভাগ ক'রে .ব: আচ্ছা, কোন্ ভাগ্‌টা নেওয়া যাবে? অন্দরমহলটা যে সেই ভাগটা—বিশেষতঃ রাণী মন্দোদরী যেদিকে আছেন, চামুণ্ডীকে একেবারে কদলী-প্রদর্শন করতঃ মন্দোদরীকে াণ করণপূর্ব্বক স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করনান্তর একেবারে বনিয়োগঃ হ'তে হবে আর কি! কি মজাটাই না হবে তখন, মন্দোদরী আমার বামে ব'সে, মুচ্‌কী হেসে, রসে ভেসে, প্রাণেশ্বর ব'লে সম্বোধন কর্‌তে থাক্‌বে—তখন বাবাজীর কুাঁড়. -চক্ষু সেইদিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে! ঝাঁটাহস্তা চামুণ্ডী—তখন ছিন্নমস্তার মত নিজের মুণ্ড নিজেই ছিঁড়ে ফেল্‌বে আর কি! আরে কি মজা—কি মজা! আনন্দের হাসি যে আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি নে! আগে হেসে নি খানিকটা প্রাণভরে। [কিছুক্ষণ হাস্য] থাক্, আর না; এখনই হয় ত ঘরপোড়াটা এসে উপস্থিত হবে! যে বেশ ধ'রেছি, তাতে দেখে একজন পরম যোগী ব'লে আমাকে প্রণাম না ক'রে যাবার যো নাই। বসি এবার ধ্যানস্থ মতো হ'য়ে। শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু! [তথাকরণ]

ধীরে ধীরে মারুতির প্রবেশ।

মারুতি। এই ত গন্ধমাদন পর্ব্বত ব'লে বোধ হচ্ছে। বিভীষণ যেরূপ বর্ণনা ক'রে বলেছেন, সেইরূপই ত দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঐ যে ওখানে

একজন যোগী ব'সে আছেন; ওঁকে প্রণাম ক'রে ওঁর কাছ থেকেই সমস্ত সংবাদ জেনে নিতে পারব। [প্রণামপূর্ব্বক] জয় রাম! জয় রাম!

কাল [চক্ষু মেলিয়া] আহা, কি মধুর নাম! কার মুখ দিয়ে আজ এমন সুধাধারা ঝ'রে পড়্‌ল রে? কে তুমি? ধন্য—ধন্য—তুমিই ধন্য! বল—আবার বল।

মারুতি। জয় রাম শ্রীরাম প্রভু রাজীবলোচন!

কাল। কি মধুর! কি মধুর! ভক্ত ভিন্ন এমন মধু আর ঢাল্‌তে পারে না। বেঁচে থাক্—বাবা, বেঁচে থাক্! কি নাম একবার বল ত, বাবা?

মারুতি। [করজোড়ে] আমার নাম রামদাস মারুতি,

কাল। আহা-হা! তুমিই সেই রামদাস মারুতি? ধন্য— হ'লাম! এখন কি জন্য—কোথায় গমন হচ্ছে?

মারুতি। হে যোগিবর! আমার প্রভু আজ বড় বিপন্ন, রাবণের শক্তিশেলাঘাতে ঠাকুর লক্ষ্মণ অচৈতন্য; গন্ধমাদনের বি- ভিন্ন তাঁর চৈতন্য সঞ্চার হবে না; তাই প্রভুর আজ্ঞায় সেই ও- গন্ধমাদনে এসেছি। এই পর্ব্বতের নামই ত গন্ধমাদন?

কাল। হাঁ, বাবা! এরই নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত। কিন্তু—কি বল্‌লে? এখনও লঙ্কাযুদ্ধ শেষ হয় নি? এখনও মা জানকী অশোক-কাননে রয়েছেন? প্রভু! লীলাময় তুমি—এ তোমার লীলা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মারুতি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার মত একজন যোগীর দর্শনলাভ ঘটেছে! এখন দয়া ক'রে যদি আমাকে সেই বিশল্যকরণী চিনিয়ে দিতে পারেন, তা' হ'লে আমার পরম উপকার সাধন হ'ত।

কাল। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই চিনিয়ে দেবো; তার জন্য আর চিন্তা কি? তোমার মত রাম-ভক্তের যখন দেখা পেয়েছি, তখন আমারও পরম

সৌভাগ্য বল্‌তে হবে ! তুমিও যাঁর ভক্ত—যে নাম জপ কর, আমিও তাঁরই ভক্ত—তাঁরই নাম জপ ক'রে তাঁরই সাধন কর্‌তে এই নির্জ্জন পর্ব্বতে এসে আশ্রম করেছি। আহা, সেই প্রভু আজ বিপন্ন ! [কাঁদিয়া ফেলিল] না—না—লীলা—লীলা !

মারুতি। তা' হ'লে দয়া ক'রে একবার গাত্রোত্থান করুন।

কাল। ব্যস্ত কেন ? রাত্রিটা প্রভাত হ'য়ে যাক্, তার পরেই স্মরণী তোমাকে চিনিয়ে দোব।

…তি। রাত্রি মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রদান কর্‌তে না পার্‌লে সে … কোন ফলই হবে না, প্রভু ?

…া, তাই নাকি ? তবে এখনই চিনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু …থ কর্‌তে হবে ?

। কি বলুন ?

সে স্থানে যেতে হ'লে সদ্যঃস্নাত হ'য়ে যেতে হয় ; অস্নাত …ঔষধি স্পর্শ কর্‌বার নিয়ম নাই।

…তি। বলুন, কোথায় স্নান কর্‌ব ? এখনই কর্‌ছি—

কাল। বেশী দূরে নয়—ঐ যে, একটু দক্ষিণদিকে গেলেই দেখ্‌তে পাবে, প্রকাণ্ড এক স্বচ্ছ সরোবর রয়েছে। সেই নির্ম্মল পবিত্র জলে তা' হ'লে স্নান ক'রে এস। আমি এদিকেও প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌ছি।

মারুতি। এখনই যাচ্ছি আমি।

[প্রস্থান।

কাল। [উঠিয়া] ঐ যে গেলে, সেই গেলে, আর ফির্‌তে হচ্ছে না, চাঁদ ! জলে পা দেওয়া মাত্রই সেই কুমীরের খর্পরে পড়্‌তে হবে ; তার কাছ থেকে উদ্ধার পেয়ে আসা কারুর সাধ্য নেই। [সোৎসাহে] আর কি—মেরে দিয়েছি কেল্লা ! একটু অপেক্ষা ক'রেই চক্ষের নিমেষে

লঙ্কায় গিয়েই লঙ্কা-ভাগে লেগে যেতে হবে। মন্দোদরি! প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাক। ঐ যে – ঐ যে জল-কল্লোল শোনা যাচ্ছে; ঠিক ধরেছে— এইবার হয় ত কুমীরটা ঘরপোড়া চাঁদকে অতল জলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! বাবা ঘরপোড়া! এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে ছিলে, এইবার সরোবরের বহরটা একবার দেখ!

[নেপথ্যে মারুতি উচ্চস্বরে জয় রাম! জয় রাম বলিয়া উঠিল।]

তৎক্ষণাৎ দৈব আসিয়া গাহিল।

গান।

ওরে সামাল্ সামাল্ এবার।
শোন্ কান পেতে ওই বিষম হৈ-চৈ, উঠ্ছে ভীষণ হুঙ্কার।
তোর লঙ্কা ভাগ হ'য়ে গেল,
সকল আশায় ছাই পড়িল,
ওই দেখ্ না চেয়ে আস্ছে ধেয়ে খাঁটি যমের অবতার॥

প্রস্থান।

কাল। [নেপথ্যে মারুতিকে আসিতে দেখিয়া সভয়ে, সকম্পে] যাঁ্যা যাঁ্যা! দৌড়ে আস্ছে যে? কি হ'ল—কি হ'ল তবে? [চক্ষু মুদিয়া] জয় রাম। জয় রাম!

বেগে ক্রুদ্ধ মারুতির পুনঃ প্রবেশ।

মারুতি। আরে আরে ভণ্ড রাক্ষস! দেখ্, এখনই তোর ভণ্ডামি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

কাল। [পূর্ব্ববৎ] জয় রাম! জয় রাম! কি বাবা বাবা?

মারুতি। আর ভুলাতে পার্‌ছিস্ নে। আমি সে কুম্ভীরকে উদ্ধার

ক'রে দিয়ে তার কাছে তোর পরিচয় পেয়ে ছুটে এসেছি। এখন তোকে এইখানেই সাবাড়্ ক'রে সমস্ত গন্ধমাদনটাকে আজ উপ্‌ড়ে মাথায় ক'রে লঙ্কায় নিয়ে যাব। ভণ্ড রাক্ষস! তুমি মারুতিকে চেনো না? আয় দেখি—কালনেমি!

কাল। [কৃত্রিম দাড়ী জটা ফেলিয়া দিয়া বিকটমূর্ত্তি ধরিয়া] যখন কৌশলে কাজ উদ্ধার হ'ল না, তখন আয়—তোকে বাহুবলেই সাবাড়্ ।

.ত। আয় পাষণ্ড!

[উভয়ের বাহুযুদ্ধ]

প্‌রে! বাপ্‌রে! কি অসীম শক্তি, সমস্ত অস্থি-পঞ্জর-ড়া হ'য়ে গেল। হায়! হায়! আর লঙ্কা ভাগ করা া—মন্দোদরীকে রাণী করা হ'ল না,! ওঃ—যাই—যাই!

মর্ পাষণ্ড—[কালনেমীকে ভূতলে পতন]

না বাবা, মর্‌তে পার্‌বো না—মরা আমার যে কোন কালে অভ্যাস নেই, বাবা!

মারুতি। অভ্যাস করাচ্ছি! [কালনেমিকে ফেলিতে ফেলিতে লইয়া প্রস্থান করিল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া] রাক্ষসকে সাবাড়্ করেছি, এখন গন্ধমাদনটাকে উপ্‌ড়ে মাথায় তুলে নিয়ে যাই। জয় রাম! জয় রাম!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাঘব-শিবির-সম্মুখ।

মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে লইয়া রাম বিভীষণ প্রভৃতির প্রবেশ

এবং শিবির-সম্মুখে লক্ষ্মণকে শায়িতভাবে রাখিল।

রাম। [ব্যাকুলভাবে] কৈ, মিতা! এখনও ত মারুতি এল না? পূর্ব্বদিকে যেন অরুণচ্ছটা বিকাশ পাচ্ছে। কি উপায় মিতা তবে? অতি দুর্ভাগ্য আমি। তাই মনে হচ্ছে, লক্ষ্মণকে জীবিত দেখ্‌তে পাব না!

বিভী। বহুদূরে সে গন্ধমাদন গিরি, তাই মারুতির বিং. মারুতি যখন গিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কাজ উদ্ধার ক'রে আস্‌বে।

কিন্তু হের, মিতা!
রজনীর চতুর্থ প্রহর, শেষ হতে
এখনও বাকী রয়েছে যামার্দ্ধ কাল,
কিন্তু এ দীন রামের মন্দ-ভাগ্য দোষে
ওই দেখ দিনদেব
উদিছেন উদয়-অচলে অকালে।
নতুবা ওই উষার কনকঘটা,
কেন হেরি পূরব গগনে?
নিশা-অবসানে—
আনে যদি ঔষধি মারুতি,
তা' হ'লে ত ফলিবে না ফল।

বার বার পিতার আদেশ,
না হইতে নিশা শেষ—
হইবে আনিতে সেই মৃত-সঞ্জীবনী :

বিভী এখনো সময় আছে।
মাত্র ওই ঊষার কাঞ্চনঘটা
ফুটিয়াছে আকাশের গায়ে ;
দিনদেব এখনও হন্ নি উদিত।
[করপুটে] দিনদেব।
বংশের নিদান তুমি :
দয়া কর—দয়া কর বংশধরে তব !
তুমি যদি হইয়ে নিদয়—
হও এবে উদয় গগনে,
তা' হ'লে—হে প্রভাকর !
লক্ষ্মণের ফুরাবে জীবন।
[অতি ব্যাকুলভাবে]
কই মিতা ! কই মিতা !
এখনও না আসে মারুতি।
ওই হের পূর্ব্বদিক্ আরো উদ্ভাসিত,
এখনি উঠিবে দীপ্ত প্রখর ভাস্কর,
সহস্র-কিরণ-রূপ সহস্র সায়কে
এখনি বিঁধিবে হায় মর্ম্মস্থল মোর।
ওহো—হো, মিতা !
আর নাহি কোন আশা—
সব আশা নিবিল এবার !

ওই—ওই দিনকর ওঠে বুঝি।
হায়! হায়! কি করিব—কোথা যাব?
দিনদেব! রক্ষা কর—রক্ষা কর আজি।
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ভাই রে আমার!
মূঢ় আমি—মন্দভাগ্য আমি;
হাতে পেয়ে রক্ষার উপায়—
কিন্তু নারিনু বাঁচাতে তোরে, ভাই!
তবে চল্ যাই—চল্ যাই—
এক সঙ্গে দুই ভাই মোরা—
হই এক পথের পথিক।

[লক্ষ্মণের বক্ষে মস্তক রক্ষা]

বিভী। হের, প্রভু রঘুমণি!
শুনি তব সকরুণ বাণী,
দিনমণি না উদিল আর।
অন্তর্হিত অরুণের ছটা,
পুনঃ ঘোর অন্ধকারে ঘিরিল আকাশ।

[নেপথ্যে মারুতি—"জয় রাম! জয় রাম! ধ্বনি।"

[সকলে উদগ্রীব হইল; রাম উঠিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে আকাশের দিকে দেখিতে লাগিলেন। গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে তৎপশ্চাৎ মারুতির প্রবেশ।

মারুতি। না চিনিতে পারি, বিশল্যকরণী,
আনিয়াছি সমগ্র পর্ব্বত তুলি।
লহ চিনি' মৃত-সঞ্জীবনী।

বিলম্বের হেতু, রঘুমণি,
না জানিয়া লঙ্ঘি' ঊর্দ্ধে পাদুকা তোমার,
ভরতের বাটুল-আঘাতে পড়িনু বিপাকে ;
পেয়ে পরিচয় সব—আর
শুনি লক্ষ্মণের শক্তিশেলাঘাত,
ভ্রাতৃদ্বয় তব কত করে হাহাকার !
পরে নভ পথে ভানুরে উদিতে দেখি,
রেখেছিনু চেপে তারে
মোর কুক্ষিদেশ-মাঝে।
বড় জ্বালা, দগ্ধ হয়ে গেছে কুক্ষিদেশ ;

রাম। মিতা—মিতা !
আর নাহি বিলম্ব তিলার্দ্ধ,
আন চিনি' বিশল্যকরণী।
[বিভীষণ ঔষধি খুঁজিতে লাগিলেন]
মারুতি রে !
কি আর কহিব তোরে ?
তুই মোর পুত্র-মিত্র-ভ্রাতা-বন্ধু সব !

মারুতি। [করযোড়ে]
দাস আমি,
দিয়ো স্থান চির-দাসে—
একবিন্দু পদতলে স্থান ;
আর নাহি আকিঞ্চন কিছু।

বিভী। [ঔষধি আনিয়া]
এই লহ, প্রভু !

নিজ করে ভ্রাতৃ-অঙ্গে

এ ঔষধি করহ প্রয়োগ ;

[ঔষধি প্রদান]

রাম । [ঔষধি লইয়া]

স্বর্গ হ'তে পিতৃদেব কর আশীর্ব্বাদ,

পাই যেন ফিরে লক্ষ্মণের প্রাণ !

[ঔষধি লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিলেন ; তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ

চৈতন্য পাইয়া চক্ষু মেলিলেন ।]

লক্ষ্মণ । কই দাদা—কোথা দাদা ?

[উঠিয়া রামের বক্ষে পড়িলেন

রাম । লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! ভাই আমার !

[লক্ষ্মণকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

মারুতি । বল একবার উচ্চৈঃস্বরে সকলে—জয় রামচন্দ্রের জয়

সকলে । [মিলিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে] জয় রামচন্দ্রের জয় !

তৎক্ষণাৎ দেববালকগণ আসিয়া গাহিল ।

[সকলে সানন্দে যথাযোগ্য স্থানে দাঁড়াইল]

দেববালকগণ ।—

গান ।

জয় জয় রামচন্দ্র, অনুজ লক্ষ্মণ ।

দূরে গেল— দূরে গেল আজি সব অলক্ষণ ॥

দুখনিশা অবসান,

সুখ-রবি আগুয়ান,

হ'ল ভাবে বিভোর ভাবুক অঘোর রামনামে অনুক্ষণ ॥

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য।

রাজকক্ষ।

রাবণ ও সারণ।

রাবণ। কহ ত্বরা করি, হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ!
কি হেতু নিনাদে বৈরীবৃন্দ,
নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র, প্রাণদান পাইলা কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি?
কে জানে—অনুকূল দেবকুল
তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে
বাঁধিল কৌশলে যে রাম;
ভাসিল শিলা যার
মায়াতেজে জলমুখে;
বাঁচিল যে দুইবার মরি সমরে,
অসাধ্য তার কি আছে জগতে?

সারণ। কে বুঝে দেবের মায়া
এ মায়া-সংসারে, রাজেন্দ্র?
গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি, দেবাত্মা,
আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ দানে, প্রভু,

বাঁচাইলা পুনঃ লক্ষ্মণে ;
তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীর-মদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযথ, নাথ, শুনি যূথনাথে।

রাবণ। বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর-মরে,
সম্মুখ-সমরে বধিনু যে রিপু আমি,
বাঁচিল সে পুনঃ দৈববলে ?
হে সারণ! মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ
ছাড়ে কি হে কভু তাহায় ?
কি কাজ কিন্তু এ বৃথা-বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি,
ডুবিল তিমিরে কর্ব্বুর-গৌরব-রবি !
মরিল সংগ্রামে শূলীশম্ভুসম
ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী,
দ্বিতীয় জগতে শক্তিধর !
প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দোঁহে
ফিরি পাব ভবতলে ?

যাও তুমি, হে সারণ !
যথায় সুরথী রাঘব ;—
কহিও শূরে, 'রক্ষঃকুলনিধি রাবণ,
হে মহাবাহু ! এই ভিক্ষা
মাগে তব কাছে,—
তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে সপ্তদিন,
বৈরীভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা
ইচ্ছেন সাধিতে যথাবিধি।
বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি !
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি,
বীরশূন্য এবে বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা !
ধন্য বীরকুলে তুমি !
শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পর-মনোরথ আজি পূরাও, সুরথি !'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।

[রাবণকে বন্দনা করিয়া সারণের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

শিবির।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, ও অঙ্গদ ও কপিগণ।

দূতের প্রবেশ।

দূত। রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব !
বিখ্যাত জগতে, সারণ
শিবির-দ্বারে সঙ্গিদল সহ ;
কি আজ্ঞা তোমার,
দাসে কহ, নরমণি !

রাম। আন ত্বরা করি, বার্ত্তাবহ,
মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে দূতকুল অবধ্য সমরে ?

[দূতের প্রস্থান।

সারণের প্রবেশ।

সারণ। [বন্দনা করিয়া]
রক্ষঃকুলনিধি রাবণ,
হে মহাবাহু ! এই ভিক্ষা মাগে তব কাছে,—
তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে সপ্তদিন,
বৈরীভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা
ইচ্ছেন সাধিতে যথাবিধি।
বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি।

বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি,
বীরশূন্য এবে বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা !
ধন্য বীরকুলে তুমি !
শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পর-মনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।

রাম। পরমারি মম, হে সারণ ! প্রভু তব ;
তবু তাঁর দুঃখে পরম দুঃখিত আমি,
কহিনু তোমারে।
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে
কার না বিদরে হৃদয় ?
যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে অরণ্যে,
মলিনমুখ সেও হে সে কালে।
বিপদে অপর পর
সম মম কাছে, মন্ত্রিবর !
যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে তুমি ;
না ধরিব অস্ত্র সপ্তদিন আমি সসৈন্যে।
কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে
কভু না প্রহারে ধার্ম্মিক !

সারণ। [অবনতমস্তকে]
নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;

বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি !
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী,
নরদলপতি তুমি, রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহে দোঁহে রিপুভাবে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি—হে মহাবাহু,
সৃজিলা পবনে সিন্ধু-অরি ;
মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্র নাগেন্দ্র-বৈরী,
তাঁর মায়া-ছলে রাঘব রাবণ-অরি—
দোষিব কাহারে ?

[প্রস্থান।

রাম। হে অঙ্গদ সুমতি !
দশ শত রথী ল'য়ে যাও
রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি সিন্ধুতীরে ;
পুত্রের সৎক্রিয়া যথা করেন লঙ্কেশ।
সাবধানে যাও, হে সুরথি !
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুল-শোকে !
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে
এ সময় আমাদের একজন
সমাগত হইতে উচিত তথা।

কুমার লক্ষ্মণশূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি ;
তেঁই কহি তোমা, যাও তুমি, যুবরাজ !
রাজচূড়ামণি বালি পিতা তব,
বিমুখিলা সমরে রাবণে শিষ্টাচারে ;
শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে,
মহাশোকে তার সান্ত্বনা প্রদানি ।

[সকলের প্রস্থান ।

দশম দৃশ্য ।

সমুদ্র-তট ।

(মেঘনাদের চিতানল জ্বলিতেছিল ।)

পট্টবসনা, উজ্জ্বল সিন্দুর সীমন্তে দিয়া ধ্যানস্থ ভাবে প্রমীলা অগ্রে অগ্রে আসিতেছিল, তৎপশ্চাৎ গীতকণ্ঠে সঙ্গিনীগণ প্রবেশ করিল ।

সঙ্গিনীগণ—

গান ।

জ্বল্ চিতা, জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ তেজে ওঠ রে জ্বলি ।
আজ জুড়াইতে জ্বালা দানব-বালা
তোমারি জ্বালায় পড়িবে চলি ।
তোমারি অঙ্কে পতিসহ পাশে,
মুদিবে নয়ন পতি-সহবাসে,
যারে জীবন-সঙ্গিনী পতি সোহাগিনী
মরণে সঙ্গিনী হইবে বলি ।

প্রমীলা। [সঙ্গিনীদিগকে] লো সহচরি,
এতদিনে আজি ফুরাইল
জীবলীলা জীবলীলা-স্থলে মোর।
ফিরে যাও সবে দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর—
[রোদন, অশ্রু সংবরণ করিয়া]
কহিও মায়েরে মোর,
এ দাসীর ভালে লিখিলা বিধাতা যাহা,
তাইলো ঘটিল এত দিনে!
যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে পিতামাতা,
চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি?
ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।
[চিতার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া যুক্তকরে]

গান।

একা যেয়ো না—যেয়ো না, হে প্রিয়তম,
আজি আমার একা ফেলিয়ে।
আমায় সঙ্গিনী করিয়ে, যাও হে লইয়ে,
আমি রহিতে না পারি তোমা ছাড়িয়ে।
একবৃন্তে ছিনু দুটী ফুল গাঁথা,
গেলে কি ভুলিয়ে আজি সেই কথা.

তুমি যাবে যেথা, আমি যাব সেথা,
চির-সাথের সাথী র'ব হইয়ে।
আজি খেলা সাঙ্গ মোদের ইহ-জীবনের,
ভেঙে গেল সব সঙ্গে স্বপনের.
আব'র এ জীবনের পারে নব জীবনের
উঠিছে গো মোদের খেলা জমিয়ে॥

[চিতা-মধ্যে ঝম্প প্রদান]

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ : ছিল আশা, মেঘনাদ,
মুদিব অন্তিমে এ নয়নদ্বয়
আমি তোমার সম্মুখে!—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়,
করিব মহাযাত্রা!
কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে তাঁর লীলা?
ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী
রক্ষোরাণীরূপে পুত্রবধু!
বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—

হায় রে, কে কবে মোরে,
ফিরিব কেমনে শূন্য লঙ্কাধামে আর ?
কি সান্ত্বনাচ্ছলে সান্ত্বনিব মায়ে তব,
কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?'
সুধিবে যবে রাণী মন্দোদরী,—
'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'
কি ক'য়ে বুঝাব তারে—
হায় রে, কি ক'য়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে !
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ-বিধি রাবণের ভালে ?

[নতমুখে সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান।

সঙ্গিনীগণ ।—

গান ।

কি হ'ল কি হ'ল হায় রে,
মোদের সব ফুরাইল ।
শৈশব-সঙ্গিনী, যৌবন-রঙ্গিণী,
জনমের মত আজ গেল—চ'লে গেল ॥
আর না পাইব, আর না দেখিব,
'প্রাণসখী' ডাক আর না শুনিব,
হায় দারুণ বিধি, একি রে তোর বিধি,
সাধের স্বপন আজ মোদের ভাঙিল ।

[যবনিকা ।

বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক

শৈশব-সাধনা বা ধ্রুবচরিত, শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরার অপূর্ব্ব অভিনয়। ইহাতে সেই উত্তানপাদ, ধ্রুব, উত্তম, সবর্ণ স্থবাদী, সংযোগ, সুনীতি, সুরুচি, ইরাবতী প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

শ্মশানে মিলন ভাবুক-কবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত; এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদকের দলে মহাসমারোহে অভিনীত, ইহাতে আছে—সেই সেনাপতি বিরাটকেতনের বিরাট ষড়যন্ত্র, মন্ত্রীর ভীষণ চক্রান্ত, শশবিন্দুর আত্মত্যাগ; আত্মসাৎএর হাস্যের তরঙ্গ—নানা রঙ্গভঙ্গ, আরও আছে শোকাকুলা শৈব্যাসতী, প্রেমাকুলা দেবসেনা, শক্তি পাগলিনীর গীত-লহরী প্রভৃতি; এমন দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয় আর নাই। [সচিত্র] মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

যুগল বীর-কুমার "শ্মশানে মিলন" প্রণেতা সুকবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরা পার্টির অভিনয়; ইহাতে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লব কুশের যুদ্ধ, পুত্র-পরিচয়, অকাল-মৃত্যু, বাল্মীকি, অবতার, অবতারের সেই "আমার বাবা" গান, সবই আছে, মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

বিক্রমাদিত্য "শ্মশানে মিলন" লেখক নিতাই বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত সমাজে অভিনীত; ইহাতে যশোবর্দ্ধন, জ্ঞানগুপ্ত, ভর্ত্তৃহরি, শকাদিত্য, তত্ত্বানন্দ, মুখসর্ব্বস্ব, তিলোত্তমা, ভানুমতী সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

শিবি-চরিত্র প্রবীণ কবি ৺প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ মুখার্জ্জীর দলে যশের অভিনয়, সেই বিকর্ত্তন, জয়সেন, সুসেন-চণ্ডবিক্রম, পৃথুপাল, কীর্ত্তিসিংহ, শক্তি ও শান্তি, জয়ন্তী, সুশীলা সবই আছে। মূল্য ১৷৹

জয়দেব ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত এবং সতীশ মুখার্জ্জির অপেরার অভিনয়ে কোহিনুর-মণি; ইহাতে সেই সত্যানন্দ, ধীরানন্দ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন, বিক্রমসেন, কীর্ত্তিসেন, কমলিনী, পদ্মাবতী, নর্ম্মদা প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

কল্যাণী "শ্মশান" লেখক সেই তেজস্বী নাট্যকার শ্রীপশুপতি চৌধুরী প্রণীত। সতীশ মুখার্জ্জির উজ্জ্বল অভিনয়। ইহাতে সেই চন্দ্রকেতু, মৈনাকবাহু, মনোচোরা, চঞ্চলা, মালাবতী, মৃণালিনী সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

শ্মশান সুকবি শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরী রচিত; সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির অপেরার গৌরবপূর্ণ অভিনয়। সেই জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ, সুধীর ও ধীরেন্দ্রসিংহ, কল্যাণসিংহ, মঙ্গলাচার্য্য, অবিদ্যা, বিবেক, ধর্ম্মক্ষেপা, ইন্দুমতী, বিমলা প্রভৃতি সকলই আছে। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

স্নুযজ্ঞ উক্ত পশুপতি বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-নিশান! ইহাতে কবির কল্পনা-কাননের সেই অজিতবাহু ও ভীমসিংহ, সেই নবকুমার ও হতভাগা, সেই কুহকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, সেই ছায়াবতী, মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা, যশোজ্যাসিনী শৈলেন্দ্রী সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য।৹ মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদন-মোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য।৹ মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজা, ভারি মজা! ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৶৹ আনা।

জেনানা—যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, চোর বেচারা মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝ্‌লে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, মেথ্‌রাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য।৶৹ আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিয়ে। ঘোম্‌টার ভিতরে গুঁফো ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে! বাসর-ঘরে রসের গান—দুশো মজা! মূল্য।৹ মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য।৶৹ আনা।

এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।

"মায়াবী"—ছবির নমুনা

জুমেলিয়ার কিরীচ সমেত হাতখানি চাপিয়া ধরিল। [মায়াবী—১৪৫ পৃষ্ঠা।

"নীলবসনা সুন্দরী"—ছবির নমুন

"দেখিল, রমণী যুবতী সুন্দরী [illegible] সুন্দর"। নীলবসনা সুন্দরী—১৪ পৃষ্ঠায়।

সকল উপন্যাসই—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময়!